

বৈকানে গোহলো শ্বালুড়ান্তোহল

অনুবাদ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী



পুত্রনাথ প্রেস-মাস্টার

২৪বি লেক রোড, কলিকাতা ২৯

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী
২৪ বি সেক রোড, কলিকাতা ২৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
এক টাকা চার আনা

চেপেছেন
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনিয়ন প্রেস
৪ এ রমানাথ মন্দির ট্রুট, কলিকাতা ১

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଯେ ଦୁଃଖାହସିକ କାହିନୀ ଏଇ ପୁସ୍ତକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଯେଛେ ମେ
ଆମାର କିଶୋର ବୟସେର ଅଭିଜ୍ଞତା । କୈଶ୍ଚାରେ ମେହି ମଧୁମୟ
ଦିନଙ୍ଗଲିର ଶୂତି ଆଜିଓ ଆମାର ଘନେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୁଯେ ରଖେଛେ ।
ମେହି ଶୂତିକଥା ଏଥିନ ପୁସ୍ତକେର ଆକାରେ ଲିପିବନ୍ଦ କରାତେ
ବସେଛି—ଏଇ ଆଶାୟ ଯେ, କିଶୋର ପାଠକ ତାର ପୃଷ୍ଠା ଥେକେ
ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାତେ ପାରିବେ, ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ
କରିବେ ।

ଏକଟା କଥା ବଲେ ଶେଷ କରାତେ ଚାଇ । ଏମନ କୋନ ବାଲକ
ଯଦି ଥାକେ ଯାର ହାସତେ ମାନା ଆଛେ କିଂବା ଯେ ସବ ସମୟେ ମୁଖ
ଭାରି କରେ ସରେର କୋଣେ ବସେ ଥାକିତେଇ ଭାଲବାସେ, ଆଗେ ଥେକେଇ
ତାକେ ବଲେ ରାଖି, ମେ ଯେନ ଏ ବହି ନା ପଡ଼ିତେ ଚାଯ । ଏ ବହି
ତାର ଜଣ୍ଠ ନଯ ।

ବ୍ୟାଲ୍କ୍ ରୋତାର

ବ୍ରଜକିତ୍ତା ଶମ୍ଭୁ ମଣିର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ—

—এক—

দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে চিরদিনই আমার খুব ভাল লাগে। খুব ছোট বয়স থেকেই আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার বাবা ছিলেন এক জাহাজের কাপ্টেন। প্রথম যখন আমি সমুদ্রযাত্রা করি, তখন আমার বয়স মাত্র বারো বছর। তখন আমি শুধু ইংলণ্ডের বন্দরগুলোই ঘুরে বেড়াবার স্বয়েগ পেয়েছিলাম। সেই সময়ে এমন অনেক নাবিকদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যারা বিশাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশ দেখে বেড়িয়েছে। তন্ময় হয়ে তাদের গল্প শুনতাম। তাদের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে আমার মনে সব থেকে বেশী সাড়া দিত দক্ষিণ সাগরের প্রবাল দ্বীপের বৃত্তান্ত। ‘প্রবাল’ বলে এক খুব ছোট প্রাণী কি ভাবে অগুন্তি শুল্কর দ্বীপ মহাসমুদ্রের বুকে স্থষ্টি করেছে, সেই অপূর্ব কাহিনী শুনতে শুনতে কতদিন অহার নিজা ভুলে গিয়েছি! ঠিক করে ফেললাম, একবার দক্ষিণ সাগরে পাড়ি দেব। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো বছর।

বাবা-মাকে রাজি করাতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাবা তাঁর এক পুরোনো নাবিক বন্ধুর সঙ্গে আমার

ଆଲାପ କରିଯେ ଦିଲେନ । ତୀର ଜାହାଜ 'ଏୟାରୋ' ତଥନ ଦକ୍ଷିଣ
ସାଗରେ ବାତା କରଛିଲ ।

ଜାହାଜ ଛାଡ଼ାଇ ଦିନ ଏମ । ଭାରି ଶୁନ୍ଦର ଦିନଟା । ଆକାଶେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଝଲମଳ କରଛେ, ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ।

ଜାହାଜ ଛେଡେ ଦିଲ । ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ପେଛିଯେ ସେତେ
ଲାଗଲ ତୀର । ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଲାମ ।

ଜାହାଜେ ଆମାର ବୟସୀ ଅନେକ ଛେଲେ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ହ'ଜନେର
ସଙ୍ଗେଇ ଆମାର ଖୁବ ହଳବେଶୀ, ଜ୍ୟାକ ମାର୍ଟିନ, ଆର ପିଟାରକିନ ଗେ ।
ଜ୍ୟାକ ଛିଲ ଆମାର ଥେକେ ଏକଟୁ ବଡ଼, ଆଠାରୋ ବର୍ଷର ବୟସ । ତାର
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଶୀବହଳ ଚେହାରାଯ ସେଇ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଫୁଟେ ବେଳାଚେ । ତାର
ସ୍ଵଭାବରେ ଛିଲ ଭାରି ଶୁନ୍ଦର, ଆର ସେଇ ଜଣ୍ଯ ଜାହାଜେର ସବାଇ
ତାକେ ଖୁବ ଭାଲବାସନ୍ତ । ଆମି ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଛିଲାମ ।
ପିଟାରକିନେର ବୟସ ଗୋଟି ଚୌଦ୍ଦ ହବେ । ବୈଟେ ଛୋଟଖାଟ
ଛେଲେଟା, ସେମନି ଛଟଫଟେ, ଆମୁଦେଓ ତେମନି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନଇ ଜ୍ୟାକେର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୁଏ ଗେଲ, ପିଟାରକିନେର
ସଙ୍ଗେଓ ଭାବ ହୁଏ ଗେଲ ଖୁବ ।

ଆମାଦେର ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିକେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ
କିଛୁଟି ଘଟେନି । ସମୁଦ୍ର କଥନୋ ଶାନ୍ତ, କଥନୋ ଭୀଷଣ ରୂପ
ଧାରଣ କରେଛେ । ଅନେକ ଅନ୍ତୁତ ମାଛ ଦେଖିଲେ ପେଲାମ । ସବ
ଥେକେ ମଜାର ହଳ ଉଡ଼କୁ ମାଛଗୁଲୋ । ଜଳ ଥେକେ ପ୍ରାୟ ଏକଫୁଟ
ଓପରେ ଓଠେ ଆବାର ଝୁପ୍ କରେ ଜଳେ ପଡ଼େ ଯାଇଲ ।

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ପ୍ରବାଲ ଦ୍ୱାରେ ଏଲାକାଯ ଏସେ ପଡ଼ିଲାମ ।

ପ୍ରଥମ ସେ ପ୍ରବାଲ ଦ୍ଵୀପଟୀ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଚଲେ ଯାଇ, ତାର ସେତାଭ ତୀର ଆର ଆଲୋ-ଖଳମଳ ସବୁଜ ତାଳ-ଜାତୀୟ ଗାଛଗୁଲୋ ଦେଖେ ଆନନ୍ଦେ ସାରା ଗାୟେ କାଟା ଦିଯେ ଉଠେଛିଲ । କବେ ଆମରା ଅମନ ଏକଟା ଦ୍ଵୀପେ ନାମବ, ଏହି ଆଶାୟ ତିନଙ୍କନେ ଦିନ ଗୁଣତେ ଲାଗଲାମ । ଅବିଲଷେଇ ଆମାଦେର ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲ ।

ଏକଦିନ ରାତ୍ରେ, ତଥନ ଆମରା ସବାଇ ସୁମିଯେ ପଡ଼େଛି, ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଉଠିଲ । ପାଞ୍ଚଦିନ ଧରେ ଚଲିଲ ସେଇ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ବଳୀଳା । ଜାହାଜେ ଯା କିଛୁ ଛିଲ ସବ ତହନଛ ହ୍ୟେ ଗେଲ, ଜୀବନେର ଆଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଡେ ଦିତେ ହଲ । କାଣ୍ଡେନକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେ ତିନି ଠିକ କରେ ବଲତେ ପାରଲେନ ନା, ଆମରା କୋଥାଯ । ଶୁଦ୍ଧ ଜାନାଲେନ, ଆମରା ଗନ୍ଧବ୍ୟ ପଥ ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ ଏସେ ପଡ଼େଛି ।

ଛ'ଦିନେର ଦିନ ତୀର ଦେଖା ଗେଲ । ଛୋଟ ଏକଟା ଦ୍ଵୀପ, ତାର ଚାରିଦିକେ ପ୍ରବାଲ-ଶୈଳେର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୂଡ଼ା ଜଳେର ଓପର ମାଥା ତୁଲେ ପ୍ରାଚୀରେର ମତ ଦ୍ଵୀପଟାକେ ସିରେ ରେଖେଛେ । ସମୁଦ୍ରେର ଟେଉ ସଜୋରେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀରେ ବୁକେ ଆହଡେ ପଡ଼ିଛେ । ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲାମ, କୋନ ରକମେ ଯଦି ସେଇ ଦ୍ଵୀପେ ପୌଛେନ ଯାଯ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ଟେଉ ଏସେ ଜାହାଜଟାକେ ଏକେବାରେ ଲଗୁଭଗୁ କରେ ଦିଲ ।

କାଣ୍ଡେନ ବଲଲେନ, “ଆର କୋନ ଆଶା ନେଇ । ନୌକୋ ତୈରି କର, ତୀରେ ଉଠିତେ ଚେଷ୍ଟା କରତେ ହବେ ।”

ନୌରବେ ସବାଇ ଆଦେଶ ପାଲନ କରତେ ଲାଗଲ । କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦର ମନେଇ ଉଂସାହେର ଲେଖମାତ୍ର ନେଇ । ଏଟୁକୁ ଛୋଟ ନୌକୋତେ

এই প্রবল বড়ে কারই বা উৎসাহ জাগে? কিন্তু এ ভিন্ন
আর উপায়ই বা কি?

জ্যাক আমাদের ছ'জনকে ডেকে বলল, “নৌকোয় আমরা
যাব না। অতটুকু নৌকো এত লোকজন নিয়ে কোনমতেই
তীরে পৌছতে পারবে না। তার চেয়ে এস আমরা একটা
বড়গোছের দাঢ় আঁকড়ে পড়ে থাকি। যদি কপালে থাকে,
ওতে তর করেই টেউ খেতে খেতে আমরা দ্বীপে পৌছতে
পারব।”

সঙ্গে সঙ্গে আমরা জ্যাকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।
কিন্তু জ্যাকের কথার ভাবে বুবলাম, জীবনের আশা অতি অল্প।
প্রবাল প্রাচীরের বুকে লাফিয়ে পড়া প্রচণ্ড টেউয়ের ক্রুকু গর্জনে
আমাদের মরণের ডঙ্কা শুনতে পাচ্ছি। জীবন আর মৃত্যুর
মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক মুহূর্তের।

একটা প্রকাণ্ড টেউ জাহাজের দিকে আসছে দেখে
আমরা দাঢ়টাৰ কাছে এগিয়ে গেলাম। দাঢ়ের কাছে যেতে
না যেতেই প্রবল বেগে টেউটা জাহাজের ওপৰে আছড়ে পড়ে
জাহাজটাকে চুরমার করে দিল। আর একটা টেউ এসে
লাগতেই দাঢ়টা ছেড়ে নেল জাহাজ থেকে। প্রাণপণে দাঢ়টা
আঁকড়ে ধরে আমরা দুর্স্ত সমুদ্রে পাড়ি দিলাম। পরক্ষণেই
দেখলাম, সমস্ত যাত্রীদের নিয়ে নৌকোটা উলটে গেল। তারপরে
আর কিছুই জানি না।

—চৃষ্ট—

জন হতে দেখি, একটা প্রকাণ পাথরের আড়ালে খানিকটা
ঘাসজমির ওপরে শুয়ে রয়েছি। আমার পাশে হাঁটু পেতে
বসে পিটারকিন আমার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, মাথার
ক্ষত থেকে রক্তশ্রেণ বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। ক্রমে ক্রমে
আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, শুনতে পেলাম পিটারকিন
জিজ্ঞাসা করছে, কেমন বোধ করছি। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনও
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, আঝীয়
স্বজন, ঘববাড়ী থেকে অনেক দূরে, এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত
হয়েছি। চোখ মেলে তাকতে জ্যাকের সঙ্গে চোখাচোখি হল;
অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাতে
ভব করে ধীরে ধীরে উঠলাম। মাথায় হাত দিতেই বুঝলাম,
বেশ খানিকটা কেটে গেছে, রক্তপাতও হয়েছে প্রচুর।

আমাকে উঠতে দেখে জ্যাক আবার শুইয়ে দিয়ে বলল,
“এখনো তুমি ভাল হওনি; শুয়ে থাক ।...না না কোন কথা
নয়। বরং সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে শোন।”

“না জ্যাক, ওকে কথা বলতে দাও। ও যে কথা বলতে
পারছে এ জানলেও যেন নিশ্চিন্ত হই। যেরকম মড়ার
মত প্রায় একঘণ্টা চুপ করে পড়ে ছিল! আর, কি ছেলে

বাবা তুমি ! উঃ, বলিহারি যাই ! যা করে আমার গলা টিপে
ধরেছিলে, দম আটকেই মরেছিলাম আর কি !”

পিটারকিনের কথা শুনে আমার একটু একটু, করে সব
মনে পড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, “সেকি, তোমার গলা
টিপে ধরলাম কি হে ?”

“জাননা, সে কি ! কেন তুমি কি ভুলে গেছ—”

“হ্যা, সমুদ্রে পড়ে যাওয়া থেকে আমার কিছুই মনে নেই !”

“চুপ কর পিটারকিন, ভুলে যেয়োনা, র্যালফ, অসুস্থ !
—আমি বুঝিয়ে বলছি। জাহাজ ধাকা খেতেই আমরা
তিনজনে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লাম, মনে আছে তো ? আচ্ছা
বেশ। দেখলাম, দাঢ়টা তোমার মাথায় সজোরে লাগতেই
তুমি বেঁস হয়ে পড়লে, আর সঙ্গে সঙ্গে কি করছ না জেনেই
সজোরে পিটারকিনের গলা জাপটে ধরলে। আমার ভয় তল,
বেচারা পিটারকিন হয়ত দম আটকেই মাবা যাবে। কোন-
রকমে তোমার কবল থেকে পিটারকিনকে মুক্ত করে তোমাদেব
নিয়ে ধীবে ধীরে তীবে পৌছলাম।”

“কিন্তু জাহাজটাব কি হল, জ্যাক ? ভেঙে চুরমাৰ হয়ে
গয়েছে ? আমি র্যালফকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, লক্ষ্য করতে
পারিনি।”

“না, ঠিক চুরমাৰ হয়ে যায় নি, তবে সমুদ্রের অতলে
তলিয়ে গিয়েছে।”

আমাদের নৃতন পরিস্থিতিৰ কথা চিন্তা কৱতে খানিকটা

ସମୟ ଗେଲ । ଆମାର ମନେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଶା ଜାଗଛିଲ ନା । ଜ୍ୟାକେର କାହେ ଶୁଣେଛି, ଏ ଏକଟା ଦ୍ଵୀପ । କିନ୍ତୁ କି ରକମ ଦ୍ଵୀପ, ଏତେ ଜନମାନବ ଆହେ କିନା, କିଛୁଇ ଜାନିନା । ଆର ଜନମାନବେର ଅନ୍ତିଷ୍ଠଟାଇ ଯେ ବିଶେଷ ଆଶାପ୍ରଦ, ତାଇ ବା କି କରେ ବଲି ? ଦକ୍ଷିଣ ସାଗରେର ଅଧିବାସୀଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯା ଶୁଣେଛି ତା ଯଦି ସତ୍ୟ ହ୍ୟ ତୋ ତାରା ହ୍ୟତ ଆମାଦେର ଜୀବନ୍ତଟି ପୁଡ଼ିଯେ ଥେଯେ ଫେଲବେ ! ଆର ଯଦି ଏ ଦ୍ଵୀପ ନିର୍ଜିନ ହ୍ୟ ତୋ ଆମାଦେର ଅନାହାରେଇ ମରତେ ହବେ ଏଥାନେ ! “ନା, ଆଶା ନେଇ, କୋନ ଆଶାଇ ନେଇ ।” ଏଇ କଥା କଯଟା ଆମାର ଅଞ୍ଜାତେଇ ଆମାର ମୁଖ ଦିଯେ ବେରିଯେ ଗେଲ ।

“ଆଶା ନେଇ, ବଲ କି ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ ! ଆମି ତୋ ବଲବ, ଆମରା ବବଂ ବେଁଚେଇ ଗେଛି !” ଜ୍ୟାକ ବଲଲ ।

ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ଆମାର କି ମନେ ହ୍ୟ ଜାନ ? ଆମାଦେର ନିତାନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମରା ଏଥାନେ ଏସେ ପଡ଼େଛି । ଆମାଦେର ମତ ତିନଜନ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାବିକେର ପକ୍ଷେ ଏର ଥେକେ ଭାଲ ଆର କି ହତେ ପାରତ ? ଏକଟା ଗୋଟା ଦ୍ଵୀପ ଆମାଦେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରେ ; ଏଥିନି ଆମବା ଏଥାନକାର ଅସଭ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଦେର ଆମାଦେର ସେବାଯ ଲାଗାବ । ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ହବେ ରାଜା, ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ ହବେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆବ ଆମି—”

“କିନ୍ତୁ ଅସଭ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ଯଦି କେଉ ନା ଥାକେ ?”

“‘ତାତେଇ ବା କ୍ଷତି କି ? ତଥନ ଆମରା ଏକଟା ଚମକାର ବାଡ଼ୀ ତୈରି କରବ ; ତାର ଚାରିଦିକେ ଥାକବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳେର ସେବା

ଫୁଲ ଦିଯେ ମାଜାମେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ବାଗାନ । ତାରପର ଚାର-
ବାସ, ଫଳ-ଫୁଲ କରେ ମହା ଆନନ୍ଦେ ଥେଯେ ଶୁଣେ କାଟିଯେ
ଦେବ ଦିନଗୁଲୋ ।”

“କାଜେର କଥାଯ ଏସ ପିଟାରକିନ । ଆମାଦେର ସତିଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ହବାର କଥା ନଯ । ଏ ଦ୍ୱୀପ ଯଦି ନିର୍ଜିନ ହୁଯ ତାହଲେ ଆମାଦେର
ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ପଶୁର ମତି ଜୀବନଧାରଣ କରତେ ହବେ, କାରଣ କୋନ
ରକମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମାଦେର ନେଇ, ଏକଟା ଛୁରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଯ ।”
ଜ୍ୟାକ ବଲଲ ।

“କେ ବଲେ ଛୁବି ନେଇ, ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ”, ବଲେ ପିଟାରକିନ
ପକେଟେ ହାତ ଦିଯେ ଏକଟା ଛେଟି ଛୁବି ବେର କରଲ । ଛୁରିଟା
ଏକକାଲେ ଦୁମୁଖୋ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକଟା ଫଳା’ବ କୋନ ଅନ୍ତିତ
ନେଇ, ଆବ ଅନ୍ତାରାରା ଆଧିକାନା ଭାଙ୍ଗ ।

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ଯାକ, ତବୁ ତୋ ମୋଟେ ନା ଥାକାବ
ଚେଯେ ଭାଲ ! ମେ ସାଇ ହୋକ, ଆର ବାଜେ କଥାଯ ସମୟ ନଷ୍ଟ
କରେ ଲାଭ ନେଇ । ଅନେକ କାଜ ରଯେଛେ । ପ୍ରଥମେଇ ଦେଖତେ
ହବେ, ଆମାଦେର କାର କାହେ କି ଆଛେ । ତାରପର ଏକଟା ପାହାଡ଼େର
ଚୂଡ଼ାଯ ଉଠେ ଦ୍ୱୀପଟାକେ ଭାଲ କରେ ଦେଖେ ନେବ, କାବଣ
ଭାଲ ହୋକ ଆର ମନ୍ଦଇ ହୋକ, କିଛୁଦିନେର ଜଣ୍ମ ଅନ୍ତର
ଏହି ଦ୍ୱୀପକେଇ ଏଥନ ଆମାଦେର ସରବାଡ଼ୀ ହିସେବେ ଆଶ୍ରଯ କରତେ
ହବେ ।

—তিনি—

একটা পাথরের ওপরে বসে আমাদের পার্থিব সম্পত্তির হিসাব নেওয়া শুরু হল। সকলের পকেট সফরে অনুসন্ধান করে যা কিছু পাওয়া গেল সব এক জায়গায় জমা করা হল। এক, পিটারকিনের ভাঙা ছুরিটা ; দ্রুই, একটা পেতলের পেনিল (কিন্তু তাতে সীসের অস্তিত্ব নেই) ; তিনি, প্রায় ছ'গজ লম্বা সরু দড়ি ; চার, জাহাজের পাল মেলাই করবার ছোট ছুঁচ ; পাঁচ, একটা জাহাজের টেলিস্কোপ, যেটা আমি অঙ্গান অবস্থাতেও প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিলাম ; ছয়, জ্বাকের কড়ে আঙুলের আংটিটা ; সাত, খানিকটা লম্বা ববাব। এ সব ছাড়াও আমাদের প্রত্যেকের পিঠে পোষাকের বাণিল বাঁধা ছিল।

হঠাৎ জ্যাক চীৎকার করে উঠল, “দাঢ়ুটা ! আরে, সেটার কথা যে একেবারে ভুলে গেছি !”

“সেটা আবার কি কাজে আসবে ? দ্বীপে যা গাছ আছে তাতে তো অমন ইজারটা দাঢ় হতে পারে হে !” পিটারকিন বলল।

“তা পারে, কিন্তু সেই দাঢ়ের আগায় যে লোহাটুকু আছে সেটা আমাদের অশেষ কাজে আসবে।”

“ঠিক বলেছ ! চল যাই, নিয়ে আসি সেটা !” বলেই উঠে

পড়লাম। তাড়াতাড়ি তিনজনে অগ্রসর হলাম সমুদ্রের দিকে।
রক্ষণশক্তির ফলে ছবিল বোধ করছিলাম; ওদের সঙ্গে সমান
তালে চলতে না পারায় পেছিয়ে পড়তে লাগলাম বারবার।
জ্যাক লক্ষ্য করেছিল তা, তাই পেছিয়ে এসে আমাকে সাহায্য
করতে লাগল। আশচর্য, ঝড় একেবারে থেমে গেছে; যেন
জাহাজটা ধ্বংস করবার পর ছুটি পেয়েছে সে।

দ্বীপটা পর্বতময়, রঙ-বেরঙের শুল্ক গাছপালায় ছাওয়া।
সেই অগুন্তি গাছের মধ্যে তালজাতীয় গাছের সংখ্যাটি বেশী,
তাদের মধ্যে কেবল নারকেলগাছ ছাড়া আর সবই আমাব
অজানা। ঝলমলে সবুজ তীব্রে প্রান্ত বেয়ে বালিব ষ্ঠেতাত
রেখা চলে গিয়েছে, সমুদ্রের ছোট ছোট টেউ এসে পড়ছে
তার ওপরে। এতে আমি একটু বিস্থিত হলাম, কারণ
দেশে থাকতে দেখেছি, ঝড় থেমে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে
পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ টেউয়ের রাশি তীব্রে বুকে আছড়ে
পড়ে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই অবশ্য এর কারণটা বুবাতে
পারলাম।

তার থেকে প্রায় এক মাইল দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ
টেউগুলো পাক খেতে খেতে সশব্দে সেই প্রবালের প্রাচীরের
ওপরে ভেঙে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সাদা জলস্তন্ত্রে মত
দেখাচ্ছে। পরে জানতে পেরেছিলাম, এই প্রবালের প্রাচীর
প্রায় সমস্ত দ্বীপটাকেই ধিরে রেখেছে, আর টেউয়ের সমস্ত
উদ্বামতা নিজের মাথায় ধরে তীব্রে পৌছবার আগেই তাদের

ନିଷ୍ଠେଜ କରେ ଦିଚେ । ଫଳେ, ପ୍ରାଚୀର ଆର ଦ୍ୱୀପେର ମାଝେର
ଜଳରାଶି ନିଷ୍ଠୁରଙ୍ଗ, ଶାନ୍ତ ।

ହଠାଂ ପିଟାରକିମେର ଚୀଏକାରେ ଆମାଦେର ଚମକ ଭାଙ୍ଗି ।
ସମୁଦ୍ରେର ଦିକେ ତାକାତେଇ ଦେଖି, ମେ କେବଳ ନାଚଛେ ଆର ଲାଫାଚଛେ,
ଆର ଥେକେ ଥେକେ ତୀରେ କାହେ ଗିଯେ କି ଯେଣ ଏକଟା ଧରେ
ପ୍ରାଣପଣେ ଟାନାଟାନି କରଛେ ।

“କି ଅନ୍ତୁତ ହେଲେ ଦେଖେଛ ?” ବଲେ ଜ୍ୟାକ ଆମାକେ ହାତ ଧରେ
ଟାନତେ ଟାନତେ ତାର କାହେ ନିଯେ ଚଲି ।

“ଏହି ସେ, ପେଯେଛି ହେ, ପେଯେଛି । ଠିକ ସେ ଜିମିଷଟି
ଚାଇଛିଲାମ । ଓଃ, ଫାର୍ସ୍ଟକ୍ଲାଶ !” ପିଟାରକିନ ଚୀଏକାବ କବେ ଉଠିଲ ।

ଏକଟା କଥା ଏଥାନେ ବଲେ ରାଖି । ଆମାଦେର ବନ୍ଧୁ ପିଟାରକିନ
ଥେକେ ଥେକେ ଏହିରକମ ଅନେକ ଅନ୍ତୁତ କଥାଇ ବଲେ ଉଠିତ, ଯାବ
କୋନ ଅର୍ଥ ଆମି ଅନ୍ତୁତ ବୁଝାନାମ ନା ।

କାହେ ସେତେ ଦେଖି, ଦାଡ଼ ଥେକେ କୁଡ଼ୁଲଟା ଖୁଲେ ନେବାର ଜଣ୍ଠ
ପିଟାରକିନ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ କିଛୁ କରତେ
ପାରଛେ ନା ।

ଏକଟାନେ କୁଡ଼ୁଲଟା ଖୁଲେ ନିଯେ ଜ୍ୟାକ ବଲି, “ହାଁ, ଏତଙ୍କଣେ
ଏକଟା ସତିକାରେର କାଜେର ଜିନିଷ ପେଯେଛି । ଏକଶୋଟା ଛୁରିର
ଥେକେଓ ଏବ ଦାମ ଏଥନ ଆମାଦେବ କାହେ ବେଶୀ । ଆବ ଦେଖେଛ,
କତ ନତୁନ, କେମନ ଧାରାଲୋ !” ଆମାଦେର ଅନ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବ
ଯେଥାନେ ଛିଲ, କୁଡ଼ୁଲଟାଓ ମେଥାନେ ନିଯେ ଗେଲାମ ।

ଜ୍ୟାକ ବଲି, “ଚଲ ଦ୍ୱୀପେର ପେଛନ ଦିକଟାଯ ଯାଇ, ଜାହାଜଟା

ଯେଥେନେ ଧାକା ଖେ଱େଛେ ; ଦେଖି ଯଦି କିଛୁ ତେଉଁ ଭେସେ ତୀରେ
ପୌଛେ ଥାକେ । କିଛୁ ଯେ ପାବ ମେ ଆଶା କରି ନା, ତବୁও
ଦେଖିତେ ଦୋଷ କି ?”

ଅନ୍ତଶ୍ରୟେର ଆଭାୟ ଉନ୍ନାସିତ ତୀର ଧରେ ଯେତେ ଯେତେ ହଠାତ୍
ପିଟାରକିନେର ମନେ ହଜ, ଖାତ୍ତ ବଲତେ ଏକମାତ୍ର ବୁନୋ ଫଳ ଛାଡ଼ା
ଆର କିଛୁଇ ନେଇ । ଜ୍ୟାକକେ ବଲଲ, “କି ହବେ ଜ୍ୟାକ, ବନେର
ଫଳଗୁଲୋ ଯଦି ଖେତେ ବିଷ୍ଵାଦ ହୟ କିଂବା ବିଷାକ୍ତ ହୟ ?”

“ନା, ମେ ଭୟ ନେଇ । ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖେଛି, ଓଦେର
ମଧ୍ୟେ କତକଗୁଲୋ ଫଳ ଆମାଦେର ଦେଶେରଇ ମତ ଅନେକଟା ।
ତାଛାଡ଼ା ଏଇମାତ୍ର ହୁଯେକଟା ପାଖୀକେ ମେ ସବ ଫଳ ଖେତେ
ଦେଖିଲାମ । ଯେ ଫଳ ଖେଯେ ପାଖୀ ମରେ ନା, ମାତ୍ରମ ହୟ ଆମରାଓ
ତାତେ ମରବ ନା । କିନ୍ତୁ ଏତ କଥାର କି ଦରକାର ? ଏ ଚେଯେ ଦେଖ ।”

ଜ୍ୟାକେର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସରଣ କରେ ଓପର ଦିକେ ତାକାତେ ଏକଟା
ନାରକେଳ ଗାଛ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ,—ବେଶ କଯେକ କୁଣ୍ଡି ଫଳ ଧରେ
ରଯେଛେ । ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ଏ ଯେ ନାରକେଳ ଦେଖଛ, ଓତେଇ ଆମାଦେର
କୁଧା ଏବଂ ତୃଷ୍ଣା ଦୂର ହବେ । ଜାନ ତୋ, କଚି ଡାବେର ଜଳ ଯେମନ
ତୃଷ୍ଣା ଦୂର କରେ, ବୁନୋ ନାରକେଲେର ଶାସନ ତେମନି ପୁଷ୍ପାଦ
ଆର ପୁଣିକରା । ସୁତରାଂ କୁଧା ତୃଷ୍ଣାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଆର
ତୋମାକେ ବିବ୍ରତ ହତେ ହବେ ନା ।”

“ତାହିତୋ ଜ୍ୟାକ, ଏ ତୋ ଆମାର ଏତକ୍ଷଣ ମନେଇ ହୟନି !
ବା ରେ ବାଃ, ଏକଇ ଗାଛେ ଜଳ ଆର ଖାବାର ! ଆରାମସେ ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ନାନ,
ଆର ରାଜାର ହାଲେ ଦ୍ଵୀପେ ବାସ କରା, ଅର୍ଥଚ ଏହି ଜଣେ ଏତୁକୁ କଷ୍ଟ

କରନ୍ତେ ହବେ ନା ! ନାଃ, ଏ ଦୀପ ଆର ଛାଡ଼ା ଚଲଲ ନା ଦେଖଛି ;
ଏଥାନେଇ ଆମରା ସାରାଜୀବନ କାଟିଯେ ଦେବ ।” ପିଟାରକିନ ବଲଲ ।

ଜାହାଜ ସେଥାନେ ଧାକା ଖେଯେଛିଲ ଏତକ୍ଷଣେ ଆମରା ସେ
ଜାଯଗାଯ ଏସେ ପୌଛିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅନୁମନାନେର ପରେও
କିଛୁଟି ପାଓଯା ଗେଲ ନା ।

ଫିରନ୍ତେ ଫିରନ୍ତେଇ ଅନ୍ଧକାର ହୟେ ଆସାଯ ପାହାଡ଼ର ଓପରେ
ଉଠେ ଦୀପଟା ଦେଖା ସେଦିନେର ମତ ଶୁଣିତ ହିଲ । ସେଇ ସ୍ଵର୍ଗ
ଆଲୋଯ କରେକଟା ଡାଲପାଲା ଆର କି ଏକଟା ଅଜାନା
ଗାଛେର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତା କେଟେ ତା ଦିଯେ କୋନମତେ ରାତିଂ-
ଧାସେର ଉପଯୁକ୍ତ ଏକଟା ଆଶ୍ତାନା ଗଡ଼େ ତୁଳିଲାମ । ମେଘେତେ
ବିଛିଯେ ଦିଲାମ ଲତା ପାତା ଆର ଶୁକନୋ ସାମ । ଏବାର ଆହାରେର
ଚିନ୍ତା । ପିଟାରକିନ କରେକଟା ନାରକେଳ ପେଡେ ଆନଳ । ଇତି-
ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅନ୍ଧକାବ ହୟେ ଏମେହେ, ଆଶ୍ରମ ନା ଜ୍ବାଲିଲେ ଆର
ଉପାୟ ନେଇ । କିନ୍ତୁ କି କବେ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ବାଲା ଯାଯ ! କିଛୁତେଇ
କୋନ ଉପାୟ ମନେ ପଡ଼ିଲ ନା ।

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ପାଥର ତୋ ଅଜସ୍ର ରଯେଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋହା
ମା ହଲେ କି କବେ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ବାଲି ?”

“ହଯେଛେ ହଯେଛେ,” ପିଟାବକିନ ଚିନ୍ତକାର କରେ ଉଠିଲ, “ଦୂର-
ବୀଣେବ ବଡ଼ କୀଟଟା ଦିଯେଇ ତୋ ବେଶ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ବାଲା ଯାବେ !”

‘ଭୁଲେ ଯେଯୋନା ପିଟାରକିନ, ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଗିଯେଛେ । ମୋଦ
ନା ପେଣେ ତୋମାର କୀଚ କୋନ କାଜେଇ ଲାଗବେ ନା ।’

ପିଟାରକିନ ନିଜେର ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତେ ପେରେ ଚୁପ କରେ ରହିଲ ।

“ପିତିକ ହୁଯେଛେ ।” ବଲେ ଜ୍ୟାକ ଉଠେ ଗିଯେ ଏକଟା ଗାଛେରୁ ଡାଳ କେଟେ ଏନେ ତାର ଛାଲଟା ଛାଡ଼ିଯେ ଫେରିଲା । “ଏଭାବେ ଆମି ଆଶ୍ଚର୍ମାନ ଆଲାତେ ଦେଖେଛି । ଦାଓ ଦେଖି ଦାଢ଼ିଟା ।”

ଡାଲଟାର ଛଦିକେ ଦାଢ଼ି ବେଁଧେ ଜ୍ୟାକ ଏକଟା ଧନୁକ ତୈରି କରିଲା । ତାରପର ଏକଟା ଶୁକନୋ ଡାଳ ଥେକେ ତିନ ଇକିଟାକ କେଟେ ନିଯେ ତାର ଛଟେ ଦିକ ଛୁଁଚିଲୋ କରେ ଧନୁକରେ ଛିଲାର ସଜେ ଜଡ଼ିଯେ ନିଳ ସେଟା । ତାରପର ଆର ଏକ ଟୁକରୋ ଶୁକନୋ ଡାଲେର ଓପରେ ଛିଲାଯ ଜଡ଼ାନୋ ସେଇ ଛୋଟୁ କାଠଟାର ଏକଟା ଦିକ ରେଖେ ଆର-ଏକଥଣୁ କାଠ ଦିଯେ ଅନ୍ତି ଦିକଟା ଏକହାତେ ଚେପେ ଧରିଲ, ତାରପର ଅପର ହାତେ ଖୁବ ଜୋରେ ଧନୁକଟା ଘସତେ ଲାଗିଲା । କଯେକ ସେକେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟେଇ ଶୁକନୋ କାଠଟା ଦିଯେ ଧୌରୀ ବେଙ୍ଗତେ ଲାଗିଲା । ଏକ ମିନିଟ ଯେତେ ନା ଯେତେଇ ଛଲେ ଉଠିଲ କାଠଟା । କଯେକ ମିନିଟେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ମାନର ସାମନେ ବସେ ଆମରା ମହା ଆନନ୍ଦେ ନାରକେଳ ଭକ୍ଷଣେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୁଯେ ପଡ଼ିଲାମ ।

—চার—

জাহাজডুবির পরের দিন সকালবেলা। ঘুম ভাঙতেই দেখি, ভোরের আলোর রক্ষিম আভা মুখে এসে পড়েছে। খুসিতে ভরে উঠল মন। পিটারকিন, জ্যাক তখনে ঘুমোচ্ছে। পিটারকিনের মাথার ঠিক ওপরেই একটা ডালের ওপরে একটা ছোট পাখী চোখে পড়ল। কী অপূর্ব সুন্দর পাখীটা! তন্ময় হয়ে তার রঙ বেরঙের পালক লক্ষ্য করতে লাগলাম। পাখীটা একটু মাথা দোলালো, তারপর মাথা নীচু করে পিটারকিনকে দেখে নিল—একবার ডান চোখে, আর একবার বাঁ চোখে। পিটারকিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রকাণ হঁ করে তখনে সে ঘুমোচ্ছে, আর পাঁখীটা অন্তুতভাবে তাকাচ্ছে তার দিকে। তারি মজা লাগল দেখে। পিটারকিন যেরকম হঁ করে রয়েছে, পাখীটা যদি পা পিছলিয়ে বা অন্ত কোন রকমে ঝুপ্করে তার মুখের মধ্যে পড়ে যায়? ভাবতেই হাঁসি পেল। হঠাৎ পাখীটা নীচু হয়ে তার মুখের কাছে গিয়ে খুব জোরে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। অফুট শব্দ করে ওপরের দিকে তাকাতেই দেখি, পাখীটা উড়ে পালাচ্ছে।

“হৃষ্ট পাখী কোথাকার!” বলে পিটারকিন তাকে ভেঙ্গচে উঠল। তারপর চোখ রংগড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কটা

ବେଜେଛେ । ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମାର ହାସି ପେଲ, ବଲଲାମ, “କି କରେ ବଲି ବଲ, ଆମାଦେର ସଢ଼ି ସେ ସମୁଦ୍ରର ତଳାୟ ରହେ ଗିଯିଛେ । ତବେ ଏକଥା ବଲତେ ପାରି, ବେଳା ବେଶୀ ହସନି, ଏହି ସବେ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲ ।”

ଏତକ୍ଷଣେ ପିଟାରକିନେର ସବ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ । ରୌଜ୍ରୋଜ୍ଜଳ ଆକାଶେର ଦିକେ ତାକିଯେ ବେଶ ବଡ଼ କରେ ଏକ ନିଃଖାସ ନିର୍ମଳ ବାତାସ ଟେନେ ନିତେଇ ତାର ଛ'ଚୋଥ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଯେ ଉଠିଲ । ଚୋଥ ଛୁଟୋ କଚଲେ ନିଲ ଆର ଏକବାର, ତାରପର ଏଦିକେ ଓଦିକେ ତାକାତେ ଲାଗଲ । ଝୋପ-ଝାପେର ଫାକ ଦିଯେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ, ଆର ଯାଇ କୋଥା । ତିଡିଂ କରେ ଲାଫିଯେ ଉଠେ ଉଲ୍ଲାସେ ଚୀଏକାର କରତେ କରତେ ଏକଦୌଡ଼େ ବାଲି ପାର ହୁଯେ ଜଲେ ନାମତେ ଲାଗଲ ।

ତାର ଚୀଏକାରେ ଜ୍ୟାକେରଣ ସୁମ ଗେଲ ଭେଦେ । ଅବାକ ହରେ ଏଦିକେ ଓଦିକେ ତାକାତେ ଲାଗଲ । ଜଲେ ପିଟାରକିନେବ ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିତେଇ ହାସିତେ ତାର ମୁଖ ଭରେ ଉଠିଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାଡ଼ିଯେ ଉଠେ, ମାଥାର ଚୁଲଣ୍ଟିଲୋ ପେହନେର ଦିକେ ସରିଯେ ଦିଯେ, ତୌରବେଗେ ବାଲି ପାର ହୁଯେ ସଶବ୍ଦେ ସମୁଦ୍ରେ ଲାଫିଯେ ପଡ଼ିଲ ।

ଆମିଓ ଆର ଥାକତେ ପାରଲାମ ନା, ଏକ ଛୁଟେ ଗିଯେ ଜଲେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲାମ ।

ଯେମନି ସାଁତାରେ, ତେମନି ଜଲେ ଲମ୍ଫଫାଲ୍ପ କାଟିତେବେ ଜ୍ୟାକ ଖୁବ ଓଞ୍ଚାଦ । ଝାପିଯେ ପଡ଼େ ପ୍ରାୟ ମିନିଟ ଥାନେକ ଜଲେର ତଳାୟ ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ ଫୁଁଡ଼େ ଉଠିଲି । ସାଁତାରେ, ଲମ୍ଫଫାଲ୍ପେ, ଆମିଓ

বেশ পোক্ত, যদিও জ্যাকের মত অত উস্তাদ নই। পিটারকিন ভাল সাঁতার জানত না, আর সেইজন্ত গভীর জলে যেতে ভয় পেত। জ্যাক আর আমি কিন্তু প্রায়ই গভীর জল পর্যন্ত চলে যেতাম, ডুব দিয়ে ছুড়ি তুলতাম। আমাদের দীপ আর সেই প্রবাল-প্রাচীর শ্রেণীর মধ্যেকার জল এত শান্ত যে অনেক সময় জলের নৌচেকার সমন্ত কিছু পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেত। প্রথমবার ডুব দিয়ে জলের তলায় গিয়ে যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম, সে কোনদিন তুলব না। এক অনুভূত স্মৃদূর বাগান ভিন্ন তাকে আর কিই বা বলা যেতে পারে! হাজার রকম আকৃতির রঙ-বেরঙের প্রবালে সমন্ত সমুদ্রের বুকটা ছাওয়া। তাদেব ঘিরে যে সব শাওলা রয়েছে, তাদের রঙের ঘটা, কমনীয় আকৃতি, কথায় বোঝানো যায় না। লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কত বঙেব মাছ খেলা করছে; আমাদের দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

প্রথম বার ডুব দেবাব পর নিঃশ্বাস নেবাব জন্ত কাছাকাছি ভেসে উঠতেই জ্যাক জিজ্ঞাসা করল, “এমন অপূর্ব দৃশ্য আগে দেখেছ কখনো?”

“সত্যিই জ্যাক, কখনো দেখিনি। এ যেন রূপকথার রাজ্য! মনে হয়, যেন স্বপ্ন দেখছি!”

“স্বপ্ন? হ্যা, স্বপ্নই বটে! এসো তাহলে, আশ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখি।” বলে আবার সে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম।

—পাঁচ—

প্রাত়রাশ সেৱে নিয়ে ঠিক হল, দ্বীপটা ভাল কৰে দেখতে হবে। আমাদেৱ সমস্ত সম্পত্তি একটা গুহার মধ্যে রেখে কাছাকাছি একটা গাছ থেকে বেশ মজবূত দেখে ছটো লাঠি কেটে নেওয়া হল। একটা আমি নিলাম, আৱ একটা নিল পিটাবকিন। জ্যাক কুড়ুলটা নিল। কে বলতে পাৱে, পথে কোন বিপদে পড়ব কি না !

সমুদ্রের ধার দিয়ে কিছুদূৰ যেতেই একটা উপত্যকাৰ সামনে এসে পৌছলাম। একটা ছেঁটি নদী উপত্যকাৰ ওপৰ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে পেছন কৰে দ্বীপটাৰ দিকে তাকালাম।

যে অপূৰ্ব দৃশ্য চোখে পড়ল তা কথায় বোৰানো যায় না। উপত্যকাৰ ছদিকেৰ জমি একটু একটু কৰে উঠে গিয়ে ছটো পাহাড়ে পৱিণত হয়েছে। সমস্ত উপত্যকা; পাহাড়-পৰ্বত, হয়েক রকমেৰ গাছপালায় ছাওয়া।

আমাদেৱ মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী আৱ বৃদ্ধিমান বলে জ্যাক চলল সবাৱ আগে। তাৱ পেছনে পিটাবকিন, আৱ সবাৱ পেছনে আমি। ক্ৰমে আমৱা পাহাড়েৰ পাদদেশে এসে পৌছলাম। এমন সময় হঠাৎ জ্যাক একটা গাছ আৱিষ্কাৰ কৱল—কঢ়ি-ফলেৰ গাছ। বলল, “জানো, এ হল সেই বিখ্যাত কঢ়ি-ফলেৰ গাছ !”

“ବିଖ୍ୟାତ କୁଟିଳ ! କହ, କଥିଲୋ ତୋ ତାର କଥା ଶୁଣିନି ?”
ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

“ତାହଲେ ହୟତ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଖ୍ୟାତ ନୟ”, ବଲେ ଜ୍ୟାକ ତାର
ମାଥାଯ ଏକଟା ଗାଁଟା ମେରେ ବଲିଲ, “ଯାକଗେ ଶୋନୋ । ଦକ୍ଷିଣ-
ସାଗରେର ଦ୍ଵୀପଗୁଲୋଯ ଏ ଗାଛ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଇ । ବଛରେ
ଦୁ'ବାର, କଥିଲୋ ତିନବାରଓ ଏତେ ଫଳ ଧରେ । ଠିକ କୁଟିର ମତ
ଏର ଫଳଗୁଲୋ । ଦକ୍ଷିଣସାଗରେର ବାସିନ୍ଦାଦେର ଅଭ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟ ।”

“ବାରେ ମଜା, ବେଶ ତୋ ! ଏହି ଆଜବ ଦ୍ଵୀପେ ସବହି ଦେଖିଛି
ଆମାଦେର ଜଣେ ତୈରି ରଯେଛେ—କୁଟି, ଜଳ, କିଛୁରଇ ଅଭାବ
ନେଇ ! ସତି ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ସବ ଜାନ, ସମସ୍ତ ଖବର ବାଖୋ ।”
ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

“ସବ ଜାନି କି କରେ ବଲବ ? ଆବାର ଏମନ ଅନେକ ଗାଛଓ
ଦେଖିଛି, ଯାଦେବ ସମସ୍ତେ ଏକେବାରେ କିଛୁରଇ ଜାନିନା ।”

“ତା ହୋକ ଜ୍ୟାକ, ତବୁ ତୋମାର ବୟସେର ପକ୍ଷେ ତୁମି ଅନେକ
ଖବରହି ବାଖୋ ।”

ଏହି ଆବିଷ୍କାରେବ ଫଳେ ଆମାଦେର ମନ ଖୁସିତେ ଭରେ ଉଠିଲ,
ଆମରା ସାନଙ୍କେ ପାହାଡ଼େ ଉଠିତେ ଶୁରୁ କବଲାମ । ଓପରେ ଉଠି
ଦେଖିଲାମ, ଏବ ଥେକେଓ ଉଚୁ ଆର ଏକଟା ପାହାଡ଼ ଏ ଦ୍ଵୀପେ
ରଯେଛେ । ଏହି ଦୁଇ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟବତ୍ତୀ ଉପତ୍ୟକାଓ ନାନା ରକମେର
ଗାଛ-ପାଲାର ଛାଓଯା । ଓଥାନ ଥେକେ ନେମେ ଏସେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟାଯ
ଗିଯେ ଉଠିଲାମ । ଏହି ପାହାଡ଼ଟାଇ ଦ୍ଵୀପେର ମଧ୍ୟେ ସବ ଥେକେ ଉଚୁ ।
ଏଥାନ ଥେକେ ସମସ୍ତ ଦ୍ଵୀପଟା ମାନଚିତ୍ରେର ମତ ଦେଖାଯା । ଦୁଇ

ପାହାଡ଼େର ମধ୍ୟେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ବସେଇଛେ, ତାର କଥା ଆଗେଇ ବଲେଛି । ଉପତ୍ୟକାଟା ଦ୍ଵୀପେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଅନ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେ ଗିଯେଇଛେ ; ମାଝଖାନଟା ଉଚୁ, ଆର ଛଟୋ ଦିକ୍ ଢାଳୁ ହୁଏ ହୁଦିଲେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ହଠାଂ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଯ, ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ବୁଝି ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ସମୁଦ୍ରେ ନେମେ ଗିଯେଇଛେ ; କିନ୍ତୁ ଭାଲ କରେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଲେଇ ବୋଧା ଯାଇ, ମାରେ ମାରେ ଅନେକଗୁଲୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପତ୍ୟକାର ମତ ରଯେଇଛେ । କ୍ଯେକଟା ବାରଣା ଏଥାନେ ଓଥାନେ ତାଦେବ ଗା ବେଯେ ନେମେ ଏସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି କରେଇଛେ ।

ପାହାଡ଼େର ନିଚେ ଏକଟା ଛୋଟ ମାଠ, ସବୁଜେ ଛାଓଯା । ଦ୍ଵୀପେର ଅପର ପାରେ, ସେଥାନେ ଆମବା ଆନ୍ତାନା ପେତେଇଛି, ବୟେଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟା । ତାବ ନିଚେ ଥିଲେ ତିନଟେ ଉପତ୍ୟକା ତିନି ଦିକ୍ ଚଲେ ଗିଯେଇଛେ । ତାରଇ ଏକଟା ବେଯେ ଆମରା ଏଥାନେ ଏସେଇଛି ।

ଦ୍ଵୀପଟା ପ୍ରାୟ ଗୋଲାକାର, ତାର ବ୍ୟାସ ମାଇଲ ଦଶକ ହବେ । ଚାରିଦିକ ଘୁରତେ ଗେଲେ ହବେ ତିଶ ମାଇଲ ବା ତାର ଥିଲେ କିଛୁ ବେଶୀ । ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରେ ଦେଖିଲାମ, ସେଇ ପ୍ରବାଲ-ପ୍ରାଚୀର ସମସ୍ତ ଦ୍ଵୀପଟାକେଇ ସ୍ଥିବେ ବେଥେଇଛେ । ଡାଙ୍ଗା ଜାହାଜଟା ଯେଦିକେ ପାରେଇଲି, ଛଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ଵୀପ ଦେଖିଲେ ଦେଖା ଯାଇ । ଆମାଦେର ଜାହାଜେବ କାନ୍ତେନ ଓରଇ ଏକଟାତେ ନାମବାର ଚେଷ୍ଟା କବେଛିଲେନ । ଆରଓ ଅନେକଗୁଲୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ଵୀପ ଛଡ଼ାନୋ ରଯେଇ ଚାବିଦିକେ ।

ଏହି ରକମ ଆରଓ ଅନେକ କିଛୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଆମରା ଫେରାବ ପଥ ଧରିଲାମ । ଅନେକଗୁଲୋ ଚତୁର୍ପଦ ଜନ୍ମବ ପାଯେର

ଦାଗ ଫେରାର ପଥେ ଲଙ୍ଘ କରିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଦାଗଶ୍ରେଷ୍ଠ ନତୁନ କି
ପୁରୋନୋ ଠିକ ବୋର୍ଡ ଗେଲ ନା । ଯାଇ ହୋକ, ମାଂସେର
ଆଶାୟ ଉତ୍ସୁଳ ହୟେ ଆମରା ଆନ୍ତାନାୟ ପୌଛିଲାମ ।

ଭୋଜନପର୍କ ସମାଧି କରେ ଆମାଦେର ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଲ ।
ବଲା ବାହୁଲ୍ୟ, ପିଟାରକିନଇ ତାତେ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲ ।
ଏକଟା ବିଷୟେ ଆମରା ନିଶ୍ଚିତ ହଲାମ, ଦ୍ୱୀପେ ଜନମାନବେର
ଅଣ୍ଟିକ ନେଇ ।

—ছুরি—

এর পরে কয়েকটা দিন কেটে গেছে, বিশেষ উপস্থিতিযোগ্য কিছুই এর ঘৰ্য্যে ঘটেনি। খুব হৈ হল্লা করে, সাঁতার, সম্মুখস্থ দিয়ে দিন কেটেছে।

ইতিমধ্যে জ্যাক কিন্তু একেবারে চুপচাপ ছিল না। দাঢ়ীটা থেকে ইঞ্চি তিনেক লোহা কেটে নিয়ে তা দিয়ে একটা চমৎকার ছুরি তৈরি করেছে। প্রথমে কুড়ুল দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেটাকে চেপ্টা করে নিল, তারপর একটা হাতল মত তৈরি করে লোহাটা তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাথরের ওপরে ঘসতে লাগল, যতক্ষণ না বেশ ধর হয়। তারপর দড়িটা খুলে ফেলে একটা ভাল হাতল তৈরি করে লোহাটায় লাগাতেই সুন্দর ছুরি তৈরি হল। পিটারকিনও দড়িটা কাজে লাগাতে ছাড়ল না, তাতে শামুক বেঁধে মাছ ধরা শুরু করে দিল ! মাছগুলো শামুকটা গিলে ফেলতেই অমনি সে তাড়াতাড়ি টেনে তুলত। কিন্তু দড়িটা ছোট হওয়ায় গভীর জলে ফেলতে পাবত না, তাই যা মাছ উঠত সব কম জলের ছোট ছোট মাছ।

একদিন পিটারকিন মাছ ধরা সেরে ফিরে এসে বলল, “এই কম জলে আর ছোট মাছ ধরতে ভাল লাগছে না। জ্যাক, তুমি আমাকে পিঠে করে গভীর জলে নিয়ে যাও, বেশ ভাল করে মাছ ধরি।”

“ଓঃ, এই কথা ? আপେ বলতে হୁଯ় ! আচ্ছা দେখি,
কী কରା যେତେ ପାରେ ।” ବଲେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଏକଟା ଗାଛର
ଦିକେ ତାକିଯେ ରହିଲ । ତାରପର ହଠାତ୍ ବଲେ ଉଠିଲ, “ଆଚ୍ଛା ଏକଟା
ନୌକୋ ତୈରି କରଲେ କେମନ ହୁଯା ?”

“ମେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବେ, ତତକ୍ଷଣ ଆମି ଦେଇ କରିବେ
ପାରବ ନା ।”

ଆବାର କିଛୁକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କରାର ପର ହଠାତ୍ ଜ୍ୟାକ ଲାଫିଯେ ଉଠିଲ,
“ହେବେ, ହେବେ ! ଏକଟା ବଡ଼ ଗାଛର ଗୁଡ଼ି କେଟେ ଦିଛି,
ତାତେଇ ବେଶ କାଜ ଚଲେ ଯାବେ ।”

ତାରପର ସମୁଦ୍ରର କାଛକାଛି ଏକଟା ବଡ଼ ଗାଛ ବେଛେ ନେବ୍ଯା
ହଲ ।

ଗାଛଟା କେଟେ ଫେଲିବେ ବେଶୀ ଦେବୀ ହଲ ନା, ତାରପର ଛଟୋ
ଲଗିର ମତ ତୈରି କରେ ନିଯେ ତିନଙ୍ଗନେ ମିଳେ ଠେଲିତେ ଠେଲିତେ
ମେଟୋକେ ଜଲେ ଫେଲିଲାମ । ଠିକ ନୌକୋର ମତ ନା ହଲେও କାଜ
ଚଲିବାର ପକ୍ଷେ ବେଶ ହଲ । ଛଦିକେ ହ'ପା ବୁଲିଯେ ମଜାସେ ଦୀଡ଼
ଟାନିତେ ଲାଗିଲାମ । ଥେକେ ଥେକେ ଉପେଟେ ଯେତ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାତେ
ଆମରା ଆପଣି କରତାମ ନା, କାରଣ ଭିଜେ ଜାମାକାପଡ଼ ଅନୁକ୍ରଣେର
ମଧ୍ୟେଇ ଆବାର ଶୁକିଯେ ଯେତ ।

“ଆସ୍ତେ ଚାଲାଓ ଜ୍ୟାକ, ଖୁବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ । ଯେଦିକେ ଆଗାଛା
ନେଇ ସେଇଦିକ ଦିଯେ ଚଲ ।—ଏଇ ସେ, ଏଇ ସେ ଏକଟା ମାଛ ଦେଖିବେ
ପାଇଁ ! ଉଃ, କି ପ୍ରକାଶ ମାଛଟା ! ଏକ ଫୁଟେର କମ ହବେ ନା !
ଆସଛେ, ଆସଛେ ; ଏଗିଯେ ଆସଛେ !” ପିଟାରକିନେର କଂଗ୍ରସରେ

ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା—“ହଁବା, ଏହି, ଏହି...ଯାଃ ଚଲେ ଗେଲା !” ପିଟାର-
କିନେର ବୁକ ଫେଟେ ଏକଟା ଦୀର୍ଘନିଃଶାସ ବେରିଯେ ଏଲ ।

‘ଖେରେଛିଲ ନାକି ?’ ଜ୍ୟାକ ଜିଞ୍ଜାସା କରଲ ।

“ହୁଯେକବାର ଠୁକରେ ତାରପର ମୁଖେର ଭେତର କବେ ନିଯେଛିଲ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାନତେ ଗେଛି ଓମନି ବ୍ୟାଟା ହା କରେ ଛେଡେ ଦିଲ
ଟୋପଟା ।”

“ଆଜ୍ଞା ଆର ଏକବାର ଦାଓ ଦେଖି,” ହାସତେ ହାସତେ ଜ୍ୟାକ
ବଲଲ । କିନ୍ତୁ ସେ ମାଛଟା ଆବ ଏଲ ନା ; ପିଟାରକିନେର
କୁ-ଅଭିସନ୍ଧି ଟେର ପେଯେ ଗେଛେ ବୋଧହୟ । ସେଥାନ ଥେକେ ଆମବା
ଚଲେ ଏଲାମ । କିଛୁଦୂର ଆସତେଇ ଦେଖି, ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ବଡ଼
ମାଛ ଏକଟା ଫାଟିଲ ଥେକେ ବେରିଯେ ଟୋପଟାବ ଦିକେ ଧେଯେ ଏଲ ।
ଏସେଇ ଏକେବାରେ ସମସ୍ତ ଟୋପଟା ଗିଲେ ଫେଲଲ ।

“ଧରେଛି, ଧରେଛି ଏବାର, ଆବ ‘ଦେଖତେ ହବେ ନା,’” ଦଢ଼ି
ଟାନତେ ଟାନତେ ପିଟାରକିନ ସୋଂସାହେ ଚୀଂକାବ କରେ ଉଠିଲ
“ଆରେ ବବାସ, କି ଗେଲାଇ ଗିଲେଛେ, ଏକେବାରେ ଲ୍ୟାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନାମିଯେ ଦିଯେଛେ ବୋଧହୟ ।”

ମାଛଟାକେ ଜଲେର ଓପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନେ ତୁଳତେଇ ଭାଲ କବେ
ଦେଖିବ ବଲେ ଆମବା ସେଦିକେ ଝୁଁକେ ପଡ଼େଛିଲାମ ; ଅମନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ନୌକୋଟା ଗେଲ ଉଣ୍ଟେ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପିଟାରକିନ ହ'ହାତେ
ମାଛଟାର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲ, ଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିନଜନେଇ ଏକସଙ୍ଗେ
ଜଲେ ପଡ଼େ ଗେଲାମ ।

ଜଲେର ଓପରେ ଭେସେ ଉଠତେଇ ପରମ୍ପରେର ଅବଶ୍ୟା ଦେଖେ ଆମବା

ନା ହେସେ ଥାକତେ ପାରଲାମ ନା । ଯାଇ ହୋକ, କୋନ ରକମେ ଆବାର ନୌକୋର ଓପରେ ଉଠେ ବସଲାମ । ପିଟାରକିନ ତଥନେ ପ୍ରାଣପଣେ ମାଛଟା ଅଁକଡ଼େ ରଯେଛେ ।

ମାଛଟାକେ ନୌକୋର ସଙ୍ଗେ ଭାଲ କରେ ବେଁଧେ ନିଯେ ଆର ଏକଟା ଶାମୁକ ବେଁଧେ ଆବାର ପିଟାରକିନ ଟୋପ ଫେଲଲ ।

ଏହି ଭାବେ ହେ ହେ କରଛି, ଏମନ ସମୟେ ଏକଟୁ ଦୂରେଇ ଜଳେର ଓପରେ କି ଏକଟା ନଡ଼ୁଛେ ଦେଖା ଗେଲ । ପିଟାରକିନ ମନେ କରେଛିଲ, ଏ ନିଶ୍ଚଯ କୋନ ବଡ଼ ମାଛ ହବେ, ତାଇ ଆମାଦେର ସେଦିକେ ନୌକୋ ନିଯେ ଯେତେ ବଲଲ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ ତାର କଥାଯ କର୍ଣ୍ପାତ କରଲ ନା, ଭୟ-ପାଞ୍ଚା ଚାପା ଗଲାଯ ବଲେ ଉଠିଲ, “ଦଢ଼ି ତୁଲେ ନାଓ ପିଟାରକିନ, ଦାଡ଼ ଧର ଶୀଗଗିର— ଏ ଏକଟା ହାଙ୍ଗର !”

ଏକଥା ଶୁଣେ ଭଯେ ଆମାଦେର ଅମ୍ବରାଉଁ ଶୁକିଯେ ଗେଲ । ଆମାଦେର ପା ଜଳେ ଡୋବାନୋ ରଯେଛେ, ଓପବେ ତୁଲେ ନେବ ସେ ଉପାୟ ନେଇ, ତାତଲେଟ ନୌକୋ ଉଲ୍ଲେ ଯାବେ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦଢ଼ିଟା ତୁଲେ ନିଯେ ପିଟାରକିନ ସଜୋରେ ଦାଡ଼ ଟାନତେ ଲାଗଲ, ଆମରାଓ ପ୍ରାଣପଣେ ଦାଡ଼ ଟାନତେ ଟାନତେ ଡାଙ୍ଗାର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଲାମ । ତଥନୋ ଡାଙ୍ଗା ଅନେକ ଦୂରେ, ଏଦିକେ ହାଙ୍ଗରଟା ଅନେକ କାହେ ଏସେ ପଡ଼େଛେ; ଆମାଦେର ଚାରିଦିକେ ଘୁରତେ ଘୁରତେ ଶୁଯୋଗେର ଅପେକ୍ଷା କରାଛେ । ଓର ଇତ୍ତୁତ ଭାବ ଦେଖେ ମନେ ହଲ ଓ ଠିକ କରତେ ପାରାଛେ ନା, ଆମାଦେର ଆକ୍ରମଣ କରବେ କି ନା । ଆମରାଓ ଡାଙ୍ଗାର ପୌଛବାର ଜଣ୍ଠ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲାମ । ହଠାଏ ଜ୍ୟାକ ଚୀଏକାର କରେ ଉଠିଲ—“ଏସେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏକେବାରେ ଏସେ

ପଡ଼େଛେ !” ତାକିଯେ ଦେଖି, ହାଙ୍ଗରଟା ଆମାଦେର ଖୁବ କାହେଇ ଫୁଁଡ଼େ ଉଠିଲା । ଆମରା ତଥନ ଭୟେ ଆଉହାରା ହୟେ ସଜ୍ଜୋରେ ଜଳେ ଦାଡ଼େର ଶବ୍ଦ କରତେ ଲାଗଲାମ । ଏତେ ହାଙ୍ଗରଟା ଭୟ ପେଯେ ଏକଟୁ ଦୂରେ ସରେ ଗେଲା ।

“ମାଛଟା ଓର କାହେ ଛୁଁଡ଼େ ଦାଓ,” ଜ୍ୟାକ ଚୀଂକାର କରେ ଉଠିଲ—“କଯେକ ମିନିଟ୍ ଓ ଯଦି ଆମରା ଓକେ ଦୂରେ ବାଖତେ ପାବି ତୋ ଡାଙ୍ଗାର ପୌଛତେ ପାରବ ।”

ବିନା ବାକ୍ୟବ୍ୟଯେ ପିଟାବକିନ ମାଛଟା ଛୁଁଡ଼େ ଦିଯେଇ ଆବାର ଦାଡ଼ ଟାନତେ ଶୁକ କରଲ । ମାଛଟା ଜଳେ ପଡ଼ିତେଇ ହାଙ୍ଗରଟା ମୁହଁରେ ଜଣ୍ଣ ଅନ୍ଧା ହୟେ ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ପରକଣେଇ ଭେସେ ଉଠିଲ ଆବାର । ତାର ହା କବା ମୁଖେ ଧାରାଲୋ ଛ'ପାଟି ଦାଡ଼େର ସାବି ଦେଖେ ଭୟେ ଶିଉରେ ଉଠିଲାମ ।

ଜ୍ୟାକେର ହିସେବେ ଭୁଲ ହୟେଛିଲ । ମାଛଟାକେ ଗିଲେଇ ଶାଙ୍କବଟା କ୍ଷାନ୍ତ ହୟନି, କାରଣ କଯେକ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟେଇ ଦେଖା ଗେଲ, ଓ ଆବାର ଆମାଦେର କାହେ ଫିରେ ଏମେହେ । ଓର ହାବଭାବ ଦେଖେ ମନେ ହଲ, ଏବାରେ ଓ ଆମାଦେର ଆକ୍ରମଣ କରବେ ।

“ଦାଡ଼ ଟାନା ଥାମାଓ,” ଜ୍ୟାକ ଚୀଂକାର କରେ ଉଠିଲ—“ଦେଖନା, ଓ ସେ ଏମେ ପଡ଼େଛେ ! ଆମି ଯା ବଲଛି, ଠିକ ତାଇ କରେ ଯାଓ । ର୍ୟାଲ୍ଫ, ପିଟାବକିନ, ହାଙ୍ଗରେର ଦିକେ ତୋମାଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖତେ ହବେ ନା ; ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖୋ, ମୌକୋ ଯେନ ନା କୋନମତେଇ ଉଲ୍ଲଟେ ଯାଯ !”

ଛଜନେ ପ୍ରାଣପଣେ ନୌକୋ ଧରେ ରଇଲାମ, ଭୟେ ବୁକ କାପିଛେ ! ଏହି ଭାବେଇ କେଟେ ଗେଲ କଯେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ, ମନେ ହଲ ଯେନ କତ

ସୁଗ ! ଜ୍ୟାକେର ନିଷେଧ ସହେତେ ପେହନ ଫିରେ ହାଙ୍ଗରଟାର ଦିକେ ନା ତାକିଯେ ପାରଲାମ ନା । ଆଡ଼ଚୋଥେ ଦେଖି, ଦୀଡ଼ଟା ଉଠିରେ ଧରେ ନିଷ୍ଠକ ହୟେ ଜ୍ୟାକ ବସେ ରଯେଛେ, ମୁଖେ ଭାବେ ଫୁଟେ ଉଠେଛେ ଭୀଷଣ ନିଷ୍ଠିରତା । ଛ'ଚୋଥେ ଦୃଷ୍ଟି ଜଳେର ଓପରେ ଶିର ନିବନ୍ଧ । ହଠାଂ ହାଙ୍ଗରଟା ନୌକୋର ଖୁବ କାହେ, ଏକେବାରେ ଜ୍ୟାକେର ପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଧେଯେ ଏଲ । ଆମି ଆର ଥାକତେ ପାରଲାମ ନା, ଚୀଏକାର କରେ ଉଠଲାମ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଜ୍ୟାକ ନୌକୋର ଓପରେ ପା ତୁଳେ ନିତେଇ ହାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ଟା ନୌକୋର ତଳାୟ ଘସେ ଗେଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟାକ ଓର ପ୍ରକାଣ ହା କରା ମୁଖେ ଭେତରେ ସଜୋରେ ଦୀଡ଼ଟା ପୁରେ ଦିତେଇ ସେଟୀ ଓର ଗଲାର ଭେତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେ ଗେଲ । ଜ୍ୟାକ ଦୀଡ଼ଟାଯ ଏତ ଜୋର ଲାଗିଯେଛିଲ ଯେ ସେଇ ଧାକାଯ ନୌକୋଟା ଉଣ୍ଟେ ଗେଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମରା ଜଳେ ପଡ଼େ ଗୋଲାମ । ପବମୁହୁର୍ତ୍ତେଇ ଆବାର ଭେସେ ଉଠଲାମ ଆମରା ।

“ସାଂତାର କାଟ—ଡାଙ୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସଜୋରେ ସାଂତାର କାଟ,” ଜ୍ୟାକ ଚୀଏକାର କରେ ବଲଲ—“ପିଟାରକିନ, ଆମାର ଜାମାଟା ଧରେ ଯତ ଜୋରେ ପାବ ସାଂତରାଓ ।”

ପିଟାରକିନ ତାର ଜାମା ଚେପେ ଧରତେ ଜ୍ୟାକ ସଜୋରେ ତାକେ ନିଯେ ସାଂତରେ ଚଲିଲା । ଆମି ଏକା ଥାକାଯ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ବେଳୀ ଅଶ୍ଵବିଧା ହଲ ନା । କିଛୁକଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଆମରା ତୀରେ କାହେ କମ ଜଳେ ଚଲେ ଏଲାମ—ଏତ କମ ଜଳେ ହାଙ୍ଗର ଆସତେ ପାରେ ନା । ଏଇ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ ରକମେ ନିରାପଦେ ତୀରେ ଏମେ ପୌଛଲାମ ।

—সাত—

“উঃ, কি সাজ্যাতিক,” ডাঙায় উঠে ভাল করে দম নিয়ে
পিটারকিন বলে উঠল—“অথচ এর আগে কতবার তোমরা
না জেনে সাঁতার কাটিতে কাটিতে ওখানে গিয়েছিলে ! নাঃ,
আমার কপালই খারাপ, গভীর জলে মাছ ধরার আশা
নৌকো তৈবী না হওয়া পর্যন্ত ছাড়তেই হল।”

‘সাঁতার কাটা, বা ঝাঁপ দেওয়াও আব আমাদেব চলবে
না। সত্যি, ভাবতেও মনে কষ্ট হয়। অর্কেক আনন্দ তো
ঐখানেই চলে গেল।’ বিষণ্ণ স্বরে জ্যাক বলল।

‘আমাদের এখন এমন এক জায়গা খুঁজে বের করতে
হবে যেখানে জল গভীর, অথচ যেখানে প্রবাল-প্রাচীবের
ওপার থেকে কোন বড় প্রাণীর প্রবেশ করা সন্তুষ্ট হবে না।’
আমি বললাম।

কদিন ধরে সেই রুকম জায়গাবই অঙ্গুসন্ধান চলল।

সেদিন সকালে পিটারকিন আব আমি বসে বসে গঢ়
কবছি, এমন সময় হঠাৎ ইন্দস্ত হয়ে ভিজে পোষাকে জ্যাক
এসে হাজির—“পেয়েছি র্যালফ, ঠিক যেমনটি খুজছিলাম।
শিগ্গির এসো দেখবে।”

“কি, কি পেয়েছ জ্যাক ?” পিটারকিন চীৎকার করে
উঠল।

‘ଆମାଦେର ସ୍ଵାନ୍ଧର ସାଟି । ଚଲନା, ନିଜେର ଚୋଥେଇ ଦେଖବେ !’

ସତି, ତାରି ଶୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାଯଗାଟା । ପରିଷାର ଟଙ୍କଟଳେ ଜଳ, ଅନେକ ନୀଚେର ପ୍ରବାଲଗୁଲୋଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଚେ । କି ଶୁନ୍ଦର ତାଦେର ଆକୃତି, କି ଅପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ, ଆଗାଛାଗୁଲୋଓ କି ଚମଞ୍କାର ଦେଖତେ ! ଏ ଯେଣ ଆଗେର ଚାଇତେଓ ଭାଲ ହୁଲ । ପ୍ରବାଲ-ପ୍ରାଚୀରେ ପ୍ରବେଶ-ପଥ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଯାଯ କୋନ ବଡ଼ ଜଳଜନ୍ତର ପକ୍ଷେ ଏଥାନେ ଆସାଓ ସନ୍ତୁବ ନଯ । ଆରଓ ଏକଟା ଶୁବିଧେ, ଆମାଦେର ବାଡ଼ୀ ଥେକେ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟେର ପଥ । ଆମରା ଏର ନାମ ଦିଲାମ, ‘ଜଳେର ବାଗାନ ।’

ସମୁଦ୍ରେର ନୀଚେ ଡୁବ ଦେବାର ସମୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଦେର ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅନେକ କିଛୁଇ ଜାନତେ ପାରିଲାମ । ସବ ଥେକେ ମଜା ଲାଗିତ ‘ପ୍ରବାଲ’ ବଲେ ଏକ ଧରଣେର କୌଟିର ଗତିବିଧି । ଆଗେଇ ଶୁନେଛିଲାମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେର ଅନେକ ଛୋଟଖାଟ ଦ୍ଵୀପଙ୍କ ଓଦେର ନିଜକୁ ମୃଷ୍ଟି । ସବନ ଚିନ୍ତା କବେ ଦେଖି ଯେ ଆମାଦେର ଦ୍ଵୀପେବ ଚାବିଦିକେର ପ୍ରବାଲ-ପ୍ରାଚୀବ, ଏମନ କି ଏହି ଦ୍ଵୀପଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଦେର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମେ ତୈରୀ, ବିଶ୍ୱଯେ ଅଭିଭୂତ-ହୟେ ପଡ଼ିତେ ହୁଯ ।

ଅନ୍ତ ସବ ଜଳେର ପ୍ରାଣୀଦେର ବ୍ୟାପାରେଓ ଆମି ଉଠୁଟିତ ହୁଯେ ଉଠେଛିଲାମ । ତାଦେବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାଲଁ କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରବ ବଲେ ଜଳେର କାହେଇ ଡାଙ୍ଗୀ ଏକଟା ଗର୍ଭ କରେ ଲୋନା ଜଳେ ସେଟାକେ ଭବେ ତାଦେର କଯେକଟାକେ ରେଖେଛିଲାମ । ଆମାଦେର ଦୂରବୀଣେର ବଡ଼ କାଚଟା ଏ ସମୟେ ଆମାର ଅଶେଷ କାଜେ ଏମେହିଲ । ତାର

ଭେତର ଦିଯେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍ଗଲୋକେ ଅନେକ ବଡ଼ ଦେଖାତ ବଲେ
ଆମେର ଗତିବିଧି ଭାଲ କରେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରତେ ସୁବିଧା ହତ ।

ଏବାରେ ଆମରା ଠିକ କରଲାମ, ସ୍ଵିପଟ୍ଟା ଭାଲ କରେ ସୁରେ
ଦେଖବ । ହୁଟୋ ଉଦେଶ୍ୟ—ଏକ, ଆମାଦେର କାଜେ ଲାଗିଥେ ପାରେ
ଏମନ ଆବ କିଛୁ ପାଓଯା ଯେତେ ପାରେ କିନା, ଆର ଛଇ, ଆମାଦେର
ବାଡ଼ୀଟୀ ଏର ଥେକେ ଭାଲ କୋନ ଜୟଗାୟ ତୁଲେ ନିଯେ ଯାଓଯା
ଯାଇ କି ନା । ଯେ ବାଡ଼ୀତେ ଆମରା ଏଥିନ ରଯେଛି ମେଥାନେ ଯେ
କୋନ ଅସୁବିଧା ହଚ୍ଛେ ତା ନାହିଁ, ତବୁও ଏର ଥେକେ ଭାଲ ଜୟଗା
ପେଲେ ଆବ ଆପନ୍ତି କି ?

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ଯାବାର ଆଗେ ଆମାଦେର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିଯେ ବେକତେ
ହବେ, କାରଣ ଆମରା ସମସ୍ତ ସ୍ଵିପଟ୍ଟା, ଏମନ କି ଉପତ୍ୟକାଙ୍ଗଲୋ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷେ ବେଡାବ । ଶୁତରାଂ ଯାତେ ଅତର୍କିତ ବିପଦେର ହାତେ
ନା ପଡ଼ି ମେଦିକେ ସାବଧାନ ହତେ ହବେ । ଆର ତା ଛାଡ଼ାନ୍ତ,
ଶୁଦ୍ଧ ନାବକେଳ ଆବ କଟିଫଲ ଆର କୀହାତକ ଭାଲ ଲାଗେ ? ନତୁନ
ନତୁନ ଖାବାର ମାଝେ ମାଝେ ଥେତେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ନା କି ? ତାଇ ବଲଛି,
ଏକ କାଜ କରି ଏସ । ତୀବ ଧନୁକ ତୈରୀ କରି, ପାର୍ଥୀବ ମାଂସ ଖାବ ।

‘ଚମକାର ଆଇଡିଯା, ମେହି ବେଶ ହବେ’, ପିଟାବକିଳ ବଲେ
ଉଠଲ । ‘‘ତୁମି ଧନୁକ ତୈରୀ କରବେ, ଆର, ଆମି ତୈରୀ କବର
ତୀର । ସତିଃ, ପାର୍ଥୀଙ୍ଗଲୋକେ ଟିଲ ମେରେ ମେବେ ହୟରାଣ ହୟେ ଗେଛି ।
ଯେଦିନ ଏ ସ୍ଵିପେ ଏମେହି ମେଦିନ ଥେକେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତ ଟିଲ
ଯେ ଛୁଁଡ଼େଛି ତାର ଇଯନ୍ତା ନେଇ ; କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଟିଲାଓ ଯଦି ଠିକ
ଲେଗେ ଥାକେ !’

“ତୁମি ତୁଳ କରଛ ପିଟାରକିନ,” ଆମି ବଲଲାମ, “କେବ,
ଏକଦିନ ତୋ ଦିବି ଆମାର ପାଯେ ଟିଲ ଲାଗିଯେଛିଲେ ?”

“ହଁଯା ହଁଯା, ମନେ ପଡ଼େଛେ ବଟେ । ଓଃ, ଆର ସେଇ ବ୍ୟାପାର ନିୟେ
କି ଚାଁକାରଟାଇ ତୁମି କରେଛିଲେ ! କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତୋତା-
ପାଖୀଟାକେ ଲଙ୍ଘ କରେ ଟିଲ ଛୁଁଡ଼େଛିଲାମ ତାର ଥେକେ ‘ତୁମି ଅନ୍ତତ
ଚାର ଗଜ ଦୂରେ ଦାଡ଼ିଯେ ଛିଲେ । ବୁଝନ୍ତେଇ ପାରଛ ତାହଲେ, ଆମାର
ହାତେ କି ସାଂଘାତିକ ଟିପ !’”

“କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ, କାଲ ସକାଳେର ମଧ୍ୟେଇ ତୋ ଆର ତିନ-ତିନଟେ
ତୀର ଧନୁକ ତୈରି ହୁୟେ ଯାବେ ନା, ଆବାର ଦେରି କରନ୍ତେ ହବେ !
ଏକବାର ସଥି ଆମରା ମନସ୍ଥିର କରେ ଫେଲେଛି, ଆର ଦେରି କରା
ଚଲେ ନା । ତାର ଚେଯେ ଏକ କାଜ କର, ଏକଟା ମାତ୍ର ତୀର-
ଧନୁକ ତୋମାର ଜଣେ ତୈରି କରେ ନାଓ, ଆମରା ହଜନେ ଲାଠି
ନିୟେଇ ବେରବ ।”

“ଠିକ ବଲେବ ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ । ଏମନିତେଇ ଯାଦେରି ହୁୟେ ଗେଛେ,
ତାତେ ଅନ୍ଧକାର ହବାର ଆଗେ ଏକଟା ତୀରଧନୁକଟି ତୈରି ହୁୟେ
‘ଉଠବେ କିନା ମନ୍ଦେହ ।’”

ତଥିନୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ପ୍ରାୟ ଶୃଦ୍ୟାନ୍ତେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ଶୁଯେ
ପଡ଼ତାମ, କାରଣ ରାତ୍ରେ କୋନୋ କାଜ ଥାକିତ ନା । ତା ଛାଡ଼ାଓ,
ସାରାଦିନ ମାଛ ଧରା, ଭାଲ କରେ ସର ବାଁଧା, ଝାଁପ କାଟା, ବନେ
ବନେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାନୋ—ଏ ସବେର ଜନ୍ମ ରାତ୍ରି ଆସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ
ଆମରା ଶୁଯେ ପଡ଼ତାମ । ଏଥିନ ଆବାର ରାତ୍ରେଓ କାଜ ପଡ଼ାଯି
ଆମରା ଆଲୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରଲାମ ।

ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ଵନ ଜେଲେ କାଜ କରା ଚଲେ ନା ? ତାତେ ତୋ ସଥେଷ୍ଟ ଆମୋ ହବେ ।”

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ସଥେଷ୍ଟ ତୋ ହବେଇ, କିନ୍ତୁ ଏତ ସଥେଷ୍ଟ ହବେ ସେ ଆମରା ପ୍ରାସ୍ତୁତ ସେବା ହେଁ ଯାବ ! ଏକଥା ଅନେକ ଆଗେଇ ଆମାର ମାଥାଯ ଏସେଛେ । ଏ ସବ ଦୀପେ ଏକ ବକମ ବାଦାମ ପାଓୟା ଯାଇ, ବୁନୋରା ଯା ଜେଲେ ବାତିବ କାଜ ଚାଲାଯ । ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମାର ଜାନା ଆଛେ ।”

“ଏତକ୍ଷଣ ମେକଥା ଜାନାଓନି ସେ ବଡ଼, ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟ ତୋ ତୁମି ।” ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

“ବଲିନି, କାରଣ ଏଥିରେ ସେ ଗାଛ ଆମାର ଚୋଥେ ପଡ଼େନି, ଆବ ସେ ଗାଛ ବା ତାର ଫଳ ଦେଖିଲେବେ ଚିନତେ ପାବବ କିନା ସେ ବିଷୟେ ସଥେଷ୍ଟ ମନ୍ଦେହ ଆଛେ । ତାଦେର ସେ ବର୍ଣନାର କଥା ପଡ଼େଛିଲାମ, ମନେ ନେଇ ଠିକ, ବାଦାମଗୁଲୋ ଦେଖିତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆର ଗାଛେବ ପାତାଗୁଲୋ ସାଦା ।”

“ଆରେ, ବଲ କି, ବଲ କି । ଠିକ ଏହି ବକମ ଏକଟା ଗାଛ ତୋ ଆମି ଆଜଇ ସକାଳେ ଦେଖେଛି ।” ପିଟାବକିନ ମୋଃସୁହେ ବଲେ ଉଠିଲ ।

“ତାଇ ନାକି, ତାଇ ନାକି ! କୋଥାଯ ?”

“ଏଥାନ ଥେବେ ଆଧମାଇଲାଓ ହବେ ନା ।”

“ଚଲ ଚଲ, ଦେଖି,” ବଲେ ଜ୍ୟାକ କୁଡ଼ୁଲଟା ତୁଲେ ନିଲ ।

କଯେକ ମିନିଟେର ମଧ୍ୟେଇ ଆମବା ସେଥାନେ ଗିଯେ ଉପଞ୍ଚିତ ହଲାମ । ଡାଲ କବେ ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଜ୍ୟାକ ବଲଲ,

“ହଁ ଏହି ଗାଛଟି ବଟେ ।”

ରାପୋର ମତ ସାଦା ଗାହର ପାତାଗୁଲୋ ଚାବିଦିକେର ସବୁଜେର ଥେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲାଦା । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କତକଗୁଲୋ ଫଳ ପେଡେ ପକେଟେ ଭରେ ଫେଲାମ । ତାରପର ଜ୍ୟାକ ପିଟାରକିନକେ ବଲଳ, “ପିଟାରକିନ, ଏବାରେ କଯେକଟା ନାରକେଲେବ ପାତା ପେଡେ ନିଯେ ଏସ ।”

ଏକଟା ନାରକେଲେବ ପାତା ଥେକେ ଜ୍ୟାକ ତାବ କାଠିଟା ଛାଡ଼ିଯେ ନିଲ । ତାରପର ଆମବା ବାଡ଼ୀ ଫିବେ ଗେଲାମ ।

ଛୋଟୁ ଏକଟା ଆଗୁନ ଜେଲେ ଜ୍ୟାକ ବାଦାମଗୁଲୋ ଏକଟୁ ସେନ୍ଦ୍ର କରେ ନିଲ, ତାରପର ଖୋସାଟା ଛାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଭାଙ୍ଗା ପେନ୍‌ସିଲଟା ଦିଯେ କୋନ ରକମେ ସେଗୁଲୋର ଭେତର ଦିଯେ ଏକଟା ଫୁଟୋ କରେ ନିଯେ ନାରକେଲେର କାଠିଟା କଯେକଟାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଗଲିଯେ ଦିଲ । ତାବପବ ଓପରେବ ବାଦାମଟାଯ ଆଗୁନ ଧବାତେଇ ଚମକାର ଆଲୋ ହତେ ଲାଗଲ ! ତାଇ ଦେଖେ ପିଟାରକିନେର କି ଫୁଣ୍ଡି ! ନେଚେ-କୁଦେ, ଲାଫିଯେ, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ମେ ସେଇ ଆଲୋର ଚାବିଦିକେ ଘୁବତେ ଲାଗଲ ।

ଜ୍ୟାକ ବଲଳ, “ଆର ଏକ ସନ୍ଟାର ମଧ୍ୟେଇ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଯାବେ, ଶୁତବାଂ ଦେଖଛ, ମୋଟେଇ ସମୟ ନେଇ । ଚଲ ବେରିଯେ ପଡ଼ି, ଏକଟା ଧନୁକେର ଉପଯୁକ୍ତ ଛୋଟ ଗାଛ କେଟେ ଆନବା । ତୋମରାଓ ଶୁବିଧେମତ ବେଶ ମଜବୁତ ଦେଖେ ତୁଟୋ ଲାଠି କେଟେ ନେବେ । ଅନ୍ଧକାର ହତେଇ ଆମାଦେର କାଜ ଶୁକ ହବେ ।” ବଲେ ସେ କୁଡ଼ୁଳଟା କାଥେ ତୁଲେ ନିଲ ।

ପ୍ରୋଜନ ମତ କଯେକଟା ଡାଲପାଲା କେଟେ ନିଯେ ଆମରା ଘରେ

ফিরলাম। আলো জ্বলে কাজে লেগে গেলাম সবাই।

গাছের ডাল কাটিতে কাটিতে জ্যাক বলল, “ধনুকটা আমি
নিজে ব্যবহার করব। আমার হাতে একসময়ে খুব ভাল তাক
ছিল, একটু অভ্যাস করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা
কে কি তৈরি করবে ?”

পিটারকিন বলল, “আমি একটা বলম তৈরি করব।”

তাকে ঠাট্টা করে জ্যাক বলল, “সাইজই যদি ক্ষমতার
মাপকাঠি হত তো বলতাম, ও হাতিয়ার হাতে ধাকতে তোমার
সঙ্গে কেউ পারবে না।”

পিটারকিন যে কাঠটা বলম তৈরি করবার জন্য এনেছে সেটা
পুরো বারো ফুট লম্বা। বেশ শক্ত কাঠটা, আর হাকাও খুব।
একটা দিক সরু করে নিসেই চমৎকার বলম তৈরি হবে।

আমি বললাম, “একটা ছোট্ট ডাল ভেড়ে নিয়ে তাতে
রবার লাগিয়ে আমি গুলতি তৈরি করব।”

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের হাতিয়ার তৈরির কাজ চলল।
নৌরবে, অথগ মনোযোগের সঙ্গে আমরা কাজ করে চললাম।

হঠাতে অনেক দূর থেকে একটা কাতর কান্নার শব্দ শুনে
আমরা চমকে উঠলাম। মনে হল সমুদ্রের দিক থেকেই
আসছে শব্দটা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের তীর
পর্যন্ত গেলাম। কান পেতে রইলাম। কিন্তু আবার, আবার
সেই কান—এবারে যেন আরো স্পষ্ট, আরো করুণ
শোনাতে লাগল। চাঁদ উঠেছে, চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় সমস্ত

ଦ୍ଵୀପଟୀ ଦେଖା ଯାଇଛେ ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ କୋଥା ଥିକେ କାନ୍ଦାଟା ଆସିଛେ କିଛୁତେଇ ଠିକ କରନ୍ତେ ପାଇଲାମ ନା ।

ସଭ୍ୟେ ଜ୍ୟାକେର କାହେ ସେବେ ଗିଯେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ଓ କିମେର ଶବ୍ଦ ?” ଆମିଓ ଜ୍ୟାକେର କାହେ ସେବେ ଦ୍ବାଳାମ ।

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ଏର ଆଗେ ଆରୋ ହୁ’ବାର ଆମିଓ ଓ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ଏତ ଜୋରେ ନୟ, ଅନେକ ଅନ୍ପଷ୍ଟ— ଏତ ଅନ୍ପଷ୍ଟ ସେ ଆମାର ମନେ ହେବିଲି, ଏ ହୟତ ଆମାର ମନେରଇ ଭୁଲ । ପାଇଁ ତୋମରା ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଭୟ ପାଓ, ତାଇ ତୋମାଦେର ଜାନାଇ ନି ।”

ଆରୋ ଅନେକକ୍ଷଣ କାନ ପେତେ ବଇଲାମ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ଆବ ଶୁଣନ୍ତେ ପାଓଯା ଗେଲ ନା । ତଥବ ଆମବା ବାଡ଼ୀ ଫିବେ ଗିଯେ ଆବାବ କାଜେ ଲେଗେ ପେଲାମ ।

ଯେତେ ଯେତେ ପିଟାରକିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧୀରଭାବେ ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, “ବ୍ୟାଲକ୍, ତୁମି ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କର ?”

“ନା,— କିନ୍ତୁ ବଲନ୍ତେ କି, ଏହି ଅନ୍ତୁତ ଶବ୍ଦେର କାରଣ ଧରନ୍ତେ ନା ପାରାଯ ଆମାର ବେଶ ଏକଟୁ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲାଗିଛେ ।”

“ତୋମାର କି ମନେ ହୟ ଜ୍ୟାକ ?”

“ଆମି ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା, ଏବଂ ଏର ଜଣ୍ଠ ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ବୋଧ କରାଇ ନା । ଆମି ନିଜେ ତୋ କଥନୋ ଭୂତ ଦେଖିଇ ନି, ଏମନ କି, ନିଜେର ଚୋଥେ ଭୂତ ଦେଖେଛେ ଏମନ କାରନ୍ତିର ମଙ୍ଗେ ଆମାର ଦେଖା ହୟନି । ସେ ବ୍ୟାପାରକେ ପ୍ରଥମଟା ଅପାରିବ ବଲେ ମନେ ହେବାରେ, ପରେ ଭାଲ କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯଥନ ତାର ହେତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

করতে পেরেছি, দেখেছি, ব্যাপারটা অভ্যন্তর সাধারণ। এক্ষেত্রে
যদিও এখনো আমরা এর কারণ জানতে পারিনি, শিগগিরই
আমরা তা পারব। আর, এ যদি ভূতই হয় তো আমি একে—”

—‘খেয়েই ফেলব !’ পিটারকিন বলল।

“হ্যাঁ, খেয়েই ফেলব—আচ্ছা, আমার ধনুক আব তীব
চুটো তৈরি হয়ে গেছে। তোমাদেবও কাজ শেষ হয়ে থাকলে
বল, এবার শুয়ে পড়ি গিয়ে।”

পিটারকিনের বল্লম একঙ্কণে বেশ ছুঁচলো হয়ে এসেছে,
তার মাথায় একটা লোহার পাত বেশ চমৎকার করে
লাগিয়ে নিয়েছে সে। আমিও ববারেব টুকবোটা সক কবে কেটে
নিয়ে একটা ছোট ডালেব সঙ্গে লতা দিয়ে মজবৃত কবে
বেঁধে বেশ একটা গুলতি তৈবি করেছি। জ্যাকের ধনুকটা
প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, তীব চুটোতে সে কি একটা পাখীব
পালক লাগিয়েছে। জ্যাক বলল, “তীবে যদি ভাল কবে
পালক লাগানো থাকে তাহলে আব তাতে লোহার দরকার
হয় না, মুখটা ছুঁচলো কবে নিলেই বেশ সিধে চলে যায়।”

নিজের নিজের হাতিয়াব নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ অভাস
করবাব পর আমরা শুয়ে পড়লাম।

—আট—

পরদিন শূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাড়াতাড়ি প্রাত়রাশ
সেরে নিলাম, সারা দ্বীপটা এবারে ঘুরে দেখতে হবে।

প্রায় আধ মাইল চলবার পর একটা বাঁক পার হয়ে
যেখানে উপস্থিত হলাম, সেখান থেকে আমাদের ঘর দেখা
যায় না। চারিদিকের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা পথ
চলেছি, হঠাৎ পিটারকিনের ডাকে ফিরে তাকালাম। সমুদ্রতীর
থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরের একটি জায়গা বলমের নির্দেশে
দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, “ওটা কি বলত?” বলেই সে
বলম উচিয়ে এমন ভাবে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঢ়াল, যেন
এখনি ও জিনিষটা ওকে আক্রমণ করে বসবে। ভাল করে
তাকিয়ে দেখলাম, একটা চাঁইয়ের ওপরে সাদা মেঘের মত
কি যেন একটা, বেশ কয়েক ফুট উচুতে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে
কোথায়! সমুদ্রের ধারে কোথাও হলে আমরা এতটা
আশ্চর্য হতাম না, সমুদ্রের টেউ বলেই ধরে নিতাম।
কিন্তু সমুদ্রের তীর থেকে এতটা দূরে এ কি অনুভূত দৃশ্য
আমরা দেখলাম!

ভাল করে দেখব বলে কাছে গেলাম। জায়গাটা অত্যন্ত
অসমান; চারিদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই, আর এখানে ওখানে
অসংখ্য গর্ভ। সমস্ত জমিটা ভিজে, স্থানেতে।

ଏମନ ସମୟ ହଠାତ୍ ଆମାଦେର ଖୁବ କାହେ ଏକ ଜ୍ଞାଯଗା ଥେକେ ବେଶ ଖାଲିକଟା ଜଳ ମାଟି ଫୁଁଡ଼େ ସବେଗେ ଉତ୍କିପ୍ତ ହଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମରା ଚମକେ ଉଠେ ଏକଲାକେ ପେଛିଯେ ପଡ଼ିଲାମ, କିନ୍ତୁ ତତକଣେ କ୍ୟାକେର ଆର ଆମାର ସର୍ବିଶରୀର ଏକେବାରେ ଭିଜେ ଗିଯେଛେ ।

ପିଟାରକିନ ଆମାଦେବ ଥେକେ ଏକଟୁ ଦୂରେ ଥାକାଯି ତାର ଗାୟେ ବିଶେଷ ଜଳ ଲାଗେନି । ଆମାଦେର ଛରବଞ୍ଚା ଦେଖେ ମେ ହେସେଇ ଅଣ୍ଟିର ।

“ସାବଧାନ ସାବଧାନ,” ଚାଁକାର କରେ ଉଠିଲ ମେ—“ଏ, ଏ ଆର ଏକଟା !”

ତାର କଥା ଶେ ହତେ ନା ହତେଇ ଆବାର ଏକଟା ଜଳେର କୋଯାରା ଠିକ ଆଗେର ମତଇ ଆମାଦେର ଭିଜିଯେ ଦିଲ ।

ହାସିର ଚୋଟେ ପିଟାରକିନେର ଦମ ବନ୍ଧ ହୟେ ଘାବାର ଜୋଗାଡ । କିନ୍ତୁ ବୈଶିକ୍ଷଣ ତାକେ ହାସତେ ହଲ ନା, ତାର ଖୁବ କାହେଇ ଏକଟା ଶକ ଓନେ ଚାରିଦିକେ ଉଦ୍‌ଘିନିବାବେ ତାକିଯେ ଦେଖେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ, ‘ଏବାର ସେ କୋଥାଯି ଫୁଁଡ଼େ ଉଠିବେ କେ ଜାନେ ବାବା !’

ହଠାତ୍ ଏକଟା ଭୀଷଣ ଶକ, ଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଟାରକିନେବ ହ'ପାୟେର ଫାକ ଦିଯେ ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ଜଳେର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ମାଟି ଭେଦ କରେ ଉଠେ ତାକେ ଶୁଣେ ତୁଲେ ନିଯେ ସଜୋରେ ଆଛଡ଼େ ଫେଲଲ । ପିଟାରକିନ ଏତ ଜୋରେ ପଡ଼େଛିଲ ସେ ଆମାଦେର ଭୟ ହଲ, ଓର ବୁଝି ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ସବ ଗୁଡ଼ିଯେ ଗେଛେ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କାହେ ଗିଯେ ଦେଖିଲାମ, ଏକଟା ଛୋଟ ଝୋପେର ଓପରେ ପଡ଼ାଯି ଆଘାର୍ଟଟା ଖୁବ ମାରାଉକ ହତେ ପାରେନି ।

ଏବାର ଆମାଦେର ହାସବାର ପାଲା, କିନ୍ତୁ ଛ'କାରଣେ ଆମରା ହାସତେ ପାରିନି । ପ୍ରଥମତଃ, ତଥନୋ ଆମରା ଜାନିନା ସତିଇ ଓର ବେଶୀ ଲେଗେଛେ କିନା, ଆର ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏବାରେ ସେ ଆମାଦେର ଅବଶ୍ରାଇ ପିଟାରକିନେର ମତ ହବେ ନା, ତାଇ ବା କେ ଜୋର କରେ ବଲାତେ ପାରେ ? ଯାଇ ହୋକ, ଆମାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କୋନରକମେ ଝୋପ ଥେକେ ବେରିଯେ ଏସେ ବିମର୍ଶ ସ୍ଵରେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “କି ହବେ ଏଥନ ?”

“କି ଆର ହବେ ? ଏସ, ଆଗୁନ ଜେଲେ ଜାମାକାପଡ଼ଣ୍ଡଳୋ ଓକିଯେ ନିଇ,” ଜ୍ୟାକ ବଲଲ । ଘନ୍ଟାଖାନେକ ପରେ ଜାମାକାପଡ଼ଣ୍ଡ ଓକିଯେ ନିଯେ ଏଇ ଅନ୍ତୁତ ରହିଲେର ସମାଧାନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୁଜ୍ଜ୍ଵତୀରେ ଗେଲାମ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖାମ, ଏକ ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ଟେଉ ତୀରେ ଆଛାଡ଼େ ପଡ଼ାର ପରେଇ ଏହି ମେଘେର ଶୃଷ୍ଟି ହୟ, ତାର ଆଗେ ନୟ । ଆର ଛୋଟଖାଟ ଟେଉଁଯେଓ ହୟ ନା । ଏର ଥେକେ ମନେ ହୟ, ତୀବର ନୀଚେ ଦିଯେ ନିଶ୍ଚଯିଇ କୋନ ଯୋଗାଯୋଗେର ପଥ ବୟେଛେ, ସେ ପଥ ଦିଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଉଁଯେର ଜଲରାଶି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବେରିଯେ ଆସବାର ପଥେ ବାଧା ପେଯେ ଏହି ଗର୍ଭଣ୍ଡଳୋ ଦିଯେ ସଜ୍ଜୋରେ ଛିଟିକେ ଓଠେ । ଏ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ କୋନ କାରଣ ଆମାଦେର ମନେ ଧରଲ ନା ।

ସମୁଜ୍ଜ୍ଵତୀର ଥେକେ ଚଲେ ଆସଛି, ଏମନ ସମୟ ଜ୍ୟାକ ହଠାତ୍ ବଲେ ଉଠଲ, “ଓଟା କି ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ହାଙ୍ଗର ନାକି ?”

ସଜେ ସଜେ ଜ୍ୟାକେର କାଛେ ଛୁଟେ ଗେଲାମ । ଜ୍ୟାକେର ମତ ଆମିଓ ଏକଟା ପାଥରେର ଓପର ଥେକେ ସମୁଜ୍ଜ୍ଵେର ଜଲେ ଝୁଁକେ ପଡ଼େ

ଦେଖିଲାମ, ଖୁବ ସବୁଜ ଧରଣେର କି ଯେନ ଏକଟା ଶୁଯେ ରହେଛେ !
ଏକଟୁ ଯେନ ନଡ଼େ ଉଠିଲ ସେଟା ।

“ଯାଓ ପିଟାରକିନ, ଶିଗଗିର ତୋମାର ବଲ୍ଲମ୍ବଟା ନିଯେ ଏସ,”
ଜ୍ୟାକ ହୃଦୟ କରଲ ।

କିନ୍ତୁ ପିଟାରକିନେର ଅତ ଲସା ବଲ୍ଲମ୍ବ ଅତଦୂର ପୌଛଲ ନା ।
ପିଟାରକିନ ଏ ଶୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଲ ନା, ଟିଟକିରି କରେ ଜ୍ୟାକକେ ବଲଲ,
“କେନ, ତୁମି ତୋ କେବଳଇ ବଲେ ଏସେହୁ, ଆମାର ବଲ୍ଲମ୍ବ ବେଜୋଯ
ଲସା !”

ଜ୍ୟାକ କୋନ ଉତ୍ତର କବଲ ନା, ବଲ୍ଲମ୍ବଟା ପିଟାରକିନେର କାହିଁ
ଥେକେ ନିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିବ କରେ ସଜୋରେ ଛୁଟେ ମାରଲ । କିନ୍ତୁ
ଏକଟୁ ପରେଇ ବଲ୍ଲମ୍ବଟା ଭେଦେ ଉଠିଲ, ଆର ସେହି ଅନ୍ତରୁ ପ୍ରଣିଟା ଓ
ଆଗେର ମତ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲ୍ୟାଜ ନାଡ଼ିତେ ଲାଗଲ ।

“କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !” ଜ୍ୟାକ ବଲଲ ।

ସତିଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ଜ୍ୟାକ ଯେତାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିବ କରେ ବଲ୍ଲମ୍ବଟା
ଛୁଟେଛିଲ, ତାତେ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ହେବେ ବଲେ ମନେ ହୁଣନା !

ଯାଇ ହୋକ ଆମରା ସବାଇ ମିଲେ ଅନେକବାର ବଲ୍ଲମ୍ବ ଛୁଟେ
ତାକେ ଆଘାତ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲାମ, କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ ତାବ
କିଛୁ ହୁଣନା, ଏକଟୁ ନାଡ଼ିଲ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ହତାଶ ହେବେ ଆମବା
ବାଡ଼ୀ ଫିରିଲାମ, ବ୍ୟାପାରଟା ରହନ୍ତିରୁ ରହେ ଗେଲ ।

—নয়—

পরের দিন স্নানাহার সেবে আবার আমরা বেরিয়ে
পড়লাম। তখনো এক মাইল পথ অতিক্রম করিনি, হঠাৎ
একটা ভীষণ চীৎকার শুনে আমরা চমকে উঠলাম। সঙ্গে
সঙ্গে পিটারকিন তার বলম বাগিয়ে ধরল। জ্যাকের দিকে
ফিরে বলল, “এ আবাব কি শব্দ, জ্যাক? অনিশ্চয়ের ওপর
দিয়ে এভাবে আর থাকা যায় না। গত সপ্তাহটা আমাদের
শুধু ভয়ের ওপর দিয়েই কেটেছে। এ অবস্থা যদি চলতে
থাকে তো যত তাড়াতাড়ি আমরা এ দ্বীপ ত্যাগ করতে
পাবি ততই ভাল।”

পিটারকিনের কথা শেষ হতে না হতেই আবার সেই
শব্দ শোনা গেল, এবার যেন আগের থেকেও জোরে।

“ওই দূরের কোন দ্বীপ থেকেই এ শব্দ আসছে,”
জ্যাক বলল।

পিটারকিন-বলল, “এ আর দেখতে হবে না; এ নিশ্চয়ই
কোন গর্দভের প্রেতাঞ্জা। গর্দভ ভিন্ন কোন জন্তু এমন বিকট
চীৎকার করে না।”

আমাদের সকলের দৃষ্টি আশেপাশের ছোট ছোট দ্বীপ-
গুলোর ওপর পড়ল। মনে হল, কি যেন কতগুলো অন্তর্ভুক্ত
প্রাণী সব থেকে বড় দ্বীপটায় নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

“ସୈଞ୍ଚ, ଆମି ବଲଛି ଓରା ସବ ସୈଞ୍ଚ !” ଅବାକ ବିଶ୍ୱରେ ଓଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

ବଲତେ କି, ଆମାରଙ୍କ ପିଟାରକିନେର କଥା ସତି ବଲେଇ ମନେ ହଲ, କାବଣ ଏତୁର ଥେକେ ଓଦେର ଏକଦଳ ସୈଞ୍ଚେର ମତି ଦେଖାଚିଲ । ସବାଇ ଏକସଙ୍ଗେ ଲାଇନ କରେ ଚୌକୋ ହେଁ ଦାଡ଼ିଯେ ରଯେଛେ, ଆର ମାର୍ଛ କବଚେ ଥେକେ ଥେକେ । ଓଦେର ପବଣେ ନୀଳ କୋଟ ଆର ସାଦା ପ୍ରୟାଟ । ଓଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକତେ ଥାକତେ ଆବାର ସେଇ ଭୟକ୍ଷର ଚୀଂକାର ଜଲେର ଓପର ଦିଯେ ଭେସେ ଏଲ । ପିଟାରକିନ ବଲଲ, ‘ନିଶ୍ଚଯିତ୍ତ ଏ ସୈଞ୍ଚଦେର ଭୁକ୍ତ ଦେଓଯା ହେଁବେ, ଓରା ଯେନ ଏହି ଦ୍ଵୀପେର ନିରପରାଧ ବାସିନ୍ଦାଦେର ହତ୍ୟା କରେ ।’

ତାର ଏକଥା ଶୁଣେ ଜ୍ୟାକ ହେସେ ଉଠିଲ । ବଲଲ, “ନା ପିଟାରକିନ, ତା ନାହିଁ । ଓବା ହଲ ପେନ୍ଦୁଇନ ।”

“ପେନ୍ଦୁଇନ !”

ହ୍ୟା ପିଟାବକିନ, ପେନ୍ଦୁଇନ,—ଏକ ଧରଣେର ବଡ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଥୀ । ଆଜଇ ବାଡ଼ୀ ଫିବେ ଗିଯେ ନୌକୋ ତୈବୀ ଶୁକ କବବ । ତାରପର ଯଥନ ସେଇ ନୌକୋଯ ଚଢ଼େ ଓଦେର ଦ୍ଵୀପ ଯାବ, ତଥନ ଭାଲ କରେ ଦେଖବେ ।”

“ଯାଃ ଚଲେ, ଭୂତେର ଭୌଷଣ ଚୀଂକାର, ହତ୍ୟାକାରୀ ସୈଞ୍ଚେର ଭୃତ୍ୟାକାରୀ କିନା ଶେଷକାଲେ ସାମାନ୍ୟ ପେନ୍ଦୁଇନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଥୀତେ ପବିଣ୍ଟ ହଲ ! ବହୁ ଆଚ୍ଛା, ଏବାର ତାହଲେ ଯତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସନ୍ତୁବ ଆମାଦେର ଭରଣ ସାଜ କରା ଯାକ, ନଇଲେ ହୟତ ଦେଖବ, ସମସ୍ତ ଦ୍ଵୀପଟା

ସୁରେ ଫିରେ ଦେଖିବାର ଆଗେଇ କଥନ ତା ଏକ ସ୍ଵପ୍ନରାଜ୍ୟ ପରିଣତ ହୁଯେଛେ !”

ପେଞ୍ଜୁଇନଦେର କଥା ଚିନ୍ତା କରତେ କରତେ ଆମରା ପଥ ଚଲିଲା ଶାଗଲାମ । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାମେର କଥା ଆମର ମନ ଥେବେ ମୁହଁ ଯେତେ ଲାଗଲ, ଦୌପେର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଘ କରତେ କରତେ ଅଗ୍ରମର ହଲାମ ।

ଏକଟା ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀର ପାଯେର ଦାଗ ଦେଖେ ଆମରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଲାମ । ପ୍ରାଣୀଟା ଯେ କି, କିଛୁତେଇ ଠିକ କରତେ ପାରିଲାମ ନା । ପିଟାରକିନେର ମତେ ଏ ହଲ କୁକୁରେର ପାଯେର ଦାଗ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ ଆର ଆମି ଓର ସଙ୍ଗେ ଏକମତ ହତେ ପାରିଲାମ ନା ।

ଏଇ ହୁ'ଦିନ ପରେ ଏହି ପାଯେର ଦାଗ ଆରୋ ଅନେକ ବୈଶୀ ଆମାଦେର ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ ! ସେଇ ପଦଚିହ୍ନ ଲଙ୍ଘ କରେ ଚଲିଲା ଶାଗଲାମ—ଦେଖିତେଇ ହବେ ଜନ୍ମଟା କି, କୋଥାଯ ଥାକେ । ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ପ୍ରତିବାରେର ମତ ଏବାରଓ ହୟତ ଦେଖିବ, ଏସମ୍ମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସମାଧାନଟି ରଯେଛେ ।” ଅନେକ ଝୋପ-ଝାପ, ଗାଛପାଲା ଡିଡ଼ିଯେ ସେଇ ପଦଚିହ୍ନ ଅମୁସରଣ କରେ ଚଲିଲାମ । ହଠାତ ଏକଟା ଝାକା ଜାଯଗାଯ ଏସେ ପଡ଼ିତେଇ ଏକଟା ଅମ୍ପଟି ଶବ୍ଦ କାନେ ଏଲ । ସାମନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖିଲାମ, ଏକଟା କାଲୋ ପ୍ରାଣୀ ଆମାଦେର ସାମନେ ଦ୍ବାଡିଯେ ରଯେଛେ !

“ବନ-ବେଡ଼ାଳ !” ବଲେଇ ଜ୍ୟାକ ତାର ଧନ୍ତକେ ତୀର ଜୁଡ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ିତେ ଛୁଁଡ଼ିତେ ଗିଯେ ତୀରଟା ତାର ଗାୟେ ନା ଲେଗେ ତାର ଥେବେ ଆଧଫୁଟଟାକ ଦୂରେ ମାଟିର ଓପରେ ଗିଁଥେ ପଡ଼ିଲ । କିନ୍ତୁ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବନ-ବେଡ଼ାଲଟା କୋଥାଯି ଛୁଟେ ପାଲାବେ ତା ନୟ, ଆହେ
ଆହେ ତୀରଟାର କାହେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ମେଟା ଶୁକତେ ଜାଗଲ ।

“ଏମନ ଆଜବ ବନ-ବେଡ଼ାଲ ତୋ କଥନେ ଦେଖିଲି !” ଜ୍ୟାକ
ବଲଲ ।

“ଏ ବୋଧହୟ କାଦେର ପୋଷା ବନ-ବେଡ଼ାଲ ।” ବଲେ ପିଟାରକିନ
ତାର ବଲମ୍ବଟା ଉଚିଯେ ଧରଲ ।

“ଥାମୋ !” ତାର କାଥେ ହାତ ଦିଯେ ଆମି ବଲଲାମ । “ଆହା,
ବନ-ବେଡ଼ାଲଟା ବୋଧହୟ ଅନ୍ଧ । ଦେଖିନା, ଚଲତେ ଚଲତେ ଗାଛେ
ଧାକା ଥାଚେ । ବୋଧହୟ ଅନେକ ବୟସ ହେଁବେ ଓର ।” ବଲେ
ଆମି ତାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲାମ ।

“ପେଞ୍ଜନ-ପାଓୟା ବନ-ବେଡ଼ାଲ ? ଏତେ ଶୁନତେ ହଲ ଶେଷ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ !” ହାସି ଚାପତେ ଚାପତେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ ।

କାହେ ଗିଯେ ଦେଖଲାମ, ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ଅନ୍ଧ ବା ପ୍ରାୟ-ଅନ୍ଧ ତାଇ
ନୟ, ବନ-ବେଡ଼ାଲଟା କାନେଓ ଭାଲ ଶୁନତେ ପାଇ ନା । ଖୁବ କାହେ
ନା ଯାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେର ପାଯେର ଶବ୍ଦଓ ଟେର ପେଲ ନା ଏକଟୁଓ ।
ଆରୋ କାହେ ଯେତେଇ ହଠାତ ଏକଲାଫେ ଘୁରେ ଦୁଇମାତ୍ର ! ଲ୍ୟାଙ୍କ ଆବ
ପେଛନେବ ପା'ଟା ଓପର ଦିକେ ତୁଲେ, କର୍କିଶ ଶବ୍ଦ କରେ, କାଲୋ କାଲୋ
ଲୋମଣ୍ଡଲୋ ଥାଡ଼ା କବେ ଆମାଦେର ମନ୍ଦେ ଯୁଦ୍ଧ ସୌଭଗ୍ୟ କରଲ ।

“ଆହା, ବେଚାବା !” ବଲେ ପିଟାରକିନ ସମ୍ମହେ ଓର ମାଥାଯି
ହାତ ବୁଲିଯେ ଦିତେ ଗେଲ — “ପୁସି, ପୁସି, ଆୟ, ଚୁ, ଚୁ, ଚୁ !”

ପିଟାରକିନେବ କଥା ଶୋନାମାତ୍ର ବନ-ବେଡ଼ାଲଟାବ ସମସ୍ତ
କ୍ରୋଧ ଜଳ ହେଁବେ ଗେଲ । ବ୍ୟାଗ୍ରଭାବେ ପିଟାରକିନେର ଦିକେ ଏଗିଯେ

ଗିଯେ ସାନନ୍ଦେ ତାର ଆଦର ଗ୍ରହଣ କରଲ । ତାର ପାଯେ କାନ ସମେତ ସମେତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦେ ଡେକେ ଡେକେ ଉଠିତେ ଲାଗଲ ।

“ଏ ଯଦି ବନ-ବେଡ଼ାଳ ହୟ ତାହଲେ ଆମିଓ ତାଇ । ଦେଖତୋ, କେମନ ପୋଷା ! ପୁସି, ପୁସି !”—ବେଡ଼ାଳଟାକେ କୋଳେ ତୁଲେ ନିଯେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ ।

ବେଡ଼ାଳଟାର ଆନନ୍ଦପ୍ରକାଶେର ଅନ୍ତୁତ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେ ଆମରା ବିଶ୍ଵିତ ହଲାମ । ପିଟାରକିନକେ ଓ ଯେନ ପେଯେ ବସେଛେ । ତାର ଗାୟେ ମାଥା ସମେ, ତାର ମୁଖ ଚାଟିତେ ଚାଟିତେ, ତାକେ ଠେଲେ, ଗୁଁତିଯେ, କତରକମ ଭାବେ ଯେ ଆଦର କରତେ ଲାଗଲ ତାବ ଠିକ ନେଇ । ଓର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେ ମନେ ହଲ, ଓ ବୌଧିହୟ ଆଗେଓ ମାନୁଷେର ସଂସ୍ପର୍ଶେ ଏସେଛେ । ବହୁ ବହୁ ଆଗେ ହୟତ କୋନ ମାନୁଷ ଓକେ ଏହି ଦ୍ଵୀପେ ଫେଲେ ଗିଯେଛେ, ତାଇ ଏତଦିନ ପରେ ଏହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ଵୀପେ ଆବାବ ମାନୁଷେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟେ ଏସେ ଓ ଯେ କି କରବେ ଭେବେ ପାଞ୍ଚନା ।

ବେଡ଼ାଳଟାକେ ଘିରେ ଆମରା ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧେ କଥା ବଲଛି, ଏମନ ସମୟ ଜ୍ୟାକ ମୁଖ ଫୁଲିଯେ ଚାରଦିକଟା ଦେଖେ ନିଲ—“ଆରେ, ଏଥାନ୍ଟା ଯେନ ଫ୍଱ାକା-ଫ୍଱ାକା ଲାଗଛେ, ଗାଛପାଳା କମ ! ନିଶ୍ଚଯିତ୍ତ କେଉ ଜଙ୍ଗଳ କେଟେଛେ ! ଗାଛେର ଗୁଡ଼ିଗୁଲୋର ଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖ !”

ସତିଯିଇ ତାଇ, ଗାଛେର ଗୁଡ଼ିଗୁଲୋ ଦେଖିଲେ ଆର ଜ୍ୟାକେର କଥାଯ କୋନ ସନ୍ଦେହ କବା ଚଲେ ନା । ଯେତାବେ ସବ ଆଗାହୀୟ ଛେଯେ ଗେଛେ ତାତେ ମନେ ହୟ, ବହୁ ବହୁ ଧରେଇ ଏ ଜାଯଗାଟା ଏତାବେ ପଡ଼େ ରଯେଛେ । ମାନୁଷେର ପଦଚିହ୍ନ କୋଥାଓ ପାଓଯା

ଗେଲ ନା ବଟେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ାଲଟାର ପାଯେର ଦାଗ ଅଜସ୍ର ଦେଖା ଗେଲ । ଆମରା ମେଇ ଦାଗଟି ଅଛୁମ୍ବଣ କବେ ଅଗ୍ରସର ହଲାମ । ପିଟାରକିନ କୋଳ ଥିକେ ବେଡ଼ାଲଟାକେ ନାମିଯେ ଦିଲ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ାଲଟା ଏତ ହର୍ବଳ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲ ଯେ ତାର କକଣ ମିଉ ମିଉ ଡାକ ଶୁଣେ ପିଟାରକିନ ଆବାବ ତାକେ କୋଲେ ତୁଲେ ନିଲ । କିଛୁଦୂର ଯେତେ ନା ଯେତେଇ ବେଡ଼ାଲଟା ଗତୀର ସୁମେ ଆଚନ୍ଦ ହୟେ ପଡ଼ିଲ ।

କ୍ରମେଇ ଜାୟଗାଟା ଆବୋ ଫାକା ହୟେ ଯେତେ ଲାଗଲ, କାଟା ଗାଛେବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବେଡ଼େ ଉଠିଲ କ୍ରମଶଃ । କତକଟା ଯେତେ ପାଯେବ ଦାଗଗୁଲୋ ଡାଇନେ ବାକ ନିଯେ ଏକଟା ଛୋଟ ନଦୀର ତୌବ ବବାବର ଆମାଦେବ ନିଯେ ଚଳିଲ । ଆବୋ କିଛୁଟା ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଏକ ଜାୟଗାୟ କତକଗୁଲୋ କାଠ ପାଥବ ଜଡ଼େ କବା ବୟେଛେ ଦେଖିଲାମ । ବୁଝିଲାମ, କୋନକାଲେ ଏଥାନେ ଏକଟା ସେତୁବ ଆସୁନ୍ତି ଛିଲ । ଆଶାୟ ଭବ କରେ କନ୍ଧ ନିଃଶ୍ଵାସେ ଆମବା ପଥ ଚଲିତେ ଲାଗିଲାମ । ଆବୋ କଯେକ ଗଜ ଅଗ୍ରସର ହୟେ କତକଗୁଲୋ ବଢ଼ ଗାଛପାତାବ ଅନ୍ତରାଲେ ଏକଟା ଭାଙ୍ଗୀ କୁଟୀବ ଦେଖା ଗେଲ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆମାଦେବ ମନେ ଯେ ଭାବେର ଉଦୟ ହୟେଛିଲ, ତା କଥା ପ୍ରକାଶ କରା ଆମବା ପକ୍ଷେ ଅସ୍ତ୍ରବ । ଅବାକ ବିଶ୍ୱଯେ ମେଦିକେ ତାକିଯେ ଅନେକକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରିୟେ ବହିଲାମ, କାକବ ମୁଖେ କଥା ନେଇ । ମେଇ ନିର୍ଜନତା ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବିଷଷ୍ଟ ଭାବ ବହନ କବେ ଏନେଛିଲ, ତାତେ ଆମବା ଅଭିଭୂତ ହୟେ ରହିଲାମ । ଚପଳ ପିଟାବକିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ କଥା ବଲିତେ ତୁଲେ ଗିଯେଛେ ।

କୁଟୀରଟା ଛୋଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଗୋଛେର । ଲଞ୍ଚାୟ ବାବୋ

ଫୁଟ, ଚଉଡ଼ାଯ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଫୁଟ ଆର ଉଚ୍ଚତାୟ ସାତ-ଆଟ ଫୁଟେର
ବେଶୀ ହବେ ନା । ଧବଂସେର ହାତ ଥେକେ କୋନ ରକମେ ନିଜେକେ
ଖାଡ଼ା କରେ ରେଖେଛେ । ସାହସ କରେ ସରେ ପ୍ରବେଶ କରବାର ଆଗେ
ଆଲୋଚନା କରେ ଦେଖିଲାମ, ପ୍ରବେଶ କରା ଉଚିତ ହବେ କିନା ।
ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଥିନ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହଲ, ଛରୁ-ଛରୁ ବୁକେ
ଭେତରେ ଚୁକଲାମ । ଏକଟା କାଠେର ଟୁଲ ଆର ମରଚେ-ଧରା ଏକଟା
ଲୋହାର ପାତ୍ର ଛାଡ଼ା ଆସିବ ବଲତେ କିଛୁହି ନେଇ । ସରେର
ଦୂରତମ କୋଣେ ଏକଟା ନୀଚୁ ଖାଟିଯାର ଓପରେ ଧୁଲୋଯ ଭରା ଛଟେ
କଞ୍ଚାଳ ରଯେଛେ ! ଭୟେ ଭୟେ କାହେ ଗିଯେ ଦେଖିଲାମ, ବଡ
କଞ୍ଚାଳଟା ମାନୁଷେର, ଅପର କଞ୍ଚାଳଟା ଏକଟା କୁକୁରେର ! କୁକୁରେର
କଞ୍ଚାଲେର ମାଥଟା ମାନୁଷେର କଞ୍ଚାଲେବ ବୁକେର ଓପରେ ଶୋଯାନୋ
ବଯେଛେ ।

ଏହି ମର୍ମାଣ୍ତିକ ପରିଣତି ଦେଖେ ଆମରା ଅତି କଷ୍ଟେ ଚୋଖେର
ଜଳ ସାମଲେ ନିଯେଛିଲାମ । କିଛୁକ୍ଷଣ କାରାର ମୁଖେ କଥା ନେଇ ।
ତାବପର ଆମରା ସରେବ ଚାରିଦିକେ ଝୋଜ କରତେ ଲାଗିଲାମ,
ଯଦି ଏଦେର ନାମ-ଧାର, ଇତିବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନୋ ଶୂତ୍ର ପାଓଯା
ଯାଯ । କିନ୍ତୁ କୋଥାଓ କିଛୁ ପାଓଯା ଗେଲ ନା,—ଏକଟା ବହ,
ବା ଏକଟୁକରୋ କାଗଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା । ଏକଧାରେ ଏକରାଶ ଜଙ୍ଗାଲେର
ମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଛିଲ ଜାମାକାପଡ଼େର ମତ କି ସବ, ଆର ଛିଲ ଏକଟା
ପୁରୋନୋ କୁଡ଼ୁଲ ।

ଏତକ୍ଷଣେ ଆମରା ବୁଝିଲାମ, ଜଙ୍ଗଲେ କୁଡ଼ୁଲେର ଆଘାତେର
ଚିହ୍ନେର କାରଣ କି । ମାନୁଷେର ଅଣ୍ଟିହେର ଆରୋ ସେ ସବ ଲକ୍ଷଣ

ইতিপূর্বে চোখে পড়েছিল, তারও রহস্য দূর হয়ে গেল।
 এই নিজের দ্বীপে আমাদের পরিণতিও যে এ-রকম হবে না,
 তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? একমাত্র আশা,
 যদি কোন জাহাজ বা নৌকো আমাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার
 করতে আসে। একথা চিন্তা করে মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল।
 আচ্ছা, লোকটা কেন এ-দ্বীপে এসেছিল? আমার মনে হয়,
 জাহাজডুবির ফলে ও এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।
 কেবল ও তার কুকুর আর বেড়ালকে নিয়ে কোনমতে এখানে
 এসে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু জ্যাকের তা মনে হয় না।
 সে আন্দজ করল, কুকুর আর বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে ও
 জাহাজ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। কুকুরটার প্রভুত্বক্রি
 কথা চিন্তা করে বিশ্বিত হলাম। জীবনের শেষ মুহূর্ত
 পর্যন্ত সে তার প্রভুর সাম্রিধ্য ত্যাগ করেনি; প্রভুর মৃত্যুর পর
 সেই মৃতদেহে মাথা রেখে নিজেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

হঠাৎ পিটারকিনের উচ্ছ্বাসে আমাদের সম্বিধ ফিরে এল—
 “দেখ দেখ, জ্যাক, একটা কাজের জিনিষ পেয়েছি!”

“কি জিনিষ?”

একরাশ মোংরা ভাঙা কাঠের টুকরো থেকে পিটারকিন
 একটা বহু পুরোনো পিস্টল টেনে বের করে দেখাল।

“হ্যাঁ, কাজের জিনিষ হত হয়ত, যদি মশলার সঙ্কান
 পেতাম। এর থেকে বরং আমাদের ধনুক আর গুলতি অনেক
 বেশী কাজে আসবে।” জ্যাক বলল।

“ହଁ, ତା ବଟେ । ସାଇ ହୋକ, ସଙ୍ଗେ ନିତେ ଆର ଦୋଷ କି ?”

ଆୟ ସଂଟାଖାନେକ ଏଥାନେ କାଟିଯେଓ ସଥନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛୁଇ ଆବିକ୍ଷାର କରତେ ପାରଲାମନା, ତଥନ ଆମରା ଠିକ କରଲାମ, ଏବାରେ ଫେରାର ପଥ ଧରବ । ସୁମନ୍ତ ବେଡ଼ାଲଟାକେ ପିଟାରକିନ ତୁଳେ ନିଲ ।

ଘର ଥେକେ ବେରଣ୍ଟେ ଗିଯେ ହଠାଂ ଜ୍ୟାକ ଏତ ଜୋରେ ଚୌକାଠେ ହୋଟ ଖେଳ ଯେ ସମନ୍ତ କୁଟୀରଟା ଥର ଥର କରେ କେଂପେ ଉଠିଲ । ଏ ଦେଖେ ଆମାଦେର ମାଥାଯ ଏକଟା ବୁନ୍ଦି ଖେଲେ ଗେଲ । ଜ୍ୟାକ କୁଡ଼ୁଳ ଦିଯେ ଖୁଁଟିଗୁଲୋତେ କଯେକଟା କୋପ ମାରତେଇ ସମନ୍ତ କୁଟୀରଟା ହଡ଼ମୁଡ଼ କରେ ଭେଡେ ପଡ଼ିଲ । ହତଭାଗ୍ୟ ମୃତ ଲୋକଟି ଓ ତାର କୁକୁରେର କଞ୍ଚାଳ ଏଭାବେ ସମାଧିଷ୍ଟ କରେ ପିସ୍ତଲ ଆର ପୁରୋନୋ କୁଡ଼ୁଲଟା ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଆମରା ବାଡ଼ୀ ଫିରଲାମ ।

—দশ—

এর পরে প্রায় তিনি সপ্তাহ কেটে গেছে। সমুদ্রের তীব্র ধরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখি, একটা ছোট কাঁকড়ার শক্ত পিঠটা হঠাতে খুলে গেল, আর খানিকটা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে এল সেই ফাক থেকে। অন্ততভাবে নড়ে বেড়াতে লাগল মাংসপিণ্ডটা। একটু একটু কবে বড় হতে লাগল সেটা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, মাংসপিণ্ডটা থেকে কয়েকটা কাঁকড়ার পা বেরিয়ে আসছে। একটু পরেই বাকী শরীরটাও সেই মাংসপিণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে বেশ হেঁটে বেড়াতে লাগল, আব খোসাটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে বইল। হঠাতে দেখলে মনে হয়, একটা কাঁকড়া যেন ছুটে হয়ে গিয়েছে।

অবাক বিশ্বায়ে পিটাবকিন বলল, “কোন মানুষ তার ছাল থেকে বেরিয়ে এসে হাওয়া থেতে বসেছে, এমন উদ্ভুত কথা পর্যন্ত গুনেছি, কিন্তু কোন কাঁকড়ার পক্ষে যে সত্যিসত্যিই এমন কাণ্ড সন্তুষ্ট, এ কখনো মনেও ভাবতে পারিনি !”

আমরা সকলেই এই অন্তত বাপাব দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আরও আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম, পুরোনো কাঁকড়ার থেকে নতুন কাঁকড়াটা অনেক বড় সাইজের।

নতুন কাঁকড়াটা তখনো খুব নরম, তুলতুলে। পরের

ଦିନ ଓ କେମନ ଦେଖିତେ ହବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଜଣ୍ଠ ଆମରା ଓର ଚାରିଦିକେର ବେଶ ଥାନିକଟୀ ଜାଯଗା ପାଥର ଦିଯେ ଘରେ ଉଚୁ କରେ ଦିଲାମ । ତାରପର ବାଲି ଥୁଡ଼େ ଓର ଜଣ୍ଠ ଏକଟୀ ଛେଟ ଗର୍ଜିଓ ତୈରି କରେ ଦିଯେ ବାଡ଼ୀ ଫିରିଲାମ । ପରେର ଦିନ ସକାଳେ ଗିଯେ ଦେଖି, ତାର ପିଠଟୀ ବେଶ ଶକ୍ତ ହୟେ ଗିଯେଛେ । ବୁଝାଲାମ, କାକଡାଦେର ପିଠେର ଖୋସା କଥନୋ ବଡ଼ ହୟ ନା ବଲେ ବଡ଼ ହତେ ହଲେ ଏଭାବେଇ ଓଦେର ବଡ଼ ହତେ ହୟ ।

ଓଥାନ ଥେକେ ଚଲେ ଆସିତେ ଆସିତେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ଆମାର ମେହି ଏକଘେଯେ ମୌକୋ ତୈରି କରା ! ଏ ରୋଜ ରୋଜ ଭାଲ ଲାଗେ ନା ବାପୁ ! ଆଜ ଏକଟୀ ନତୁନ କିଛୁ କବା ଯାକ ।”

“ହଁୟା, ମନେ ପଡ଼େଛେ । ଆଚାହା, ମେହି ହଷ୍ଟୁ ଫୋଯାବାଣ୍ଡିଲୋର କାହେ ଯେ ଅନ୍ତର ହାଙ୍ଗରେର ମତ ଜିନିଷଟୀ ଦେଖେଛିଲାମ, ଚଲ ନା ଦେଖି, ଆସଲ ବାପାରଟୀ କି ?” ଆମି ବଲଲାମ ।

“ଓଃ, ଆମି ଜାନି ମେଂଟୀ କି ବ୍ୟାପାର !” ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

“କି ବଲାତ ?”

“ନିଶ୍ଚରଇ ମେ ଏକ ଅନ୍ତର ବାପାର,” ହତି ମୁଖ ନେଡ଼େ ପିଟାରକିନ ବଲଲ । ତାରପର ଉଠି ପଡ଼େ ବେଳବାର ଜଣ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୟେ ନିଲ ।

“ଚଲ ତାହଲେ, ମେଥାନେହି ଯାଓଯା ଯାକ । ପିଟାରକିନ, ବାଲ୍ଫ୍, ଅନ୍ତରଶତ୍ରୁ ନିଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ !” ଜ୍ୟାକ ହକୁମ କରଲ ।

ଆଗେକାର ମେହି ପାଥରେବ ଓପର ଥେକେ ହେଟ ହୟେ ତାକିଯେ

দেখলাম, ফিকে সবুজ রঙের বস্তুটি ঠিক আঁগের মতই ধীরে
ধীরে ল্যাজ নাড়ছে।

“কি আশ্চর্য !” জ্যাক বলল।

“অত্যন্ত বিস্ময়কর !” আমি বললাম।

“সব কিছুকে হাবিয়ে দেয় !” পিটারকিন বলল। তাবপর
জ্যাককে উদ্দেশ্য করে বলল, “তোমাৰ যে কিৱকম টিপ
তাৰ প্ৰমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছে। এবাৰে আমাকে দাও
দেখি। ওব যদি হৃৎপিণ্ড বলে কিছু থাকে, আজ আমি তা
ভেদ কৰবই কৰব। আব যদি হৃৎপিণ্ড বলে কিছু না থাকে
তো যেখানে তা থাকা উচিত ছিল, আমাৰ বল্লম ঠিক
সেখানে আঘাত কৰবো।”

“বেশ তো, চেষ্টা কৰ না,” জ্যাক হেসে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে বল্লমটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধৰে ভাল কৰে
তাক কৰে পিটারকিন সজোৰে ছুঁড়ে দিল। সহ
অন্তুত জিনিষটাৰ ঠিক মধ্যে দিয়ে বেশ বিছুদূৰ পর্যন্ত গিয়ে
বল্লমটা জলেৰ ওপৰে ভেসে উঠল।

পিটারকিন গন্তীৱৰভাৱে বলল, “ও দানবেৰ হৃদয় বলে কান
পদাৰ্থ নেই। ওৱ সঙ্গে আমাৰ আৱ কোনো সম্পৰ্কই রইল না।”

“এতক্ষণে আমি নিশ্চিত জানলাম, ফসফৱাসেৱ আলো
ভিন্ন ও আব কিছুই নয়।” জ্যাক বলল।

গুনে আমি বললাম, “বেশ তো, তাই যদি হবে তাহলে
তো আমৰা ডুব দিয়ে দেখতে পাৰি, ব্যাপারটা কি ?”

‘ହଁ, ମେଇ ଭାଲ । କିନ୍ତୁ ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ତୋମାର ଥେକେ ଆମି ଅନେକ ଭାଲ ଡୁବୁରି ; ସୁତରାଂ ଏ ଅଭିଧାନେ ଆମିଇ ଯାବ ।’ ବଲେଇ ଜ୍ୟାକ ଜଲେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିବାର ଜଣ ତୈରି ହୟେ ନିଲ ।

ଜ୍ୟାକ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ଜଲେ ଯେ ଆଲୋଡ଼ନେର ଶୃଷ୍ଟି ହଲ, ତାର ଆଡାଲେ ଆମବା କିଛୁକ୍ଷଣେର ଜଣ ତାକେ ଦେଖିତେ ପେଲାମ ନା । ତାରପରେ ଜଳଟା ହିର ହତେ ଦେଖି ଗେଲ, ମେଇ ଅନ୍ତୁତ ଜିନିଯିଟାର ଭେତବ ଦିଯେ ଜ୍ୟାକ ସାଁତରେ ଚଲେଛେ । ହଠାତ୍ ମେ ଦୃଷ୍ଟିବ ଅଗୋଚବ ହୟେ ଗେଲ । ମିନିଟିଖାନେକ ଧବେ ମେଦିକେ ତାକିଯେ ରଇଲାମ, କିନ୍ତୁ ତବୁ ମେ ଭେସେ ଉଠିଲ ନା । ହ'ମିନିଟ କେଟେ ଗେଲ ! ଏକ ଅଜାନା ଆତକ୍ଷେ ଆମାର ସର୍ବବଶବୀର କେପେ ଉଠିଲ । ଜ୍ୟାକ ତୋ କଥନେ ଥୁବ ବେଶୀ ହଲେ ଓ ଏକସଙ୍ଗେ ଏକ ମିନିଟେର ବେଶୀ ଜଲେବ ନୀଚେ ଥାକେ ନା ।

ଭୟ ପାଓଯା ଗଲାଯ ବଲଲାମ, ‘‘ପିଟାରକିନ, ନିଶ୍ଚଯଇ ଜ୍ୟାକେର କିଛି ହୟେଛେ । ତିନ ମିନିଟେରେ ବେଶୀ ହୟେ ଗେଲ ।’’

ଭୌତିକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିତେ କିଛୁକ୍ଷଣ ମେଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ପିଟାରକିନ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ କଟେ ବଲେ ଉଠିଲ, ‘‘ହାୟ ହାୟ, ଜ୍ୟାକ ତୁମି କୋଥାଯ ଗେଲେ ?—ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ଓ ନିଶ୍ଚଯ ହାଙ୍ଗର, ଜ୍ୟାକକେ ଥେଯେ ଫେଲେଛେ ।’’

ଏର ପରେର ପଞ୍ଚ ମିନିଟ ଯେ କିଭାବେ କେଟେଛେ, ତା ଆମି ଜାନିନା । ହଠାତ୍ ପିଟାରକିନେର କଥାଯ ଆମାର ଚମକ ଭାଙ୍ଗିଲ । ପାଗଲେର ମତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆମାର ସାଡେ ସଜ୍ଜୋରେ ଝାକୁନି ଦିଯେ ମେ ବଲଲ, ‘‘ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ଜ୍ୟାକ ବୋଧହୟ ଅଜ୍ଞାନ ହୟେ ପଡ଼େଛେ ! ତୁମି ଯାଓ, ଦେଖ ଓକେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ପାର କିନା ।’’

সঙ্গে সঙ্গে আমি গা বাড়া দিয়ে উঠলাম। জলে ঝাপকাটিবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময়ে জ্যাকের মাথা ভেসে উঠল জলের উপরে! জ্যাক অদৃশ্য হয়ে যেতে আমরা যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম, ওকে এভাবে নির্বিবাদে ফিরে আসতে দেখেও আমরা তাব থেকে কিছু কম আশ্চর্য হলাম না। মানুষ যে একসঙ্গে পূর্বে দশ মিনিট জলের তলায় থাকতে পাবে না, এ আমি নিশ্চিত জানতাম। জ্যাকের এই হঠাৎ ফিরে আসাটা সেজন্ত আমি খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পাবলাম না। তাই হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নেবাব সময়ে এই ব্যাপাবের অপার্থিতায় আমাৰ কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে লাগল। পিটারকিনেৰ কিন্তু এসব চিন্মাৰ বালাই ছিল না, জ্যাক ডাঙায় উঠতেই সে দুহাতে তাব গলা জড়িয়ে ধৰে ফঁপিয়ে ফঁপিয়ে কাদতে লাগল—“জ্যাক, জ্যাক, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, কি কৰছিলে এতক্ষণ ?”

উচ্ছ্বসেৰ প্ৰথম ধাক্কাটা মামলে নিয়ে জ্যাক তাব কাহিনী শুক কৱল।

“সবুজ জিনিষটা হাঙুব-টাওৰ কিছু নয় পাহাড়েৰ একটা গুহা থেকে, বেবিয়ে আসা একছিটৈ আলো। জলে ঝাপিয়ে পড়াব পৰম্যহুৰ্ত্তেই বুৰতে পাবলাম, আমাৰ এখন যেখানে বসে আছি, আলোটা তাব নীচে থেকে আসছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিতেই দেখা গেল, ভেতৱটা আলোয় উজ্জল হয়ে আছে। একটু ইতস্ততঃ কৱে সেদিকে অগ্ৰসৱ হলাম।

এসব বলতে অবশ্য অনেক সময় লাগছে, কিন্তু সবই করেক
মুহূর্তের মধ্যে ঘটেছিল এবং আমি জানতাম, তখনো আমার
যা দম আছে তাতে সহজেই ফিরে আসতে পারব। একটু
অস্তিত্ব বোধ করতে ঠিক করলাম, এবারে ফিরে আসি।
ওপর দিকে তাকাতেই দেখি, ঠিক মাথার ওপরেই একটা ক্ষীণ
আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরদিকে ফুঁড়ে উঠতেই
আমার মাথা জলের ওপরে ভেসে উঠল। অনেকটা নিশ্চিন্ত
হলাম এই ভেবে যে, আবার পুরো দম নিয়ে ফিরে যেতে
পাবব। কিন্তু তখনি আবাব মনে হল, যদি ফেরাব পথ না
চিনতে পারি! কিন্তু নীচের দিকে তাকাতেই আমার সব আশঙ্কা
দূর হয়ে গেল, দেখলাম, যে সবুজ আলোটা দেখে আমরা
এত অস্তির হয়ে উঠেছিলাম এ সেই আলো, তফাতের
মধ্যে এই, এখন তা অনেক স্পষ্ট, অনেক বেশী উজ্জ্বল
মনে হচ্ছে।

“চারিদিক এত অন্ধকার যে প্রথমটা কোথাও কিছু দেখতে
পেলাম না।” ক্রমে অন্ধকার একটু ধাতব হতে বুঝতে পারলাম,
আমি এক বিরাট গুহার মধ্যে রয়েছি। গুহার ছদিকের
দেওয়ালের কিছুটা অংশ আমার দৃষ্টিগোচর হল, মাথার ওপরের
ছাদটা ও স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশঃ। কি যেন কতকগুলো
উজ্জ্বল বস্তু সেখানে রয়েছে। গুহার অপর দিকটা ছিল
অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অসীম বিশ্বয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে
হঠাতে মনে হল, তাইত, তোমরা হয়ত মনে করছ, আমি

ଡୁବେ ଗେଛି ! ତଥନ ଆମି ଆବାର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ମେହି ଶୁଡ଼ଙ୍କ ପଥ ଦିଯେ ଫିରେ ଏଲାମ ।”

ଜ୍ୟାକେର କାହିନୀ ଶେଷ ହଲ । ଏଇ ଅନ୍ତୁତ ସୁଭାସ ଶୁନେ ପ୍ରଥମଟା ଆମି ଠିକ ବିଶ୍ୱାସଇ କରତେ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଡୁବ ଦିଯେ ମେଖାନେ ଯାବାର ପର ଆର ତାର ମତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ରହିଲନା । ତାରପର ଜ୍ୟାକେର ମଜ୍ଜେ ଏ ବିଷୟେ ଅନେକକଣ ସବେ କଥା ବଲଲାମ । ହଠାତ୍ ପିଟାରକିନେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲାମ, ମୁଖଟା କାଚୁମାଚୁ କବେ ମେ ଆମାଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ । ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ, “ବ୍ୟାପାବ କି, ପିଟାରକିନ ?”

“ବ୍ୟାପାବ ଆର କି ? ତୋମବା ତ ମଜାସେ ଜଲପରୀଦେବ ମତ କତ ଅନ୍ତୁତ ଗଲ୍ଲ କରଲେ,—ଆମାର ତୋ ଉପାୟ ନେଇ, ଆମାକେ ଶୁଧୁ ତୋମାଦେର ମୁଖେ ଶୁନେଇ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଥାକତେ ହବେ । ଏ କିନ୍ତୁ ତାଇ ଭାରି ଅଞ୍ଚାୟ !”

“ମତି ପିଟାରକିନ, ତୋମାବ ଜନ୍ମ ହୁଃଥ ହୟ । କିନ୍ତୁ କି ଆବ କରି ବଲ ? ତୁମି ଯଦି ଝାପ ଦେଓଯା ଶିଖିତେ ପାବତେ—”

“ତାର ଚେଯେ ବଲ ନା କେନ, ‘ଉଡ଼ିଲେ ଶିଖିତେ’ ?” ନୀରମ ଗଲାଯ ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ ।

ଆମି ବଲଲାମ, “ତୁମି ଯଦି ବେଶୀ ହାତ-ପା ନା ଛୁଁଡ଼େ ଶୁଧୁ ଚୁପଚାପ ଥାକ, ଦଶ ସେକେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ତୋମାକେ ଓଥାନେ ନିଯେ ସେତେ ପାରି ।”

କିନ୍ତୁ ପିଟାରକିନ କିଛୁତେଇ ତାତେ ରାଜି ହଲନା ।

— এগারো —

এর পরের কয়েকটা দিন জ্যাক নৌকো তৈরির কাজে তথ্মহ হয়ে রইল। আমাদের যন্ত্রপাতি বলতে কেবল একটা কুড়ুল, একটা লোহার টুকরো, একটা বড় ছুঁচ, আর একটা ভাঙা ছুরি। মাত্র এর সাহায্যে নৌকো তৈরী করা যে কত কঠিন, সে যাই নৌকো তৈরি করে তারাই জানে। কিন্তু এতেও জ্যাক দমে যায়নি। একবার কোন বিষয়ে মন স্থির করবার পর কোন বিপুর্বই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

পিটারকিন আর আমি অবশ্য সাধ্যমত তাকে সাহায্য করেছি, কিন্তু আমাদের সাহায্যে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তাই আমরা দুজনে মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতাম, হৈ হৈ করতাম।

একদিন আমি আর পিটারকিন বসে গল্প করছি, এমন সময় জ্যাক কুড়ুল কাঁধে এসে বলল, “ব্যস, নৌকো, তৈরি শেষ। এখন শুধু ছুটো দাঢ় তৈরি করে নিলেই হয়।”

শুনে তো আমাদের মহা ফুর্তি ! পিটারকিন বলল, “এবার তো তাহলে পাল লাগিয়ে দিলেই হয়। কাল হবে না জ্যাক ?”

“না, পাল তৈরি কালই হয়ে উঠবে না, তবে নৌকোয় চড়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারব বৈকি ! যেমন করে হোক দাঢ় ছুটো আজ রাত্রের মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে হবে।”

“ବେଶ, ବେଶ,” ବଲେ ପିଟାବକିନ ବେଡ଼ାଳଟାବ ପିଠ ଚାପଡ଼େ ଦିଲ । ବେଡ଼ାଳଟା ‘ମିଯଁଓ’ ବଲେ ସମର୍ଥନ କରଲ ତାକେ । ପିଟାବ-କିନ ବଲଲ, “ଆମିଓ ସଥାସାଧ୍ୟ ତୋମାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବ ।”

ଅନେକକ୍ଷଣ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପବିଶ୍ରମେର ଫଳେ ଜ୍ୟାକ ଆର ଆନି ସଥନ ଚାରଟେ ମଜବୁତ ଦାଡ଼ ତୈବି କରେ କୁଟୀବେବ ପଥ ଧବଲାମ, ତଥନୋ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଯାଇନି । କୁଟୀରେବ କାଛେ ଆସତେଇ ହଠାତ୍ ଯେନ ମାନୁଷେବ କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵର ଶୁନତେ ପେଲାମ । ହୁଜନେଇ ଚମକେ ଉଠିଲାମ । ପିଟାବକିନ ଅବଶ୍ୟ ଅଜନ୍ତ୍ର କଥା ବଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେବ ମନେ ତୋ କଥନୋ ତାକେ କଥା ବଲତେ ଶୁନିନି ! କାନ ପେତେ ବଇଲାମ । ମନେ ହଲ ଯେନ ହୁଜନେବ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଚଲଛେ । ଜ୍ୟାକେବ ଇସାରାୟ ନିଃଶବ୍ଦ ପାଇୟେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଉକି ମେବେ ଦେଖିଲାମ ।

ଏମନ ଅନ୍ତରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନେ ଖୁବ କମଟି ଦେଖେଛି । ଯେ କାଠଟାକେ ଆମରା ଟେବଲେବ କାଜେ ବ୍ୟବହାବ କବତାମ, କାଲୋ ବେଡ଼ାଳଟା ଗନ୍ତୀବ ମୁଖ କରେ ତାବ ଓପରେ ବସେ ଆଛେ, ଆବ ସେଇ ଟେବଲେବ ଛଦିବେ ହୁ’ ପା ବାଡ଼ିଯେ ଦିଯେ ତାବ ମୁଖୋମୁଖ୍ୟ ବସେ ଆଛେ ପିଟାବକିନ । ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ପିଟାବକିନ ବେଡ଼ାଳଟାବ ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ, ବେଡ଼ାଳଟାର ସଙ୍ଗେ ତାର ନାକେର ଦୂରତ୍ତ ଚାର ଇଞ୍ଚିବ ବେଶି ହବେ ନା । ସାଡ଼ଟା ଏକଟୁ ହେଲିଯେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ପୁସି, ଆମି ତୋମାଯ ଭାଲବାସି ।”

କିଛୁକ୍ଷଣ ସମୟ କେଟେ ଗେଲ, ପିଟାରକିନ ବୋଧହୟ ଉତ୍ତବେବ ଅପେକ୍ଷା କରଲ । କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ାଳଟା କୋନ ଉତ୍ତର ଦିଲ ନା ।

“ଶୁଣନ୍ତେ ପାଞ୍ଚନା ?” ଗଲାର ଶୂର ଚଢ଼ିଯେ ପିଟାରକିନ ଆବାର ବଲଲ, “ଆମି ତୋମାଯ ଭାଲବାସି, ସତିଇ ଭାଲବାସି । ତୁମି ଆମାଯ ଭାଲବାସ ନା, ପୁସି ?”

ଏହି କାତର ଅନୁନରେ ବେଡ଼ାଲଟା ଶୁଧୁ ଅମ୍ପଟ ଶ୍ଵରେ ବଲଲ, ‘ମିଉ’ !

“ବେଶ,” ବେଶ । ତୁମି ଏକଟି ପଯଳା ନରରେ ଓଷ୍ଠାଦ । ସଙ୍ଗେ-
ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ବଲଲେଇ ତୋ ଛୁକେ ଯେତ !” ବଲେ ପିଟାରକିନ ମୁଖ
ବାଡ଼ିଯେ ବେଡ଼ାଲଟାର ନାକେ ଚୁମୁ ଖେଲ ।

ପିଟାରକିନ ବଲେ ଚଲଲ, “ହଁବା, ସତିଇ ଆମି ତୋମାକେ
ଭାଲବାସି । ତା ନାହଲେ କି ଆବ ବଲତାମ ଭେବେଛ, ଛୁଟୁ !
ତୋମାକେ ନା ଭାଲବେସେ କି ଆର କରି ବଲ ? ଆମାକେ ଯେ ତୋମାର
ସେବା କରତେ ହୟ, ତୋମାର ଶୁଖ-ଶୁବ୍ଧିଦେ ଦେଖିତେ ହୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତେ
ହୟ ସାତେ ତୁମି ନା ମରେ ଯାଓ—”

“ମିଉ, ମି-ଯା-ଓ !” ବେଡ଼ାଲଟା ଉତ୍ତର ଦିଲ ।

“ବେଶ, ଠିକ ବଲେଛ । କିନ୍ତୁ ଏଭାବେ ବାଧା ଦେଓୟାବ ତୋମାବ
କୋନ ଅଧିକାର ନେଇ । ଯତକ୍ଷଣ ନା ଆମି କଥା ଶେଷ କରି,
ଚୁପ୍ କରେ ଥାକୁବେ । ହଁବା,—ଆର କେନ ତୋମାଯ ‘ଭାଲବାସି ?
ପ୍ରଥମବାବ ଆମାକେ ଦେଖେଇ ତୁମି କାହେ ଏମେହ, ଭୟ ପାଓନି,
ବନ୍ଧୁର ଭାବ ଦେଖିଯେଛ—ତାଇ, ଯଦିଓ ତଥନେ ତୁମି ଜାନୋ ନା ଆମି
ତୋମାକେ ମେରେ ଫେଲବ କିନା । ବେଶ ସାହସେର କାଜ କରେଛ,
ଆମି ଭାରି ଖୁସି ହେୟେଛି । ତାଇ ଆମି ତୋମାକେ ଭାଲବାସି ।”

ଆବାର କିଛୁକ୍ଷଣ ଚୁପଚାପ କାଟିଲ । ବେଡ଼ାଲଟା ଯେମନ ଛିଲ
ତେମନଇ ରଇଲ ବସେ । ପିଟାରକିନ ତାର ପାଯେର ନଥେର ଦିକେ

চোখ নামিয়ে কি ভাবল, তারপর আবার তার মুখের দিকে
তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা বেড়াল, তুমি কি ভাবছ বলত? কথা
বলবে না? আচ্ছা তুমই বল, জ্যাক আর র্যালফের এই
শয়তানির কোন মানে হয়? কেন বলত ওরা আমাদের এতক্ষণ
বসিয়ে রেখেছে? কখন খাবার সময় হয়ে গেছে?”

শুনে বেড়ালটা উঠে দাঢ়াল, তারপর একটা ডন দিয়ে,
ছেঁটু করে হাই তুলে পিটারকিনেব কাছে গিয়ে তার নাক
চেঁটে দিল।

“বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। সত্যিই দেখছি তুমি আমাব
কথা বুঝতে পার।” বলে সে একটা বিশেষ মুখভঙ্গী করে
মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে বেড়ালের দিকে তাকাল।

আর থাকতে না পেরে জ্যাক এত জোরে হেসে উঠল
যে বেড়ালটা একবাব তার দিকে ফিরেই ছুটে পালিয়ে
গেল।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে পিটারকিন বলল, “উঃ, এমন
করে ভয় পাইয়ে দিতে আছে?”

“কি করব, খাবার সময় হয়ে গেল যে! তোমাকে আর
তোমার পুসিকে আর কতক্ষণ না থাইয়ে রাখব বল?”

পিটারকিন ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও
বুঝলাম, এ অবস্থায় আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় সে
অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েছে। যাই হোক, এ প্রসঙ্গ তুলে
ওকে আর লজ্জায় ফেললাম না।

—বারো—

পরদিনই আমরা আমাদের নৌকোয় কবে পেঙ্গুইন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রবাল-প্রাচীরের ওপরে লাফিয়ে পড়া বড় বড় টেক্সুলো থেকে অতি কষ্টে নৌকো বাঁচিয়ে অগ্রসর হলাম। কিন্তু যথেষ্ট সাবধানতা সহেও নৌকোয় অনেক জল উঠে গেল। যাই হোক, কোন বকমে সেই ভয়াল তরঙ্গশ্রেণী অতিক্রম করবার পর থেকে আর কোন অস্তুবিধা হয় নি, সমুদ্র তার উদ্বামতা ত্যাগ কবে শান্ত রূপ ধারণ করেছে। সাগর-দোলায় ছুলতে ছুলতে আমাদের নৌকো ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

আমরা যে ভাবে চলেছি, এতে পেঙ্গুইনদের দ্বীপ প্রায় কুড়ি মাইলের পথ। আমাদের দ্বীপের পাশ কেটে কেটে কিছুদূব গিয়ে তাবপৰ যদি প্রবাল-প্রাচীর অতিক্রম করতাম তাহলে অবশ্য দূরত্ব অনেকটা কম হত, কিন্তু সে আমরা পছন্দ কবলাম না। এড্রেকে বেবিয়েও যদি বিপদকে তুচ্ছ না করব, তবে আব আনন্দ কোথায়? অতল সমুদ্রের বুকে যখন আবার পাড়ি দেবার সুযোগ পেয়েছি, সে সুযোগের সম্ভাবনার ভাল করেই কবব।

‘হাওয়া থাকলে বেশ হত।’ জ্যাক বলল।

“সত্যি, যা বলেছ,” বলে দাঢ়টা নামিয়ে রেখে পিটারকিন

କପାଲେର ଘାମ ମୁଛେ ନିଯେ ବଲଲ, “ଦାଡ ଟାନା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ତୁ’ଏକଶୋ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଖୀକେ ଧରେ ସଦି ବଡ଼ ଦଢ଼ି ଦିଯେ ନୌକୋବ ସଙ୍ଗେ ବେଁଧେ ଇଚ୍ଛାମତ ଚାଲାତେ ପାରତାମ ତୋ ଚମକାର ହତ ।”

“କିଂବା ଏକଟା ହାଙ୍ଗରେର ଲ୍ୟାଜେ ଫୁଟୋ କରେ ସଦି ତାତେ ଏକଟା ଦଢ଼ି ବେଁଧେ ନୌକୋବ ସଙ୍ଗେ ବେଁଧେ ଦେଓୟା ଯେତ,—କି ବଲ ? କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯାକ—ଦେଖ ଆମାର ଇଚ୍ଛାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେ ଚଲେଛେ, ବାତାସ ଆସଛେ । ଦାଡ ତୁଲେ ନାଓ ପିଟାରକିନ ! ବ୍ୟାଲ୍ଫ୍କ୍, ମାସ୍ଟର୍ ତୋଲୋ, ପାଲ ଆମି ଥାଟାବ । ହାଲେବ ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖୋ, ବଡ ଉଠିତେ ପାବେ ।” ଜ୍ୟାକ ବଲଲ ।

ଜ୍ୟାକେବ କଥା ଶେଷ ହତେ ନା ହତେଇ ଏକଟା ଘନ ନୀଳ ବେଥୀ ଦିଗନ୍ତେ ଫୁଟେ ଉଠଲ, ଆର ଦେଖିତେ ନା ଦେଖିତେଇ ସମୁଦ୍ରେର ବୁକେ ସଫେନ ତବଙ୍ଗେବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବାଡେବ ପ୍ରବଳ ଝାପଟା ନୌକୋବ ଓପରେ ଏସେ ପଡ଼ଲ । ସେଦିକେ ପେତନ କରେ ପ୍ରଥମ ଝାପଟାଟା କୋନମତେ ସାମଲେ ନିଲାମ । କିଛୁକ୍ଷଣେବ ମଧ୍ୟୋହି ବାଡେବ ବେଗ ଅନେକ କମେ ଗେଲ, ଆବ ଆମରାଓ ପାଲ ତୁଲେ ମହା ଆନନ୍ଦେ ଗନ୍ଧବ୍ୟପଥେର ଦିକେ ଅଗ୍ରମେବ ହଲାମ । କିଛୁଦୂର ଯାବାର ପବ ବାତାସ କମେ ଯେତେ ଆବାର ଆମରା ଦାଡ ଧବଲାମ । ପେଞ୍ଜୁଇନ ଦ୍ଵୀପ ଏଥାନ ଥେକେ ଆର ମାତ୍ର ଏକ ମାଇଲ ।

ପେଞ୍ଜୁଇନ ଦ୍ଵୀପ ଦୃଷ୍ଟିପଥେ ପଡ଼ିତେଇ ପିଟାବକିନ ଚୀଏକାର କବେ ଉଠଲ, “ଏ ସେଇ ସୈନିକେବ ଦଲ । ଦେଖଛ, ସାଦା ପୋଷାକେ ଓଦେର କେମନ ଶୁନ୍ଦର ଦେଖାଚେ ! କିନ୍ତୁ ଓରା ଆମାଦେର କି ମନେ କରବେ, ଜ୍ୟାକ,—ବନ୍ଧୁଭାବେ ନେବେ ତୋ ?”

‘କଥା ବୋଲ ନା ପିଟାରକିନ, ବେଯେ ଚଲ । ଓଥାନେ ଗେଲେଇ ଦେଖିତେ ପାବେ ।’

ଦ୍ଵୀପେର କାହାକାହି ଯେତେ ପେଞ୍ଜୁଇନଦେର ଅନ୍ତୁତ ଚାଲଚଳନ ଦେଖେ ଆମାଦେର ହାସି ପେଲ । ଓଦେର ସକଳକେ ଠିକ ଏକଜାତେର ବଲେ ମନେ ହଲ ନା ; କାରୋ ମାଥାଯ ପାଗଡ଼ିର ମତନ ରଯେଛେ, କାରୋ ମାଥା ସାଧାରଣ ପାଖୀର ମତ । କୟେକଟାର ଆକୃତି ସାଧାରଣ ହଁମେର ଚେଯେ ବଡ଼ ହବେ ନା, କୟେକଟା ଆବାର ପ୍ରାୟ ରାଜହାଁମେର ମତ ବଡ଼ । ଏକଟା ପ୍ରକାଙ୍ଗ ଗ୍ରାଲ୍‌ବାଟ୍ରିସ ପେଞ୍ଜୁଇନଦେର ମାଥାର ଓପରେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଛେ, ତାର ପେହନେ ଅଗ୍ନନ୍ତି ମୌ-ଗାଲ । ଦ୍ଵାଡି ତୁଲେ ରେଖେ ଓଦେର ଲକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲାମ, ଓରାଓ ତାକିଯେ ରଇଲ ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଆମାଦେର ଦିକେ । ଏତକ୍ଷଣେ ବୁଝଲାମ, ଓଦେର ସୈନିକେର ମତ ଦେଖାଯ କେନ । ଓଦେବ ପା ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାର ଓପରେ ଭବ କରେ ଏକେବାରେ ସିଧା, ଶକ୍ତ ହୁଯେ ଦ୍ଵାଡାୟ ବଲେଇ ଦୂର ଥେକେ ଓଦେର ମନେ ହୟ ମୈତ୍ରୀ । ଓଦେବ ମାଥା ସାଧାରଣତଃ କାଲୋ ରଙ୍ଗେର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୁଁଚିଲୋ ଟୋଟ, ବୁକ ସାଦା, ଆବ ପିଠ ନୌଲଚେ । ଓଦେର ଡାନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ—ଏତ ଛୋଟ, ଯେ ଡାନା ନା ବଲେ ବରଂ ମାଛେର ପାଥନା ବଲଲେଇ ଠିକ ବଲା ହବେ । ଜଲେଁସ୍‌ତାର ଦେଉୟାର ସମୟେ ଓରା ଡାନା ଛୁଟୋ ମାଛେର ପାଥନାର ମତି ବ୍ୟବହାର କରେ । ଓଦେର ଛୋଟ ଛୋଟ ପା ଛୁଟୋ ଶରୀବେର ଏତ ପେହନେ ଯେ, ଦ୍ଵାଡାତେ ଗେଲେଁ ଓଦେର ଏକେବାରେ ସିଧା ହୁଯେ ଦ୍ଵାଡାତେ ହୟ । ପାଖୀଙ୍ଗଲୋ ସମସ୍ତରେ ଭୀଷଣ ଚୀତକାର କରଛିଲ । ତାକାତେ ତାକାତେ ମନେ ହଲ, ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେନ କୟେକଟା ଚତୁର୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରଯେଛେ ।

“ଦାଡ଼ାଓ ତୋ ଦେଖି, ଏଣ୍ଣଲୋ କି ପାଖି ! ଏରାଓ ନିଶ୍ଚଯ
ଚୀଏକାର କରତେ ଥୁବ ଭାଲବାସେ, ନହିଲେ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ବନବେ କେନ ?”
—ପିଟାରକିନ ବଲଲ ।

ଅବାକ ହୟେ ଦେଖିଲାମ, ଓଣ୍ଣଲୋଓ ପେନ୍ଦୁଇନ, ଛ'ପା ଆର
ଦୁ'ଡାନାୟ ଭର କରେ ଚତୁର୍ପଦେର ମତଇ ହେଟେ ବେଡ଼ାଚେତ୍ତ । ଏକଟା
ମଞ୍ଚ ବଡ଼ ବୁଡ଼ୋ ପେନ୍ଦୁଇନ ଜଳେର ଧାରେ ଏକଟା ପାଥରେର ଓପରେ
ବମେ ଛିଲ, ହଠାତ୍ ଆମାଦେର ଦେଖତେ ପେଯେ ଅବାକ ବିଶ୍ୱାସେ କିଛୁକ୍ଷଣ
ତାକିଯେ ରହିଲ ଆମାଦେର ଦିକେ । ତାରପର କେନ ଜାନିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭୟ ପେଯେ ଝୁପ୍ କରେ ସୋଜା ସମୁଦ୍ରେର ଜଳେ ପଡେ ଗେଲ । ଏକଟୁ
ପରେଇ ଆବାର ଭେମେ ଉଠିଲ, ତାରପର ଆବାର ଡୁବ । କିଛୁକ୍ଷଣ
ପରେ ଏତ ବେଗେ ଜଳେର ଓପରେ ଫୁଁଡ଼େ ଉଠିଲ ଯେ ଜଳ
ଥେକେଓ ଅନେକଟା ଉଚୁତେ ଉଠେ ଆବାର ଝୁପ୍ କରେ ଜଳେ ପଡେ
ଏକେବାରେ ତଲିଯେ ଗେଲ । ଏମନ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପାର କଥନୋ ଦେଖିନି ।
ମାଛେର ପକ୍ଷେ ଏରକମ ଲକ୍ଷକାମ୍ପ ହୟତ ସନ୍ତ୍ଵନ ହତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ
କୋନ ପାଖି ଯେ ଜଳେ ଏମନ କସରଣ ଦେଖାତେ ପାରେ, ଏ ଆମରା
କଲାନାଓ କରତେ ପାରିନି ।

ଏକଟା ପେନ୍ଦୁଇନେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହଲ । ତାର
ଲ୍ୟାଜେର ତଳାୟ କି ଯେନ ରଯେଛେ ! ଭାଲ କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ
ବୁଝିଲାମ, ଲ୍ୟାଜେର ନୀଚେ ଏକଟା ଡିମ ନିଯେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ପାଖିଟା
ସମୁଦ୍ରେର ତୀର ଧରେ ଏଗିଯେ ଚଲେଛେ । ଆରା କଯେକଟା ପେନ୍ଦୁଇନକେ
ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ ଦେଖା ଗେଲ । ପରେ ଜାନତେ ପେରେଛିଲାମ ଏ ଏକ
ଧରଣେର ପେନ୍ଦୁଇନ, ଏରା ଏଭାବେଇ ଏଦେର ଡିମ ବୟେ ନିଯେ ବେଡ଼ାଯ ।

ଏଦେର ଲ୍ୟାଜ ଆର ପାଯେର ମାଝାମାଝି ଜାଯଗାଯ ଏତାବେ ଡିମ ବଯେ ନିଯେ ଯାବାର ଉପଯୋଗୀ ଏକଟା ଗର୍ତ୍ତ ମତନ ଆଛେ । ପେଞ୍ଚୁଇନଦେବ ମଧ୍ୟେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଛେ ଦେଖିଲାମ । ପ୍ରତୋକେର ଜଣ ଖାନିକଟା କରେ ଜାଯଗା ବଯେଛେ ଭାଗ କବା, ତାବା ସେଥାନେ ପାଯଚାବି କବେ । ଓଦେବ ବାଚାଦେର ଖାଓସାବାବ ଧବଣ୍ଡ ଭାରି ମଜାର ।

“ଦେଖ ଦେଖ ବୁଡୀ ପେଞ୍ଚୁଇନଟା କି ଶୟତାନ, ଦିଯେଛେ ବାଚାଟାକେ ଜଲେ ଫେଲେ ! ଉଃ, ମା ହୟେ କି କବେ ଏତ ନିଷ୍ଠବ ହୟ !” କନ୍ଦମ୍ବରେ ପିଟାରକିନ ବଲଲ ।

ବ୍ୟାପାବଟା ଦେଖେ ଅବଶ୍ୟ ସତିଇ ତାଇ ମନେ ହୟ । ବୁଡୀ ସତ ତାବ ବାଚାକେ ଜଲେ ନାମତେ ଇସାବା କରାଛେ, ତତଃ ସେ ବୈକେ ବସାଇଛେ । ତଥନ ବୁଡୀଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାବ ପେଛନେ ଗିଯେ ଖୁବ ଆସ୍ତେ ଠେଲତେ ଠେଲତେ ତାକେ ଜଲେର କାଛେ ନିଯେ ଗେଲ, ତାବପବେ ହଠାଏ ଏକ ଆଚମକା ଧାକ୍କା ଦିଯେ ତାକେ ଜଲେ ଫେଲେ ଦିଲ । ଆକର୍ଷାକ କବତେ କବତେ ବାଚାଟା ପ୍ରାଣପଣେ ଡାଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବେ ପା ଛୁଁଡ଼ତେ ଲାଗିଲ । ପବେ ବୁଝେଛିଲାମ, ପେଞ୍ଚୁଇନ-ମା ଏତାବେ ତାଦେର ବାଚାଦେବ ସାଂତାବ ଶେଖାଯ ।

ଆବ ଏକ ଅନ୍ତୁତ ବ୍ୟାପାବ ଦେଖେ ନା ହେସେ ଥାକତେ ପାବଲାମ ନା । ଗୋଟା ବାବୋ ପେଞ୍ଚୁଇନ ଅନ୍ତୁତଭାବେ ଲାଫାତେ ଲାଫାତେ ଢାଲୁ ଦିଯେ ସମୁଦ୍ରେବ ଦିକେ ଯାଇଲ । କତଞ୍ଚିଲୋ ଠିକ ଚଲେ ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ବାକୀଗୁଲୋ ଟାଲ ସାମଲାତେ ନା ପେରେ ଗଡ଼ାତେ ଗଡ଼ାତେ, ଡିଗବାଜି ଖେତେ ଖେତେ ସମୁଦ୍ରେର

দিকে অগ্রসর হতে লাগল। জলে পড়েই আবার তাবা বেশ নিজেদের সামলে নিল।

এই অন্তুত পাখীদের চালচলন দেখে পিটারকিন গম্ভীরভাবে বলল, “আমার কি মনে হয় জান? পাখীগুলো সব পাগল, একেবাবে বন্ধ পাগল। আর এ দ্বীপটাও মোটেই স্ববিধের নয়, নিশ্চয়ই ভুতুড়ে দ্বীপ! তাই আমি বলি কি, আমরা এঙ্কুনি এখান থেকেই মানে মানে প্রাণ নিয়ে পালাই। তবে তোমরা যদি নেহাঁ দ্বীপে নামতেই চাও তো কয়েকটাকে না ঘায়েল কবে আমরা সহজে প্রাণ দেব না।”

“আমরা দ্বীপেই নামতে চাই।” বলে জ্যাক সজোরে দাঁড় টানতে লাগল। দ্বীপে পৌছে একটা ঢিবিব আড়ালে নৌকে রেখে আমরা দ্বীপে নামলাম। লাঠিসোঁটা সঙ্গে নিতে ভুললাম না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আক্রমণ করা তো দূবের কথা, আমরা কাছে যেতেও ওবা কিছুই কবল না। আবো কাছে গিয়ে ওদেব গায়ে হাত দিলাম। তখন ওবা মুখ ফিবিয়ে বিস্তি দৃষ্টিতে আমাদেব দেখতে লাগল।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই অন্তুত পাখীদেব চালচলন লক্ষ্য কবে ফেবাব পথ ধবলাম। জীবজগতেব সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বয যে এই অন্তুত পেঙ্গুইন পাখী, এ বিষয়ে আমাদেব মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ রইল না।

—তেরো—

একদিন জ্যাক আৱ আমি মাছ ধৰতে যাৰ বলে প্ৰস্তুত হচ্ছি আৱ পিটাৱকিন কাছেই একটা টিবিৰ ওপৱে বসে রোদ পোহাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তাৱ চীৎকাৰে আমৱা ফিৱে দাঢ়ালাম।

“জ্যাক, জ্যাক, রালফ্, পাল,—একটা পাল দেখতে পাচ্ছি। এ, এ দেখ !” বলে অনেক দূৰে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

“তাইত ! আৱে, জাহাজটা দেখতে পাচ্ছি যে !” উত্তেজিত ষৰে জ্যাক বলে উঠল।

আমাদেব তথনকাৰ মনেৱ অবস্থা কথায় প্ৰকাশ কৱা সন্তুষ্ট নয়।

জাহাজটা যদি আমাদেব দৌপৈ এসে থামে, কাপ্তেন নিশ্চয় খুসিমনেই আমাদেৱ নিয়ে যেতে রাজি হবে। তাৱপৰ কোন সভ্যদেশে পৌছে দিলে সেখান থেকে দেশে ফিৱে যাওয়া আমাদেৱ পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না। বাড়ীৰ কথা মনে হতেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এ দৌপ আমাদেৱ যতই প্ৰিয় হোক না কেন, বাড়ী ফেৱবাৰ সামান্যতম সুযোগ পেলেও আমৱা সানন্দে একে ত্যাগ কৱে যেতে প্ৰস্তুত ! কুটীৱেৱ কাছেৱ সবথেকে উচু পাহাড়টাৰ ওপৱে উঠে

উদ্বেগিত হৃদয়ে জাহাজের অপেক্ষায় রইলাম। জাহাজটা সোজা আমাদেব দ্বীপের দিকেই আসছে।

জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমরা জামা খুলে ইসাবা করতে লাগলাম। প্রবাল-প্রাচীবের কাছাকাছি এসে জাহাজটা থামল, তাবপৰ একটা নৌকো নামিয়ে দিল। বুবলাম, ওদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। হঠাৎ জাহাজের মাস্তলে একটা পতাকা উঠল, অব খানিকটা সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল একপাশ দিয়ে। ওদেব উদ্দেশ্য ভাল করে বোঝবাব আগেই একটা কামানের গোলা আকাশ বাতাস কঁাপিয়ে ছুটে এসে কতকগুলো নবিকেল গাছ ধৰংস কবে চৰ্ণ-বিচৰ্ণ হয়ে চাবিদিকে ঢড়িয়ে পড়ল।

আতঙ্কে মুহামান হয়ে দেখি, জাহাজের পতাকাটা কালো বঙ্গের; একটা মড়ার মাথা, আৱ ছটো হাড় তাতে ঝাঁকা রয়েছে। অবাক বিশ্বায়ে পৰম্পৰের মুখ-চাওয়া-চায়ি করতে করতে ‘জলদস্তা’ শব্দটা আপনা হতেই আমাদেব মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল।

“কি হবে,” নৌকোটাকে কাছে আসতে দেখে পিটাবকিন বলে উঠল, “একবাব যদি ওবা আমাদের পায়, হয় হাঙবেব মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখবে, নয়ত আমাদেরও জলদস্তাতে পবিণত কববে।”

কোন উপায় মনে না পড়ায় জ্যাকের দিকে তাকালাম। ছ'হাত যুক্ত করে একমনে কি ভাৰছে সে মুখে গভীৰ

ଡରେଗେର ଛାଯା । “ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଆହେ,” ପିଟାରକିନେର ଦିକେ ଫିରେ ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “କିନ୍ତୁ ବୋଧହୟ ତାର ଦରକାର ହବେ ନା । ଓରା ସବୁ ଆମାଦେର ଧରତେ ଚାଯ ତୋ ସାରା ଦ୍ଵୀପଟୀ ଚଷେ ଦେଖିବେ । ଯାଇ ହୋକ, ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏମୋ ।”

ହଠାତ୍ ଥେମେ ଗିଯେ ଏକଟା ଘୁବ ପଥ ଧରେ ଆମରା ତାର ସଙ୍ଗେ ସେଥାନେ ଫୋୟାରାର ମତ ଜଳ ଓଠେ ସେଇ ପାଥରଟାର କାହେ ଗେଲାମ । ଗାଛପାଲାର ଫାଁକ ଦିଯେ ତାଦେର ନୌକୋଟା ଦେଖା ଗେଲ, ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି । ନୌକୋ ସବେ ତୀବ୍ର ଲେଗେଛେ । ସମ୍ବେଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକଳେ ନେମେ ପଡ଼େ ସାରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଆମାଦେର କୁଟୀରେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଗେଲ ।

କରେକ ସେକେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟେଇ ଆବାରତାରା ତାଦେବ ନୌକୋର ଦିକେ ଫିରେ ଗେଲ । ତାଦେର ଏକଜନ ଆମାଦେର ବେଡ଼ାଲଟାର ଲ୍ୟାଙ୍କ ଧରେ ତାକେ ବନ୍ଦନ୍ କବେ ମାଥାବ ଉପବେ ଘୋରାତେ ଘୋରାତେ ଆସଛିଲ । ଜଲେର କାହେ ଏମେ ସଜୋବେ ବେଡ଼ାଲଟାକେ ଅନେକ ଦୂରେ ସମୁଦ୍ରେ ମଧ୍ୟେ ଛୁଡେ ଫେଲେ ଦିଲ । ତାରପବ ସଞ୍ଚୀଦେବ କାହେ ଫିରେ ଗିଯେ ବାସ୍ତଭାବେ କି ସବ ବଲତେ ଲାଗଲ ।

“ଆମାଦେବ ଭାଗୋ କି ଆହେ ବୁଝନ୍ତେଇ ପାବୁଛ ବୋଧହୟ,” ତେତୋ ଗଲାଯ ଜ୍ୟାକ ବଲଲ । “ନିଛକ ଖେଲାର ଛଲେ ଯାରା ଏକଟା ନିରୀହ ବେଡ଼ାଲକେ ଏଭାବେ ମାରତେ ପାରେ, ମାନୁଷ ମାରାଓ ତାଦେର କାହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ! ଆମାଦେର ଏଥି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଚ୍ଛେ ଶୁଦ୍ଧମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଶୁହାୟ ଗିଯେ ଆଶ୍ରଯ ନେଇଯା ।”

“ଅନ୍ଧକାର ଶୁହା ! ତାହଲେ ଆମାର କୋନ ଆଶାଇ ନେଇ ।

প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত জলদশ্যুরাও যদি একসঙ্গে আমাকে
তাড়া করে তাহলেও আমি ও শুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুবে যেতে পারব না।”
করুণ স্বরে পিটারকিন বলল।

“না পিটারকিন, আমরা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব। তুমি
গুধু আমাদের ওপরে বিশ্বাস রাখ।” আমি বললাম।

ইতিমধ্যে জলদশ্যুরা চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দ্বীপটো
বিরে ফেলবার চেষ্টা করছে।

অত্যন্ত গন্তব্য স্বরে জ্যাক বলল, “দেখ পিটারকিন, আব
সময় নেই, এখনি তোমাকে মনস্থিব করতে হবে। হ্য তুমি
আমাদের সঙ্গে অঙ্ককাৰ গৃহায যাবে, নয়ত আমবাও তোমাৰ
সঙ্গে মৃত্যুকে মৱণ কৰে নেব।”

“না ভাই জ্যাক, তা কোব না। তোমবা ঢুজনে অঙ্ককাৰ
গৃহায চলে যাও, আমি থাকি। অতি সামান্য মানুষ বলে ওৱা
হয়তো আমাকে না-ও হত্যা কৰতে পাৰব।”

“না, তা হ্য না”, দৃঢ়স্বরে জ্যাক বলে উঠল। তাৰপৰ
একটা লাঠি তুলে নিয়ে বলল, “ব্যালফ, আমাদেৰ এবাৰে
ওদেৰ সম্মুখীন হতে হবে। ওদেৰ বৈশিষ্ট্য হল, ওৱা ছেড়ে বথা
কয না। যে কয়জন আমাদেৰ দিকে অগ্ৰসৱ হয়ে আসছে
তাদেৱ যদি কাৎ কৱতে পাৰি তো কিছুক্ষণেৰ জন্মও অন্ততঃ
বনেৱ মধ্যে আঞ্চলিক কৰা সন্তুষ্ট হবে।”

“কিন্তু ওৱা যে পঁচজন! না, আমাদেৰ কোন আশাই
নেই।” আমি বললাম।

“ବେଶ, ତାହଲେ ତୋମାଦେର କଥାଟି ଥାକ,” ଜ୍ୟାକେର ହାତ ସଜୋରେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ କୁପତେ କୁପତେ ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ,
“ଆମରା ଅନ୍ଧକାର ଗୁହାତେଇ ଘାବ !”

ଜଳଦଶ୍ୱରା ଇତିମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ଦେଖିତେ ପେଯେଛେ । ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାତ୍ର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନା କରେ ଜ୍ୟାକ ଆର ଆମି ପିଟାରକିନେର ଛ'ହାତ ଚେପେ ଧରିଲାମ । “ଥୁବ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଥାକୋ, ଏକଟୁଓ ନଡ଼ାଚଡ଼ା ନଯ । ନତୁବା ଆମାଦେର ବାଁଚବାର କୋନ ଉପାୟ ଥାକବେ ନା ।” ଜ୍ୟାକ ବଲଲ ।

ପିଟାରକିନ କୋନ ଉତ୍ତର କରିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖେର ଭାବେ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ, ମେ ନିଜେକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କବେ ନିଯେଛେ । ଜଳଦଶ୍ୱରା ଏକଟା ଟିବିର ଆଡ଼ାଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେଇ ପିଟାରକିନକେ ନିଯେ ଆମବା ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲାମ । ବୀରେର ମତ ପିଟାବକିନ ଆମାଦେଲ ହାତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁସମର୍ପନ କବଲ, ଏକଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନଡ଼େ ଅତି ସହଜେଇ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଶୁଡଙ୍ଗପଥ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଲ ।

ବ୍ୟସ, ଆର କୋନ ଭୟ ନେଇ । ତିନଙ୍ଗନେ ତିନଟେ ପାଥରେବ ଓପରେ ବସେ ବିଞ୍ଚାମ କରିତେ ଲାଗିଲାମ ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେ ପିଟାବକିନ ବଲଲ, “କିନ୍ତୁ ଜଳଦଶ୍ୱରା ଯଦି ଏହି ଦ୍ଵୀପେ ସମସ୍ତ କରିବେ ଠିକ କରେ ଥାକେ ?”

‘ନା, ମେ ଭୟ ନେଇ,’ ଜ୍ୟାକ ବଲଲ । “ଏକ ଜାଯଗାଯ ବେଶୀଦିନ ଥାକା ଓଦେର ଧାତେ ପୋଷାଯ ନା । ଜଳଇ ଓଦେର ସବ-ବାଡ଼ୀ, ଓଦେର ପ୍ରାଣ । ବଡ଼ ଜୋର ଛ'ଦିନ, ତାର ବେଶୀ କିଛୁତେଇ ଓରା ଥାକବେ ନା ।”

“କିନ୍ତୁ ଏই ହ'ଦିନ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହାୟ ଅନାହାରେ କିମ୍ବା କରେ ଥାକବେ ?”

“ନା ପିଟାରକିନ, ମେ ଭାବନା ଓ ନେଇ । ର୍ୟାଲ୍‌ଫ୍ ଆର ଆମି ଏଇ ଆଗେ ସଥନ ଏଥାନେ ବେଡ଼ାତେ ଆସତାମ, ପ୍ରାୟଇ କିଛୁ ଫଳମୂଳ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଆସତାମ । ନିତାନ୍ତ ଖେଳ ବଶେଇ ଆମବା ତା କରତାମ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ଦେଖ, ତାତେଇ ଆମବା ଏ ଯାତ୍ରା ରଙ୍କା ପେଯେ ଯାଚି ।”

ପବିଷ୍ଟା କବେ ଦେଖିଲାମ, କୃଟିଫଲ ଆର ନାବକେଳଗୁଲୋ ବେଶ ଟାଟିକାଇ ଆଛେ ।

ଭୋଜନପର୍ବତ ଶୈଶ କବେ ଆମବା ଫିସଫିସ କବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲାତେ ଜାଗିଲାମ । ଯେ କୃଣ ଆଲୋୟ ଗୁହା ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଯେଛିଲ, ତାଓ କ୍ରମେ ମିଲିଯେ ଗେଲ । ବୁଝିଲାମ ରାତ୍ରି ଆସଛେ । ନିଦ୍ରାଦେବୀର ଆବାଧନାୟ ଆମବା ମେଇ ସାଁତସେତେ ଗୁହାୟ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲାମ ।

ଘୁମ ଭେଟେ ଉଠିଲେ ମେଇ କୃଣ ଆଲୋ ଆବାବ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ, ବୁଝିଲାମ, ସକାଳ ହେଯେଛେ । କିନ୍ତୁ କତ ବେଳା ହେଯେଛେ, ଆନ୍ଦାଜ କରତେ ପାରିଲାମ ନା ।

ଜ୍ୟାକ ବଲଲ, “ଯାଇ ଏକବାର ଦେଖେ ଆସି କି ଅବଶ୍ୟା ।”

“ନା ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ବିଶ୍ରାମ କର, କଦିନ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରେଛେ । ବରଂ ତୁମି ପିଟାରକିନକେ ଆଗଲେ ବାଥ, ଆମି ଦେଖେ ଆସି ଜଲଦଶ୍ୱରା କି କରଛେ । ଭୟ ନେଇ, ଆମି ଥୁବ ସାବଧାନେ ଯାବ । ଶିଗଗିରଇ ତୋମରା ଆମାର କାଛେ ସବ ଖବର ପାବେ ।”

“ବେଶ, ତାଇ ହୋକ । କିନ୍ତୁ ଦେଖୋ, ବେଶୀ ଦେଇ କରୋ ନା । ଆର ହଁଏ, ସମ୍ଭବ ହଲେ କଯେକଟା ନାରକେଳ ଏନୋ ।”

“ଖୁବ ସାବଧାନ କିନ୍ତୁ,” ପିଟାରକିନ ବଲଲ, “ଜଲଦଶ୍ୟରା ନିଶ୍ଚଯିଇ ଏତକ୍ଷଣେ ଆମାଦେର ତମ୍ଭତମ୍ଭ କରେ ଖୁଁଜଛେ ।”

“କୋନ ଭୟ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଥାକୋ ।” ବଲେଇ ଆମି ଜଲେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲାମ । ଓପାରେ ଉଠେ ଖୁବ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାରିଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖିଲାମ, କିନ୍ତୁ କାହେପିଠେ କାଉକେ ଦେଖା ଗେଲ ନା । ଗୁଁଡ଼ି ମେରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓପରେ ଉଠିଲେ ଲାଗିଲାମ । ଖାନିକଟା ଓପରେ ଏସେ ସମୁଦ୍ରେ ଦିକେ ତାକାତେ ଦେଖି, ଜଲଦଶ୍ୟଦେର ଜାହାଜଟା ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଦୂରେ ମିଲିଯେ ଯାଚେ । ଏହି ଦେଖେଇ ଆନନ୍ଦେ ଚାଁକାର କରେ ଉଠିଲାମ, ଇଚ୍ଛା ହଲ ଏଥିନି ଫିରେ ଗିଯେ ବନ୍ଧୁଦେର ସଂବାଦଟା ଜାନାଇ ।

ପରକ୍ଷଣେଇ ମନେ ହଲ, ତାର ଆଗେ ନିଶ୍ଚଯ କରେ ଜାନା ଦରକାର, ଏ ମେହି ଜାହାଜଟାଇ କିନା । ଏହି ମନେ କରେ ଏକଟା ଛୋଟ ପାହାଡ଼େବ ଓପରେ ଉଠିଲେ ଲାଗିଲାମ । ହଁଏ, ଏ ମେହି ଜାହାଜଟାଇ ବଟେ । ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ ମେଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ସ୍ଵସ୍ତିର ନିଃଖାସ ଫେଲିଲାମ । “ନିଜେର ଅଞ୍ଚାତେଇ ଚାଁକାର କରେ ଉଠିଲାମ, “ଏ ଜାହାଜଟା ଚଲେ ଯାଚେ । ହଁଏ, ଏବାରକାର ମତ ଅନୁତଃ ଶିକାର ଶୟତାନଦେର ଫାକି ଦିଯେଇ ।”

“ଅଟଟା ନିଶ୍ଚଯ ହୋଯା କି ଠିକ ହଲ ?” ହେଡେ ଗଲାଯ ଆମାର ପାଶ ଥେକେ କେ ଏକଜନ ବଲେ ଉଠିଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଟା ବଲିଷ୍ଠ ହାତ ଆମାର କୁଣ୍ଡଳେ ଚେପେ ବସେ ଗେଲ ।

—চৌদ—

আতঙ্কে আমার সর্বশব্দীব হিম হয়ে এস। ফিরে তাকিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড, ভীষণদর্শন লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে বিজ্ঞপেব হাসি। লোকটি যুবোপীয় হলেও রোদে পুড়ে পুড়ে তার মুখের রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছে। তার সাজ-সজ্জা সাধাৰণ নাবিকের মতই, বিশেষত্বের মধ্যে কেবল মাথায় গৌস-দেশীয় এক রকম টুপি, আৰ কোমৰে অত্যন্ত দামী সিঙ্কেব শাল, তাতে ছুজোড়া পিস্তল আৰ একটা খুব ভাবী ভোজালিব মত অন্ত। তার গোফ-দাঢ়িও মাথাৰ চুলেৰ মতই ছোট ছোট, কোকড়ানো।

“হ্র ! শিকাব তাহলে শয়তানদেব ফাকিই দিয়েছে, কেমন ? আমাৰ কাঁধটা আবো জোবে চেপে ধৰে তাচ্ছিল্যেৰ হাসি হেসে মে বলল, “বেশ বেশ ! আচ্ছা, ওদিকে তাকাও তো ?”
বলে জলদস্ত্বাটা তীক্ষ্ণ স্বরে শীষ দিয়ে উঠল। দুয়েক সেকেণ্টেৰ
মধ্যেই তাৰ প্ৰত্যন্তব এল, আৰ জলদস্ত্বাদেৱ নৈংকোটাও সঙ্গে
সঙ্গে ঘুৱে আবাৰ দীপেৰ দিকে মুখ কৱল। “যাও, ওখানে
গিয়ে বেশ বড় কৱে আগুন জ্বালো। পালাৰ চেষ্টা কৰলেই
এমন এক দৃত পাঠাৰ, যে কখনো দেবি বা ভুল কৱে না।”
বলে মে তার পিস্তল দেখিয়ে দিল।

পকেটেৱ কাঁচটা দিয়ে বিনা বাক্যব্যায়ে আগুনেৰ স্ফুটি

କରଲାମ । ଆଣୁନ୍ଟା ଭାଲ କରେ ଜଲେ ଉଠିତେ ନା ଉଠିତେଇ ଏକଟା କାମାନେର ଗର୍ଜନ ଶୋନା ଗେଲ । ଫିରେ ତାକିଯେ ଦେଖି, ଜାହାଜଟା ସ୍ଥିପେର ଦିକେ ମୁଖ ଫିରିଯେଛେ । ଏତକ୍ଷଣେ ବୁଝଲାମ, ଏ ଓଦେର ଏକ ରକମ ଚାତୁରୀ । ଯାତେ ଆମରା ମନେ କରି ଜାହାଜଟା ଚଲେ ଗେଛେ, ସେଜଣ୍ଡ ଜାହାଜଟାକେ ଏକଟୁ ଦୂରେ ସରିଯେ ନିଯେ ଗିଯେଛିଲ । ଯାଇ ହୋକ, ଏଥିନ ଆର ଛୁଃଥ କରେ ଲାଭ ନେଇ । ମୁକ୍ତିଲାଭର ସାମାଜିକମ ସୁଯୋଗ ଯେ ଏରା ଆମାକେ ଦେବେ ନା, ଏ ବେଶ ଭାଲ କରେଇ ବୁଝଲାମ । ଜଲଦଶ୍ୟଟାର ପାଶେ ଦାଡ଼ିଯେ ନୌକୋ ଥେକେ ନେମେ ଆସା ନାବିକଦେର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରତେ କରତେ ହଠାତ୍ ମନେ ହଲ, ଛୁଟେ ଗିଯେ ଜଲେ ଝାଁପିଯେ ପଡ଼ି । କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣେଇ ଚିନ୍ତା କବେ ଦେଖିଲାମ, ତା ସନ୍ତ୍ଵବ ନଯ, କାରଣ ଜଲେର ଧାରେ ପୋଛବାବ ଆଗେଇ ଓଦେର ହାତେ ପଡ଼େ ଯାବ ।

ମତଲବେବ ସାଫଲ୍ୟେର ଜଣ୍ମ ଓଦେବ ମଧ୍ୟେ ବେଶ ଏକଟୁ ହାସାହାସି ଚଲତେ ଲାଗଲ । ଯେ ଜଲଦଶ୍ୟର ହାତେ ଧରା ପଡ଼େଛିଲାମ, ଓବା ତାକେ କାଣ୍ଡେନ ବଲେ ସମ୍ବୋଧନ କରଲ । ଲୋକଗୁଲୋର ଚେହାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା ଧରଣେର; କଷକ ଦାଡ଼ି ଗୋଫେ ସାରା ମୁଖ ଭଣି, କପାଲେ ଅକୁଟିର ରେଖା । ପୋଷାକ ପରିଚିନ୍ଦନ ତାଦେର କତକଟା କାଣ୍ଡେନେଇ ମତ । ଓଦେର ଚେହାରାର ମଧ୍ୟେ ଯେ ନୃଶଂସତା ଫୁଟେ ଉଠେଛିଲ ତା ଦେଖେ ଏଟିକୁ ବେଶ ବୁଝଲାମ, ଓଦେର କାହେ ଆମାବ ଜୀବନେର ମୂଲ୍ୟ ଏକ କାନାକଡ଼ିଓ ନଯ ।

ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଏକଜନ ଚୀଏକାର କରେ ଉଠିଲ, “ବାକି ଛୋଡ଼ାଗୁଲୋ କୋଥାଯ ?” ବଲେ ସେ ଏମନ ଏକଟା ଶପଥ କବେ

বসল যে আমি শিউরে উঠলাম,—‘অন্ততঃ তিনটে যে ছিল, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।’

“এই ছোড়া, কথা বল। বাকী কুকুরগুলো কোথায়?”
কাণ্ডেন জিজ্ঞাসা করল।

নৌচু গলায় বলাম, “আমার সঙ্গীদের কথা জিজ্ঞাসা করছ? সে আমি বলব না।”

আমার এই উত্তর শুনে বিকট হাসিতে সকলে ফেটে
পড়ল।

কাণ্ডেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমাব দিকে তাকিয়ে রইল,
তাবপর কোমর থেকে একটা পিস্তল ধের কবে আমার দিকে
তুলে ধরে বলল, “দেখ হে ছোকরা, বাজে নষ্ট কববাব মত সময়
আমার নেই। সব খবব যদি এখনি না খুলে বল তো তোমাব
মাথাৰ ঘিলু উড়িয়ে দেব। কোথায় তোমাব সঙ্গীবা?”

কিংকর্ত্বব্যবিগৃঢ় হয়ে এক মুহূৰ্ত ইত্ততঃ কবতে লাগলাম।
হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ওৱ মুখেৰ কাছে ঘুসি
পাকিয়ে বললাম, “শয়তান, ঘিলু উড়িয়ে দিলে তো তাড়াতাড়ি
সব শেষ হয়ে যাবে, সে আৱ এমন কি কষ্ট? ডুবিয়ে
মাৱলে বৱং তাৰ থেকে অনেক বেশীক্ষণ কষ্ট পাৰ! তবু
তোমাকে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি যদি আমাকে এই
উঁচু পাহাড়েৰ ওপৰ থেকেও জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তবুও
আমার সঙ্গীদেৱ সম্বন্ধে কোন কথাই তোমাকে বলব না। চাও
তো চেষ্টা কৰে দেখতে পার!”

একথା ଶୁଣେ ଜଲଦଶ୍ୟର ମୁଖ କ୍ରୋଧେ ରକ୍ତଶୂନ୍ଘ ହୟେ ଗେଲା ;
এକଟା ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରେ ବଲଲ, “ବଟେ ! ଏହି, ନିୟେ ଯା ତୋ ରେ
ଏଟାକେ, ଠ୍ୟାଂ ଧବେ ଗଭୀର ଜଲେ ଛୁଁଡ଼େ ଫେଲେ ଦିୟେ ଆଯ ।”

ଆମାର ଛଃସାହସ ଦେଖେ ଅଞ୍ଚାନ୍ତ ଜଲଦଶ୍ୟରା ଅଭ୍ୟାସ ଅବାକ
ହୟେ ଗିଯେଛିଲ, କାଣ୍ଡେନେର ହୁକୁମେ ଏଥନ ତାରା ଆମାକେ ଉଚୁ
ପାହାଡ଼ଟାର ଦିକେ ନିୟେ ଯେତେ ଲାଗଲ । ଆମାର ମତଲବ ଏତ
ସହଜେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ହଚ୍ଛେ ଦେଖେ ମନେ ମନେ ନିଜକେ ଧନ୍ତବାଦ ଦିଲାମ ।
ଏକବାବ ଏଦେର ହାତ ଏଡ଼ିଯେ ଜଲେ ପଡ଼ିତେ ପାରଲେ ଆମି ନିର୍ବିଷେ
ଆବାର ବନ୍ଧୁଦେର ସଙ୍ଗେ ମିଲିତେ ପାରବ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ସମସ୍ତ ଆଶା
ନଷ୍ଟ କରେ ଦିୟେ କାଣ୍ଡେନ ହଠାତ୍ ଚାଁକାର କରେ ଉଠିଲ, “ଥାମ୍ରେ ଥାମ୍ !
ହାଙ୍ଗବେ ମୁଖେ ଦେବାର ଆଗେ ଓକେ ଏକଟୁ ଶିକ୍ଷା ଦିୟେ ଦେବ । ଓକେ
ନୌକୋଯ ତୋଲ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କର, ବେଶ ବାତାସ ବହିଛେ ।”

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓବା ଆମାକେ କୌଧ ପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଉଚୁ କରେ ତୁଲେ
ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନୌକୋବ କାହେ ଏଲ । ତାବପବ ଦଢ଼ାମ କରେ ଏତ
ଜୋରେ ଆମାକେ ନୌକୋର ମଧ୍ୟେ ଫେଲେ ଦିଲ ଯେ ମନେ ହଲ, ଆମାବ
ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ସବ ଗୁଁଡ଼ିଯେ ଗେଛେ ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ନିଷ୍ଠକ ହୟେ ପଡ଼େ ଥାକବାର ପର କରୁଇତେ ଭର କବେ
ଉଚୁ ହୟେ ତାକାତେ ଦେଖିଲାମ, ନୌକୋ ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଜାହାଜଟାବ
ଦିକେ ଏଗିଯେ ଚଲେଛେ । ଏଟଟକୁ ମାତ୍ର ଦେଖେଛି, ଏମନ ସମୟେ
କେ ଏକଜନ ଆମାର କୋମବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲାଥି ମେବେ ଜାହାଜେ ଉଠିତେ
ବଲଲ ।

ଜାହାଜେ ଉଠିଲାମ । ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହୟେ ଦେଖିଲାମ, ଜାହାଜେ ଗୋଲା-

গুলির কোন সংঠাম নেই, আর আকৃতিতেও তা বরং বাণিজ্য-জাহাজেরই মত, ঠিক জলদস্যুর জাহাজের মত নয়। জাহাজের সর্বাঙ্গীন পরিচ্ছন্নতা আমাকে বিশ্বিত করল। দেখলেই মনে হয়, এ জাহাজ রীতিমত সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, জলদস্যদের পরিচ্ছন্দ একরকমের হলেও কাপ্টেন ভিন্ন কারো সঙ্গেই কোন অন্তর্পাতি থাকে না। কাপ্টেনও শুধু তার ভোজালিটা আর একটামাত্র রিভলভার সঙ্গে রাখে। তার চেহারার ভয়াবহতা ছাড়াও আর যেজন্য কাপ্টেনকে অন্যান্য নাবিকদেব থেকে স্বতন্ত্র মনে হয় সে হল তার অনমনীয় দুঃসাহস। এবং এবই বলে সে তার সঙ্গীদের ওপরে আধিপত্য করে আসছে। কাপ্টেনের ওপরে আন্তরিক বিদ্বেষ সত্ত্বেও নাবিকেরা নিজেদের স্ববিধাব জন্মই তাকে কাপ্টেন বলে মনে নিয়েছে।

আবাব আমার সঙ্গীদের কথা মনে পড়ে গেল। পেবাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাব ছ'গাল বেয়ে অঝোবধাবে অঙ্গ গড়াতে লাগল।

“কিৱে একগুঁয়ে ছোঁড়া, এবার তাহলে কান্না শুক কৱেছিস ?” আমার কাছে এগিয়ে এসে সজোরে কানে এক ঘুসি লাগিয়ে কাপ্টেন বলে উঠল, “ঢাখ, এসব প্যান্প্যানানি আমার জাহাজে চলে না। তাই বলছি, এখনো যদি কান্না না থামাস তো খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।”

এই দুর্ব্যবহারে রাগে আমার সর্বাঙ্গ ছলে উঠল। কিন্তু

ଭେବେ ଦେଖିଲାମ, ଏକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ନିତାନ୍ତ ମୁଖରୀତା ଭିନ୍ନ ଆର କିଛୁଇ ନଯା । ତାହିଁ ବିନା ବାକ୍ୟବ୍ୟାସେ ପକେଟ ଥେକେ କମାଳ ବେର କରେ ଚୋଥ ମୁହଁଲାମ ।

“ଆମାର ତୋର ସମ୍ବନ୍ଧକେ ଅନେକ ଭାଲ ଧାରଣା ଛିଲ । ଯାଇ ହୋକ, ତୋକେ ଆମି ଶୋଧରାବଇ ଶୋଧରାବ, ଆର ଯଦି ନା ପାରି ତୋ ହ’ଏକ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ଫେଲେ ଦେବ ହାଙ୍ଗରେର ମୁଖେ । ନୀଚେ ଚଲେ ଯା, ସତକ୍ଷଣ ନା ଡାକବ ଓପରେ ଆସବି ନା ।”

ଓର କଥାମତ ନୀଚେ ନେମେ ଯେତେ ଯେତେ ହଠାତ୍ ଦେଖି, ମାନ୍ଦୁଲେର ଧାରେ ଏକଟା ଛୋଟ ପାତ୍ରେର ଓପରେ ଲେଖା ରଯେଛେ, “ବାରତଦ” । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଟା ମତଲବ ମାଥାଯ ଖେଲେ ଗେଲ । ଆମରା ତୋ ହାଓୟାର ବିରକ୍ତକେ ଯାଚିଛି, ଶୁତରାଂ ଯା କିଛୁ ଏଥିନ ଜଳେ ଫେଲେ ଦିଇ ନା କେନ, ଭାସତେ ଭାସତେ ଦୌପେ ଗିଯେ ପୌଛୋନ ଉଚିତ । ସେଇ ସଙ୍ଗେ ଏକଥାଓ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ, ଦୌପେ ଆମାର ବନ୍ଧୁଦେର କାହେ ଏକଟା ପିନ୍ତୁଲାଓ ଆହେ ! ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାତ୍ର ଇତିଷ୍ଠତଃ ନା କରେ ମାତ୍ରଟା ତୁଲେ ନିଯେ ଜଳେ ଭାସିଯେ ଦିଲାମ । ଆମାର ଏଇ କାଣ୍ଡ ଦେଖେ କାପ୍ତେନ ଆର ତାବ ସଙ୍ଗୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୟେ ଗେଲ ।

ଭୌଷଣ ଅଞ୍ଚଭଞ୍ଜୀ କରେ କାପ୍ତେନ ଆମାର କାହେ ଏସେ ଚୀଂକାର କରେ ବଲଲ, “ଓଟା ଫେଲେ ଦିଲି ଯେ ଉଲ୍ଲୁକ ?” ବଲେଇ ମେ ଆମାକେ ଆଘାତ କରବାର ଜଣ୍ଠ ହାତ ତୁଲଲ ।

ସମାନ ଜୋରେ ଚୀଂକାର କରେ ଆମି ଶାସିଯେ ଉଠିଲାମ, “ଆଗେ ମାଥାର ଓପର ଥେକେ ହାତ ନାମିଯେ ନାଓ, ନତୁବା ଏକଟା କଥାଓ ବଲବ ନା ।”

এক ପା ପେଛିଯେ ଗିଯେ ଅବାକ ବିଶ୍ୱଯେ କାଣ୍ଡେନ ଆମାକେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରତେ ଆଗମ ।

“ବେଶ । ଶୋନ ତାହଲେ ଆମି କେନ ଓଟା ଜଳେ ଫେଲେ
ଦିଯେଛି । ଟେଉ ଆର ହାତ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟେ ପାତ୍ରଟା ନିଶ୍ଚଯତ୍ତ ପ୍ରବାଲ-
ଦ୍ୱୀପେ ଗିଯେ ପୌଛିବେ । ମେଥାନେ ଆମାର ବନ୍ଧୁରା ରଯେଛେ ।
ତାଦେର କାହେ ଏକଟା ପିସ୍ତଲ ଆହେ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକଦେବତ୍ତ ଅଭାବ ।
ଆମାର କେବଳ ଛୁଟି ହଜେ ସେ ବାକଦେର ପାତ୍ରଟା ଖୁବ ବଡ଼ ନନ୍ଦ ।—ଆର
�କଟା କଥା ଶୋନ ହେ ଜଳଦନ୍ୟ । ଏକ୍ଷୁନି ତୁମି ବଲଛିଲେ,
ଆମାବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାବ ଅନେକ ଭାଲ ଧାରଣା ଛିଲ । ଆମାର
ନିଜେର ଅବଶ୍ୟ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ନେଇ,
କାରଣ ଓ ନିଯେ କଥନେ ବିଶେଷ ମାଥା ଘାମାଇ ନି । କିନ୍ତୁ
�କଟା କଥା ତୋମବା ଭାଲ କବେଇ ଜେନେ ବାଖୋ,—ଆମି ଯେ-
ମଶଲାଯ ତୈରି, ତେମନ ମଶଲା ଏର ଆଗେ କଥନେ ତୋମାଦେବ
ହାତେ ପଡ଼େନି । ଆର ଆମାକେ ପୋଷ ମାନାତେ ଗେଲେ ଯେ
ପରିମାଣ କ୍ଷମତାର ଦରକାର, ତାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ରର ତୋମାଦେବ ନେଇ ।”

ଅବାକ ହୟେ ଦେଖିଲାମ, କୋଥାଯ ଆମାବ ଓପର କ୍ଷେପେ
ଗିଯେ ଆବାବ ଆମାକେ ପ୍ରହାର ଶୁକ କରବେ, ତାବ ଜାଯଗାଯ ମେ
ଶୁଦ୍ଧ ମୁଢ଼ିହେସେ ଓପରେ ଉଠେ ଗେଲ । ଆମିଓ ନୀଚେ ନେମେ ଗେଲାମ ।

ଆମି ନୀଚେ ଯେତେଇ ସକଳେ ଆମାକେ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କବଲ ।
ଏକଜନ ଆମାବ ପିଠ ଚାପଡେ ବଲଲ, “ବେଶ, ବେଶ ବଲେଛ ।
ଥାଟି ଛେଲେ ତୁମି, ଭବିଷ୍ୟତେ ସଥେଷ୍ଟ ନାମ କରତେ ପାବବେ । ଏହି
ଯେ ବ୍ରାହ୍ମି ବିଲକେ ଦେଖଛ, ଓ-ଓ ସଥନ ପ୍ରଥମ ଏସେଛିଲ, ଠିକ

ତୋମାରିଇ ମତ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଓର ମତ ଥୁଣେ ଏଥିନ ଆମାଦେର ଦଲେ ଆର ଏକଜନଙ୍କ ନେଇ ।”

ଅନ୍ତର ସକଳେଓ ଆମାର ବୀରହେର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରଲ । ‘ବ୍ରାତି ବିଲ’ ବଲେ ଯାର କଥା ପ୍ରଥମ ଲୋକଟୀ ବଲଲ, ତାକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରଲାମ । ସବ ସମୟେ ସେ କେମନ ଗନ୍ଧୀର ଭାବ ଧାରଣ କରେ ଥାକିତ । ଗନ୍ଧୀରା କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ କୋନରକମେ ଛୁଯେକ କଥାଯି ଉତ୍ତର ଦିଯେ ସାରତ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହତେ ପାରତପକ୍ଷେ କୋନ କଥା ବଲତ ନା । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ରାୟାଙ୍କ ସେ ଅନ୍ତର ସକଳେର ଥେକେ ବଡ଼ ; ପ୍ରାୟ କାଣ୍ଡନେର ସମାନ ସମାନ ।

ବାକୀ ବିକାଳଟୀ ନିଜେର ଚିନ୍ତାତେଇ ବିଭୋବ ହୁଯେ ବଇଲାମ । ନିଜେର ହର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମନେ ମନେ ଆଲୋଚନା କରତେ କରତେଇ ବାତି ହୁଯେ ଗେଲ । ଏମନ ସମୟ କାଣ୍ଡନେ ଆମାକେ ଡେକେ ପାଠାଲ ।

କାଣ୍ଡନେର କେବିନ ଦେଖିଯେ ଦିଯେ ଲୋକଟୀ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଏକଟୀ ଛୋଟ ଝପୋର ବାତି ଥେକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋ ଏସେ ସବଟୀ ଆଲୋକିତ କରେ ରେଖେଛେ । ସବଟୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ନା ହଲେଓ ବେଶ ପରିଷାବ ପରିଚନ । ଏକଟୀ ଛୋଟ ଟେବଲେର ଓପରେ ବସେ କାଣ୍ଡନ ପ୍ରଶାସ୍ତ ମହାସାଗରେର ଏକଟୀ ମାନଚିତ୍ର ଲଙ୍ଘ୍ୟ କବଛିଲ, ଆମି ପ୍ରବେଶ କରତେଇ ମୁଖ ତୁଲେ ତାକିଯେ ଆମାକେ ବସତେ ବଲଲ । ତାରପର ପେନ୍‌ସିଲ ନାମିଯେ ରେଖେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲତେ ଲାଗଲ ।

“ତୋମାର ନାମ କି ଖୋକା ?” ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ କାଣ୍ଡନ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ ।

“ର୍ଯାଲ୍ଫ୍ରେଡ଼ ରୋଭାର ।”

“ତୁମି କୋଥା ଥିଲେ ଆସଛୁ, ଓ ଦ୍ୱିପେଇ ବା କି କରେ ଏଲେ ? ତୋମାର କ'ଜନ ସଙ୍ଗୀ ଓଥାନେ ଆଛେ ? ଉତ୍ତର ଦାଓ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ନା ।”

“ଆମି କଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ବଲି ନା ।”

ଶୁଣେ କାଣ୍ଡେନ ବିଜ୍ଞପେର ହାସି ହେସେ ଆମାର ଉତ୍ତରେର ଅପେକ୍ଷାଯ ରହିଲ ।

ତଥନ ଆମି ଓକେ ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାନାଲାମ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାବ ଗୁହାବ କଥା ଖୁବ ସାବଧାନେ ଏଡିଯେ ଗେଲାମ । ଆମାର କାହିଁନାହିଁ ଶେବ ହବାବ ପବତେ ଓ କିଛୁକ୍ଷଣ ଆମାବ ଦିକେ ତାକିଯେ ରହିଲ, ତାବପର ବଲଲ, “ଆମି ତୋମାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ।”

ଆମି କୋନ ଉତ୍ତର କବଲାମ ନା ।

“କିନ୍ତୁ ତୁମି ଏ ଜାହାଜକେ ଜଲଦଶ୍ୟର ଜାହାଜ ମନେ କରଲେ କେନ ?”

“ତୋମାଦେବ କାଲୋ ପତାକା ଦେଖେ । ଆବ ଯଦି ବା ତାତେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ଛିଲ, ତୋମାଦେବ କାହେ ଯେ ବ୍ୟବହାବ ପେରେ ଆସଛି ତା ଥିଲେ ତାଓ ଦୂର ହୟେ ଗେଛେ ।

କାଣ୍ଡେନ ଓ କୁଞ୍ଚିତ କବଳ । କୋନରକମେ କ୍ଷେତ୍ର ଦମନ କବେ ବଲଲ, “ତୁମି ଏକଟୁ ବେଶୀ ହୁଃସାହସୀ । ତୋମାର ପ୍ରତି ଆମରା ହୟତ ଖାବାପ ବ୍ୟବହାବ କବେଛି ; କିନ୍ତୁ ତାବ କାରଣ, ତୁମି ଆମାଦେବ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେଛୁ, ଅନେକ ବାଧା ଦିଯେଛୁ । ଆର, କାଲୋ ପତାକାର କଥା ବଲଛ ? ମେ ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିପେର ଅଧିବାସୀଦେର ଭୟ ଦେଖାବାର ଜନ୍ମ । ଜଲଦଶ୍ୟ ଆମି ନଇ, ଆମି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଆମାବ

ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଖୁବ ନାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଲଦଶ୍ୱାଦେର ଏଲାକାଯି
ବ୍ୟବସାୟକରଣେ ଗେଲେ ନାହିଁ ହୁଏଥା ଚଲେ ନା । ଫିଜି ଦୀପବାସୀଦେର
ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଚନ୍ଦନକାଠେର ବ୍ୟବସାୟ ଆଛେ । ତୁମି ଯଦି ଚାଓ,
ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ତୋମାକେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ନିତେ ପାଇଁ; ଲାତେର ଭାଲ ଅଂଶଟେ
ତୁମି ପାବେ । ତୋମାର ମତ ଏକଜନ ସଂ ଯୁବକେର ଆମାର ପ୍ରୋଜନ ।
କି ବଲ ତୁମି ? ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନେର ବ୍ୟବସାୟ ନାମବେ ?”

କାଣ୍ଡନେର କଥାଯ ଆମି ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଲାମ, ଏବଂ ଓ ଜଲଦଶ୍ୱା
ନାହିଁ ଏକଥାବେ ଜେନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହଲାମ କତକଟା । ଓବ କଥାର କୋନ
ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ, “ତାହଙ୍କେ ଆମାକେ ଏତାବେ
ଦୀପ ଥେକେ ନିଯେ ଏସେହ କେନ ?”

କାଣ୍ଡନ ହେସେ ଉତ୍ତର କବଳ, “ରାଗେର ମାଥାଯ ତୋମାକେ ନିଯେ
ଏସେଛି, ଏବଂ ସେଜନ୍ତ୍ଵ ଆମି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ତୋମାକେ ଫିରେ ରେଖେ
ଆସନ୍ତେଓ ପାରତାମ, କିନ୍ତୁ ଏତକ୍ଷଣେ ଆମରା ଅନେକ ଦୂରେ ଚଲେ
ଏସେଛି,”—ବଲେ ମେ ମ୍ୟାପ ଦେଖିଯେ ବଲଲ, “ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଚାଶ
ମାଇଲ । ଏଥିର ଆବାର ତୋମାକେ ଫିରିଯେ ଦିଯେ ଆସବାର କଥା
ତୁଲଲେ ଆମାର ସଙ୍ଗୀଦେର ଓପର ଅବିଚାର କରା ହବେ ।”

ଆମି ଏକଥାବ କୋନ ଉତ୍ତର କରଲାମ ନା । ଆର ଛୁଯେବିଟେ
କଥାର ପର ଆମି ତାଦେର ବ୍ୟବସାୟେ ଯୋଗ ଦିତେ ରାଜି ହଲାମ ।
କାଣ୍ଡନକେ ବଲଲାମ, କୋନ ସତ୍ୟ ଦେଶ ଆସଲେଇ ଆମି ତାଦେର
ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଯାବ, ଏବଂ କାଣ୍ଡନ ତାତେ ରାଜି ହଲ । କାଣ୍ଡନକେ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନିଯେ ଆମି ଫିରେ ଏଲାମ । କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଲକ୍ଷଣ
ଦେଖେଓ କେନ ଜାନିନା ଆମାର ମନ ଏକଟୁଓ ହାଲକା ହଲ ନା ।

—পনেরো—

এর পৰে তিনি সপ্তাহ কেটে গেছে। একদিন আমি ডেকের ধারে দাঢ়িয়ে একবাঁক মাছের খেলা দেখছি, চারিদিক নীরব নিষ্ঠক, অসহ গবম পড়েছে। আমার থেকে কিছু দূৰে ব্রাডি বিল কাজ করছে। এই অমানুষদের দলে বিলকেই যেন কতকটা মানুষের মত মনে হয়। জাহাজের অন্ত সকলে কাপ্টেনের প্রিয়-পাত্র হিসাবে আমাকে হিংসার চক্ষে দেখে এবং পারতপক্ষে অবজ্ঞা করেই চলে। ব্রাডি বিলও আমাকে অবজ্ঞা করে বটে, তবে সেটা তাব স্বতাব, কারো সঙ্গে গল্পগুজব কৰা তাব ধাতে সয় না। হয়েকবাৰ তাৰ সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা কৰেছি, কিন্তু প্ৰতিবাবেই হাঁ-না, কৰে কোনৱকমে উত্তব সেৱেছে। আমাৰ দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কৰলাম, “তুমি সব সময় এত বিশ্বাস কেন, বিল ! এত কম কথা বল কেন ?”

মৃছ হেসে বিল বলল, “বিশেষ কথা বলবাৰ থাকেনা বলেই বোধহয়।”

“এ কথা আমাৰ বিশ্বাস হয় না। তোমাকে দেখে মনে হয়, তোমাৰ বেশ চিঞ্চা কৰবাৰ ক্ষমতা আছে। চিঞ্চা কৰবাৰ ক্ষমতা যাদেৰ থাকে তাদেৰ তো কথা বলবাৰ মত কিছু থাকা উচিত !”

“হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি। কথা আমি বলতে পাৰি, কিন্তু

ଏଥାନେ କାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲବ ? ଏବା କି ଗାଲାଗାଲି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର
କୋନ ଭାଷା ଜାନେ ?”

“ସେକଥା ସତି, ବିଲ । ଆର ତୁମି ଯଦି ଅନ୍ତର ସକଳେର ମତ
ଇତର ଭାଷାଯ କଥା ବଲ ତୋ ଆମିଇ ତୋମାକେ କଥା ବଲିବା ନିଷେଧ
କରବ । କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋ ଇତର ଭାଷାଯ କଥା ବଲି ନା, ସୁତରାଂ
ଆମାର ସଙ୍ଗେ ତୋ ତୁମି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ କଥା ବଲିବା ପାର ! ଦିନେର ପର
ଦିନ ଏଇ ଜାହାଜେ କାଟାଚିଛି, ଅର୍ଥଚ ଏମନ ଏକଜନକେ ପାଇ ନା ଯାଇ
ସଙ୍ଗେ ଛଟେ ଭାଲ କଥା ବଲିବା ପାରି । ତୁମି ଯଦି ବିଲ ମାଝେ ମାଝେ
ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏକଟୁ ଆଧ୍ରୁ କଥା ବଲ ତୋ ବେଶ ହୁଯ ।”

ବିଲ ଅବାକ ହୁଯେ ଆମାର ଦିକେ ମୁଖ ତୁଲେ ତାକାଳ । ଓର
ରୋଦେ ବଲସାନୋ ମୁଖେର ଓପର ଯେନ ବିଷାଦେର ଛାଯା ପଡ଼େଇ ଆବାର
ମିଲିଯେ ଗେଲ ।

“ଭାଲ ଭାଷାଯ କଥା ତୁମି କୋଥାଯ ଶୁଣେଛ ?” ସମୁଦ୍ରେର ଦିକେ
ତାକିଯେ ବିଲ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, “ଏ ପ୍ରବାଲ ଦ୍ଵୀପେ ?”

“ହ୍ୟା, ସତିଇ ତାଇ,” ଉଠୁଟୁଟି ଶ୍ଵରେ ଆମି ବଲଲାମ, “ଆମାର
ଜୀବନେର ବହୁ ସୁଖେର ଦିନ ଏ ଦ୍ଵୀପେ ଅତିବାହିତ ହୁଯେଛେ ।” ତାରପର
ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ଘଟନା ପୁଞ୍ଚାମୁପୁଞ୍ଚ ଭାବେ ବିଲେର କାଛେ ବଣନା
କରଲାମ ।

ଅଭିଭୂତେର ମତ ସମସ୍ତ ଶୁଣେ ଗାଢ଼ସ୍ଵରେ ବିଲ ବଲଲ, “ର୍ୟାଲ୍ଫ୍,
ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ଏ ଜାହାଜ ତୋମାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ !”

“ତା ତୋ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କି ବଲ ? କବେ ମୁକ୍ତି ପାଇ
ଦେଇ ଆଶାଯ ଦିନ ଶୁଣାଇ ।”

“ମୁକ୍ତି ?” ଆମାର ଶୁଖେ ଚୋଥ ତୁଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵରେ ବିଲ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି ।

“ହଁ, ମୁକ୍ତି । କାଣ୍ଡେନ ବଲେଛେ, ଏଇ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହବାର ପରେ ମେ ଆମାକେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ।”

“ଏଇ ଅଭିଯାନ !” ତାରପର ଶୁରୁ ନାମିଯେ ନିଯେ ବିଲ ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି, “ତୁମি ପ୍ରଥମ ଯେଦିନ ଏଥାନେ ଏଲେ, କାଣ୍ଡେନ ତୋମାକେ କି ବଲେଛିଲ ?”

“ବଲେଛିଲ ଯେ, ମେ ଚନ୍ଦନ-କାଠେର ବ୍ୟବସା କବେ, ଜଲଦଶ୍ୟ ନୟ ଆବ ବଲେଛିଲ, ଆମି ଯଦି ଏଇ ଅଭିଯାନେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦିଇ ତୋ ଆମାକେ ତାର ଲାତେର ଅଂଶ ଦେବେ । ତାରପର ଯଦି ଆମି ତାଇ ଇଚ୍ଛା କରି ତୋ କୋନ ସଭ୍ୟ ଦେଶେ ନାମିଯେ ଦେବେ ଆମାକେ ।”

ଅ କୁଞ୍ଚିତ କବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ ବଲନ୍ତ, “ଚନ୍ଦନ-କାଠେର ବ୍ୟବସା ମେ ସତିଇ କବେ, କିନ୍ତୁ ମେ ଯେ ଏକଜନ ଜଲଦଶ୍ୟଙ୍କ, ମେ କଥାଓ ସତି । କାଲୋ ପତାକାଟା ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ବାଜେ ଭମକି ନୟ ।”

“ତାହଲେ କି କରେ ବଲଛ, ମେ ବ୍ୟବସା କବେ ?”

“ବ୍ୟାପାରଟା କି ଜାନ ? ଯେଥାନେ ଜବରଦସ୍ତିତେ କାଜ ହ୍ୟ ନା, ସେଥାନେ ମେ ବ୍ୟକ୍ଷିତା କବେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାର ଥେକେ ଜୋବ ଥାଟାନୋତେଇ ତାବ ଉଦ୍‌ସାହ ଅନେକ ବେଶୀ ।” ହଠାତ୍ ଗଲାର ସ୍ଵର ନାମିଯେ ନିଯେ ବିଲ ବଲନ୍ତ, “ବ୍ୟାଲକ୍, ଏ ଜାହାଜେ ଆମି ଯେବେ ନୃଶଂସ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଛି, ତା ଦେଖିଲେ ଆମରା ଜଲଦଶ୍ୟ କିନା ଏ ବିଷୟେ ତୋମାର ମନେ ଏତୁକୁ ସନ୍ଦେହ ଥାକତ ନା । ଏବଂ ତୁମି ନିଜେଓ ଶିଗ୍ଗିରଇ ତା ଦେଖିତେ ପାବେ ।”

ଏର ପରେ କରେକଟା ଦିନ ସେଇ ଏକ ଭୟକର ଛଃସ୍ତରେ
ମଧ୍ୟେ କେଟେଛେ । କାଣ୍ଡେନକେ ଦେଖିଲେଇ ଆତଙ୍କେ ଶିଉରେ ଉଠେଛି,
ସୁଧାସନ୍ତବ ଚଢ୍ହା କରେଛି ଓ ସାନ୍ଧିଧ୍ୟ ଏଡିଯେ ଚଲିବେ । ଆମାର
ସମସ୍ତଙ୍କେ ଓର ସଥେଷ୍ଟ କୌତୁଳ୍ୟର ଅଭାବ ଛିଲ ବଲେ ଓ-ଓ ଆମାର
ଏଇ ପରିରକ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନି, ଏଇ ସା ବନ୍ଧା ।

ଆମି ହିର କରେଛି, ପ୍ରଥମ ସେ ଦ୍ଵୀପେ ଆମରା ନାମର ସେଥାନେଇ
ଏଇ ବିଧାକ୍ତ ସଙ୍ଗୀଦେର ତ୍ୟାଗ କରେ ଅର୍ଦ୍ଧସନ୍ତ୍ୟ ଅଧିବାସୀଦେର ଆଶ୍ରୟ
ପ୍ରତିହାନ କରିବ—ଆର ଏକଟା ସଂଗ୍ରହ ଏ ଜାହାଜ ଆମାର ସହ ହଜେ ନା ।

ବିଲକେ ଏକଥା ଜାନାତେ ସେ ମାଥା ନେଡ଼େ ବଲଲ, “ନା ର୍ୟାଲ୍ଫ୍,
ସେକଥା ମନେଓ ସ୍ଥାନ ଦିଓ ନା । ଏମନ ଦ୍ଵୀପ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏକେବାବେ
ନେଇ ତା ନାହିଁ ସେଥାନକାର ଅଧିବାସୀବା ହୟତ ତୋମାକେ ଆଶ୍ରୟ
ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳେ ଭୁଲେଓ ସେ ଆଶା କୋରନା । ତାତେ
ବିପଦ ବାଡ଼ିବେ ବହି କମବେ ନା !”

“କେନ ବିଲ, ଦ୍ଵୀପେ ଅଧିବାସୀରା କି ଆମାକେ ଆଶ୍ରୟ
ଦେବେ ନା ?”

“ହ୍ୟା, ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାକେ ଖେଯେ ଫେଲିବାର ଜଣ୍ଠ ।”

“ଖେଯେ ଫେଲିବେ !” ଅବାକ ବିଶ୍ୱାସେ ବଲେ ଉଠିଲାମ । “ଶୁନେଛି
ତୋ ଦଶିକ୍ଷ-ସାଗରେର ଦ୍ଵୀପବାସୀରା ଶତ୍ରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ମାନୁଷେର
ମାଂସ ଖାଯ ନା ?”

“ବାଜେ କଥା ! ଏ ବୋଧହୟ ତୋମାର କୋମଳ-ହୃଦୟ ଇଂବେଜ
ବନ୍ଧୁବା ତୋମାକେ ବୁଝିଯେଛେ । ଆମି ଜାନି, ଫିଜି ଦ୍ଵୀପବାସୀବା
ଶୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ପରମ୍ପରର ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଯ । ଅନ୍ତ ସେ କୋନ

ମାଂସର ଥେକେ ନରମାଂସ ଓଦେର କାହେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ । ତବେ ହଁୟା, କାଳୋ ମାନୁଷେର ମାଂସ ଓରା ଘଟଟା ପଚନ୍ତ କରେ, ସାଦା ମାନୁଷେର ମାଂସ ଠିକ ତତଟା ପଚନ୍ତ କରେ ନା । ଓରା ବଲେ, ସାଦା ମାନୁଷେର ମାଂସ ଖେଳେ ଓଦେର ଶରୀର ଥାରାପ ହୟ ।”

“କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯେ ଏକ୍ଷୁନି ବଲଲେ, ଧରତେ ପାରଲେଇ ଓରା ଆମାକେ ଖେଯେ ଫେଲବେ ?”

“ସତିଇ ଖେଯେ ଫେଲବେ । ଓଦେର କାରୋ କାରୋ ମୁଖେ ଶୁଣେଛି ବଟେ କାଳୋ ମାନୁଷେର ମାଂସଟି ଓଦେର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷିଦେ ପେଲେ ଓରା ସେ ବିଚାର କବେ ନା । ଯାଇ ହୋକ, ଓରା ଯେ ତୋମାକେ ଖେଯେ ଫେଲବେ, ଏତେ ସନ୍ଦେହମାତ୍ର ନେଇ । ଓଦେବ ଅଳମେ ବହୁ ବହୁ କାଟିଯେ ଓଦେର ସମସ୍ତକେ ଏଟୁକୁ ଥବର ଅନୁତଃ ଆମି ଜେନେଛି । ଜଲଦଶ୍ୱର୍ଦ୍ଦେର ଥେକେ ଓରା କୋନ ଅଂଶେଇ ଭାଲ ନୟ । ଓଦେର ଏକଟା କି ନିୟମ ଆହେ ଜାନ ? ଜାହାଜଡୁବି ହୟେ ଯେ କୋନ ଲୋକଟି ଓଦେର ଦ୍ଵୀପେ ଭେସେ ଆସୁକ ନା କେନ, ଜୀବିତ ଅଥବା ମୃତ, ଓରା ତାକେ ରୋଷ୍ଟ କବେ ଖେଯେ ଫେଲବେ । ଏକଦିନେର କଥା ବଲଛି ଶୋନ । ଏକ ଝାଡ଼େର ସମୟେ ଆମରା ଏକଟା ଦ୍ଵୀପେବ କାହେ ନୋଙ୍ର ଫେଲେଛିଲାମ । କାହେଇ ଏକଟା ଛୋଟ ଜାହାଜ ଡୁବେ ଗିଯେଛିଲ । ମାତ୍ର ତିନିଜନ ଭଲ ଜାହାଜେର ସକଳେଇ ମାରା ଯାଯ । ମେଇ ତିନିଜନ ସୌତରେ ଦ୍ଵୀପେ ଉଠେଛିଲ । ସଞ୍ଚେ ସଞ୍ଚେଇ ଦ୍ଵୀପବାସୀରା ତାଦେର ବନେର ମଧ୍ୟେ ଧରେ ନିଯେ ଯାଯ । ଓଦେର ଭାଗ୍ୟ କି ଆହେ ସେ ଆମରା ଜାନତାମ, କିନ୍ତୁ ଦଲେ ଭାରୀ ନା ଥାକାଯ ଆମରା ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟେ ସେତେ ସାହସ କରିଲାମ ନା । ମେଇ ତିନିଜନକେ

ଆମରା ଆର କଥନୋ ଦେଖିନି । କିନ୍ତୁ ସେ ରାତ୍ରେ ବିକଟ ନୃତ୍ୟ-
ଗୀତ, ଉତ୍ସାହେର ଶବ୍ଦ ଆମରା ଶୁଣେଛି । ପରଦିନ ଏକଜନ ଦ୍ଵୀପବାସୀ
ବ୍ୟବସାୟ-ଶୂତ୍ରେ ଆମାଦେର କାହେ ଏମେ ଜାନାଯ, ଲଞ୍ଚା ଶୁଯୋରଗୁଲୋକେ
(ମରା ମାନୁଷକେ ଓରା' ଯା ବଲେ) ତାରା ରୋଟ୍ କରେ ଥେଯେ
ଫେଲେଛେ, ତାଦେର ହାଡ଼ ଦିଯେ ଏଥନ ପାଇଁ ଖାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଚ୍ଛେ ।
ସାଦା ମାନୁଷଗୁଲୋର ମାଂସ ନାକି ଏତ ଖାରାପ ଛିଲ ଯେ ଥେଯେ
ପ୍ରାୟ ସକଳେରଇ ଶରୀର ଖାରାପ କରେଛେ ।”

ଏହି ବୀତ୍ୟେ ବର୍ଣନା ଶୁଣେ ଆମାର ଗାୟେର ରଙ୍ଗ ହିମ ହୟେ
ଏଲ । ବିଲକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ, ଏଥନ କି କରା ଯେତେ ପାରେ ।
ଚାରିଦିକେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମେଲେ ବିଲ ନିଶ୍ଚଯ ହୟେ ନିଲ ଯେ କେଉଁ
ଆଡ଼ି ପେତେ ଆମାଦେର କଥା ଶୁଣିଛେ ନା, ତାରପର ଖୁବ ଆନ୍ତେ
ଆନ୍ତେ ବଲନ, “ମୁକ୍ତିର ଛ'ତିନଟେ ଉପାୟ ଆମାଦେର ଆହେ,
କିନ୍ତୁ କୋନଟାଇ ସହଜସାଧ୍ୟ ନଯ । ତାହିଟିର କାହାକାହି କୋନ
ଦ୍ଵୀପେ ଯଦି କଥନୋ ଆମରା ଯାଇ ତାହଲେ ଏକଟା ଉପାୟ ହତେ
ପାବେ, କାବଣ ସେଥାନକାର ବାସିନ୍ଦାରା ଅତଟା ହିଂସା ନଯ, ଆର
ତାରା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବଟେ । କିନ୍ତୁ ଓସବ ଦ୍ଵୀପେ ନାମଲେଇ କାଣ୍ଡେନ
ଆମାଦେର ଚଲାଫେରାର ଓପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖେ, କାବଣ ସେ ଜାନେ,
ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କରେକଜନ ଆହେ ଯାରା ତାର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ
କରତେ ବାସ୍ତବ । ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରେ କୋନରିକମେ ଯଦି ସବାର ଅଗୋଚରେ
ଏକଟା ନୌକୋ ଖୁଲେ ନିଯେ ଦ୍ଵୀପେ ଗିଯେ ଉଠିତେ ପାରି...କିନ୍ତୁ
ଦ୍ଵୀପବାସୀଦେର ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଯେ ଏକେବାରେ ନେଇ ତା
ନଯ । ନା, ଏ ଫଳ୍ଦୀ ଆମାର ଠିକ ପଢ଼ନ୍ତ ମତ ନଯ । ଯାଇ ହୋକ,

এ বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। তুমিও একটু চিন্তা করে দেখো। যাই, এবারে আমার পাহারা দেবার পালা।”

আমার কাছে বিদায় নিয়ে বিল চলে যেতে আর একজন তার জায়গায় এল। তার সঙ্গে আমার কথা বলতে প্রস্তুতি হল না, নিজের অবস্থার চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলাম। আমার মৃতদেহ অনুসন্ধানে হতাশ হয়ে জ্যাক আর পিটারকিন কি করছে কে জানে! জাহাজ বা তার নৌকোটা যদি তারা না দেখে থাকে তো কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না যে আমাকে ধরে নিয়ে ঘাওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও, আমার সাহায্য ভিন্ন জ্যাক একাই বা কি কবে পিটারকিনকে নিয়ে অঙ্ককার গুহা থেকে বেবিয়ে আসবে? হঠাৎ যদি পিটারকিন নিতান্ত নির্বোধের মত স্তুপথের মধ্যেই হাত-পা ছোড়া শুক করে দেয়?

হঠাৎ এক ঝলক উজ্জ্বল আগুনের জ্যোতি চোখে পড়তে আমার চিন্তাস্মৃতি ছিন্ন হল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, দক্ষিণ দিক্ষিক্রবেখা উন্নাসিত করে সমুদ্রবক্ষে বহুদূর পর্যান্ত সেই রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কামান-গজ্জনের মত প্রচণ্ড শব্দ, আব সাবা আকাশ কালোয় ছেয়ে গেল। থেকে থেকে বয়ে যেতে লাগল উন্নপ্রদমকা হাওয়া।

তাড়াতাড়ি সকলে ডেকেব ওপরে চলে এল, সকলেবই ধারণা, সাজ্যাতিক ঝড় উঠবে। কিন্তু কাণ্ঠেন এসে সকলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

“এ কোন আগ্রহগিরির কীর্তি,” সে বলে উঠল, “এখানে

ଆଶେପାଶେ କୋଥାଓ ଏକଟା ଆଗ୍ରେସିଗିରି ଆଛେ ଆମି ଜାନତାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ଏଥିନେ ନିବେ ଯାଇନି ଏ ଧାରଣ ଆମାର ଛିଲ ନା । ପାଲଗୁଲୋ ଗୁଡ଼ିଯେ ନାଓ, ବୋଧହୟ ଝଡ଼ ଉଠିବେ ।”

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପଶଳା ବର୍ଷଣ ଶୁରୁ ହଲ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ରୟ ହୟେ ଦେଖି, ଏ ବସ୍ତି ନୟ, ଖୁବ ପାତଳା ଛାଇ । ଆଗ୍ରେସିଗିରିଟା ଥେକେ ଆମରା ଅନେକଟା ଦୂରେ ରଯେଛି, ଶୁତରାଂ ଏ ଛାଇ ନିଶ୍ଚଯଇ ହାଓୟାଯ ଭର କରେ ଏସେହେ । କାଣ୍ଡେନ ଟିକଇ ବଲେଛିଲ, କାବଣ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେଇ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଝଡ଼ ଉଠିଲ, ଆମରାଓ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଆଗ୍ରେସିବିର ଏଲାକା ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ଆସତେ ଲାଗଲାମ । ତବୁଓ ପ୍ରାୟ ସାରାରାତି ଧରେ ଆମରା ସେଇ ରକ୍ତିମ ଆଭା ଦେଖିତେ ପେଯେଛିଲାମ, ଅଗ୍ନ୍ୟଃପାତର ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦଓ ସାରାରାତି ଆମାଦେବ କାନେ ବେଜେଛିଲ । ବେଶ କରେକ ସଞ୍ଚାର ଧରେ ଛାଇ ବସ୍ତି ଚଲିବାର—ପ୍ରାୟ ଚଲିଶ ମାଟିଲ ଅତିକ୍ରମ କରେଓ ଆମବା ତାବ ହାତ ଥେକେ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇନି । ଛାଇଯେର ବର୍ଷଣ ଏକଟୁ କମେ ଆସତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବେ ଦେଖିଲାମ, ଜାହାଜେର ସର୍ବତ୍ର ଛାଇଯେବ ଏକଟା ପ୍ରଲେପ ପଡ଼େଛେ । ମନେ ପଡ଼ିଲ ଜ୍ୟାକେର କଥା, ସେ ବଲେଛିଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗବେବ ଅନେକଗୁଲୋ ଦୀପଟି ଆଗ୍ରେସିବି ; କୋନଟା ନିବେ ଗେଛେ, କୋନଟାର ଏଥିନେ ଅଗ୍ନ୍ୟଦ୍ଵାରା କ୍ଷମତା ରଯେଛେ । ଛଯେକଜନ ବୈଜ୍ଞାନିକେର କଥାଓ ପଡ଼େଛିଲାମ ମନେ ପଡ଼େ, ତାରା ବଲେଛେନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେର ଦୀପଗୁଲୋ ଆର କିଛୁଇ ନୟ, ଅଗ୍ନ୍ୟଃପାତର ଫଳେ ଜଲେର ନୀଚେ ଡୁବେ-ଯାଓୟା କୋନ ବିଶାଳ ମହାଦେଶେର ପରିବତସମୂହେର ଚଢ଼ା ମାତ୍ର ।

অগ୍ରହ୍ୟପାତର ତିନଦିନ ପରେ ଏକଟା ବେଶ ବଡ଼ଗୋଛେର ଦୀପେର କାହେ ଆମରା ଉପଚିତ ହଲାମ । ଦୀପଟାର ସର୍ବତ୍ର ଗାଛପାଳାଯ ଛାଓଯା । ଛଟେ ବେଶ ବଡ ବଡ ପାହାଡ଼ ଦୀପଟାଯ ରଯେଛେ—ଏକ ଏକଟା ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଫୁଟ ଉଁଚୁ । ଛଟେ ପାହାଡ଼ର ମାର୍ବଖାନ ଦିଯେ ଏକଟା ଉପତ୍ୟକା ଚଲେ ଗିଯେଛେ । ଦୀପଟା ଯଥନ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଯ, ବ୍ରାଡି ବିଲ ତଥନ ଆମାର ପାଶେ ଛିଲ ।

“ଆବେ !” ମେ ବିଶ୍ୱାସେ ଚାଇକାବ କବେ ବଲଲ, “ଏ ଦୀପ ତୋ ଆମି ଭାଲ କରେଇ ଚିନି ! ଏବ ନାମ ଏମୋ ।”

“ଏଥାନେ ବୁଝି ଆଗେଓ ଏମେହ ?”

‘ଅନେକବାର ! ଚନ୍ଦନ କାଠେର ଜଣ୍ଠ ଏ ଦୀପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଅନେକବାବ ଆମରା ଜାହାଜ ବୋର୍ଡାଇ କବେ ଏଥାନ ଥେକେ କାଠ ନିଯେ ଗିଯେଛି । ଦାମଓ ଦିଯେଛି, କାବଣ ଓରା ଦଲେ ଭାବି ଥାକାଯ ବଲପ୍ରୟୋଗ କରତେ ସାହସ କରିନି । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର କାପ୍ଟନ ଏତବାବ ଓଦେବ ଠକାତେ ଚେଷ୍ଟା କବେଛେ ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପେଲେଓ ଓରା ଆବ ଆମାଦେବ ବିଶେଷ ପଛନ୍ଦ କବେ ନା । ତାହାର ଗତବାବ ଓରା ଆମାଦେବ ସଙ୍ଗେ ମୋଟେଇ ଭାଲ ବ୍ୟବହାବ କବେ ନି । କାପ୍ଟନ କି କବେ ଯେ ଆବାବ ଓଥାନେ ଯେତେ ସାହସ କରଛେ ବୁଝାତେ ପାବଛି ନା । ଲୋକଟାବ ଭୟ-ଡବ ବଲେ କିଛୁ ନେଇ ଦେଖଛି ।”

ଦୀପ ଥେକେ କିଛୁ ଦୂରେ ନୋଙ୍ର ଫେଲେ କାପ୍ଟନ ନୌକୋ ନାମାତେ ଆଦେଶ ଦିଲ । ପନ୍ଥରୋ ଜନ ସଶନ୍ତ ଲୋକ ନିଯେ ନୌକୋ ଛେଡେ ଦିଲ । ଆମାକେ ଓ ଯେତେ ହଲ ଓଦେବ ସଙ୍ଗେ ।

କର୍ଯ୍ୟକ ମିନିଟେର ମଧ୍ୟେଇ ନୌକୋ ଦୀପେ ଗିଯେ ଲାଗଲ । ଅତ୍ୟନ୍ତ

ହର୍ବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କା କରେଇ ଏଥାମେ ଏସେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ଦୌପେର ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋମାତା ବେଶ ଭଜଭାବେଇ ଆମାଦେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରଲ । ମେ ଆମାଦେବ ତାର ବାଡ଼ୀତେ ନିଯେ ଗିଯେ ମାତ୍ରବ ପେତେ ବସାଲ । ସେତେ ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେଛିଲାମ, ଦୌପେର ଅଧିବାସୀରା—ସଂଖ୍ୟାୟ ତାରା ଛ'ତିନ ହାଜାରେର କମ ହବେ ନା—ସକଳେଇ ନିରନ୍ତର ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ଆଲାପ ଆଲୋଚନାର ପବ ଆମାଦେବ ଭୁବି-ଭୋଜନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଲ, ତାବପର କାଣ୍ଡେନ କାଜେର କଥା ପାଡିଲ । ଆବାର ଏ ଦୌପେ ଆସବାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାନିଯେ କାଣ୍ଡେନ ବଲଲ, “ଆଗେବ ବାରେ ଭୁଲ ବୋର୍ଦାର ଫଳେ ସେ ଅଶ୍ରୁତିକର ସ୍ଟନ୍ଟା ଘଟେଛେ, ଆଶା କରି ସେଜନ୍ତ୍ଵ ଆମାଦେବ କେଉଁଇ କୋନ ସେଷ ପୋଷଣ କବେ ନେଇ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଗେର ମତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେଇ ଚଲବେ ।”

ଉତ୍ତରେ ବୋମାତା ଜାନାଲ, ଆଗେବ ବାରେର ସ୍ଟନ୍ଟା ମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲେ ଗେଛେ, ଏତଦିନ ପରେ ପୁରୋଣେ ବନ୍ଧୁଦେବ ଦେଖେ ଭାବି ଆନନ୍ଦ ହେଯେଛେ ତାର । କାଠ କାଟା ଏବଂ ତା ଭୁଲେ ନିଯେ ଯାତ୍ରୀର ବ୍ୟାପାବେ ମେ ଯଥସାଧ୍ୟ ଆମାଦେବ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ବଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଲ । ତାବପର ବ୍ୟବସା ମଞ୍ଚକର୍ମୀ ଖୁଟିନାଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ହତେ ଆମରା ଉଠିଲାମ ।

ପବେବ ଦିନ ନାବିକେର ଦଲ ଚନ୍ଦନ-ବନେ କାଠ କାଟିଲେ ଗେଲ, ଆବ କାମାନେର ମୁଖଟା ସର୍ଦ୍ଦାରେର ବାଡ଼ୀର ଦିକେ ଫିରିଯେ, ଦୁଯେକଜନକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ପ୍ରକ୍ଷ୍ଟତ ହେଁ ବହିଲ କାଣ୍ଡେନ । କାଣ୍ଡେନେର ଭକ୍ତମେ ଆମାକେଓ ନାବିକଦେର ସଙ୍ଗେ ସେତେ ହଲ ।

ସେତେ ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବେ ଦେଖିଲାମ, ଏ ଦୌପ ଓ ଗାଛ-ପାଳା,

ଶାକ-ସଜ୍ଜିର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର ପ୍ରବାଲ-ସ୍ତ୍ରୀପେରଇ ମତ । ପ୍ରାୟ ଆଧମାଇଲ୍ଟାକ ଭେତରେ ଯାବାର ପର ଆମରା ଚନ୍ଦନ-ବଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହଲାମ ।

ହପୁରେର ଦିକେ ଛୁଯେକଜନ ସଙ୍ଗୀକେ ନିଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମାଦେର କାହେ ଏଳ । ଆମାଦେର ଜଣ୍ଠ ମେ କିଛୁ ଖାବାର ଏନେଛିଲ । ଏକଟା ବଡ଼ ଗାଛର ଛାଯାଯ ବସେ ଆମରା ଖାଓଯା ଶୁରୁ କରିଲାମ । ସର୍ଦ୍ଦାରିଓ ଖେତେ ଲେଗେ ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ଦେଖିଲାମ, ମେ ନିଜେ ଖାଚେ ନା, ତାର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଯେ ଦିଚ୍ଛେ ତାକେ । ଆମାର ପାଶେଇ ବିଲ ବସେଛିଲ, ତାକେ ଚୁପିଚୁପି ଏର କାରଣ ଜିଜାସା କରତେ ମେ ବଲଲ । ‘‘ନିଜେର ହାତେ ଖେତେ ବୋଧହୟ ଓର ଆଉସମ୍ବାନେ ବାଧେ ! କିନ୍ତୁ କଟି, ଓର ତୋ ଏ ବିଷୟେ ଖୁବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଛିଲ ନା, ଆଗେର ବାର ତୋ ଓକେ ନିଜେନିଜେଇ ଖେତେ ଦେଖେଛି ! ଓଦେର ଏକଟା ଅନ୍ତୁତ ନିୟମ ଆଛେ, ଯାକେ ଓରା ବଲେ, ‘ତାବୁ’ । ଏଟ ନିୟମ ଓରା ଖୁବ ସାବଧାନେ ମେନେ ଚଲେ । ଯେମନ ଧରୋ, କେଉଁ ଯଦି କୋନ ବିଶେଷ ଗାଛକେ ତାର ଦେବତା ବଲେ ମେନେ ନେଯ, ମେହି ଗାଛର ଫଳ ମେ ଖେତେ ପାରବେ ନା । ଯଦି ତବୁ ମେ ଖାଯ ସଙ୍ଗୀବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକେ ହତ୍ୟା କରବେ ଏବଂ ଖେଯେଓ ଫେଲବେ, କାରଣ ଏଦେର କାହେ ହତ୍ୟା କରା ମାନେଇ ଖେଯେ ଫେଲା । ଆଚାହା, ସର୍ଦ୍ଦାରେବ ମାଥାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲଞ୍ଜଳୋ ଦେଖେଛ ତୋ ? ଓଞ୍ଜଳୋ ଠିକ ରାଖିତେ ରୋଜ ଅନେକ ନାପିତେର ଦରକାର ହ୍ୟ । ଓଦେର ଆର ଏକଟା ‘ତାବୁ’ ହଲ, ଯଦି କେଉଁ ଜୀବିତ ସର୍ଦ୍ଦାରେର ମାଥାଯ, ବା ଘୃତ ସର୍ଦ୍ଦାରେର ଦେହେ ହାତ ଦେଯ, ମାରା ଜୀବନ ଆର ମେହି ହାତ ବ୍ୟବହାର କରତେ

ପାରବେ ନା । କଲେ ହୟ କି ସର୍ଦ୍ଦାରେର ନାପିତ ବେଚାରାରା କିଛୁତେଇ
ହାତେର ବ୍ୟବହାର କରତେ ପାରେ ନା, ତାଇ ଛୋଟ ଛେଲେଦେର ମତନ
ତାଦେର ଖାଇୟେ ଦିତେ ହୟ ।...ତୁମି ଓଦେର ଏକଜନ ଦେବତାକେ ଦେଖିତେ
ଚାଓ ? ତାହଲେ ଏସ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ।” ବଲେ ବିଲ ଆମାକେ ତାର
ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଗେଲ । କିଛୁଦୂର ଗିଯେ ଆମରା ଏକଟା ଛୋଟ ଡୋବାର
ଧାରେ ଏସେ ଉପଶିତ ହଲାମ । ଯେ ଦୀପବାସୀ ଛେଲେଟା ଆମାଦେର
ପେହନ ପେହନ ଆସଛିଲ, ଓଦେର ଭାଷାଯ ବିଲ କି ଯେନ ବଜଲ
ତାକେ । ଛେଲେଟା ଡୋବାର ଧାବେ ଗିଯେ ଅନ୍ତୁତଭାବେ ଶୀଘ ଦିର୍ଷେ
ଉଠିତେଇ ଜଲେ ଏକଟା ଆଲୋଡ଼ନ ଉଠିଲ । ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେଇ ଏକଟା
ପ୍ରକାଣ ଟିଲ ଜଲେର ଓପରେ ମାଥା ତୁଲିଲ । ଛେଲେଟା ତାର ମାଥାଯ
ହାତ ଦିତେଓ ସେ କୋନ ଆପନ୍ତି କବଲ ନା । ପ୍ରକାଣ ଟିଲଟା, ପ୍ରାୟ
ବାରୋ ଫୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆବ ମାନୁଷେର ଉକର ମତ ମୋଟା !

ଅସୀମ ଘୃଣାଭରେ ବିଲ ବଲିଲ; “ଠିକ ଦେବତା ବଲେ ମନେ ହୟ କି
କେ ? ଓ କିନ୍ତୁ ସତିଇ ଓଦେର ଏକ ଦେବତା । ଇତିମଧ୍ୟେ ଯେ ଓ
କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକେ ଉଦସ୍ତ କବେବେ ତାବ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ । ଆରଓ କିନ୍ତୁ
ଶିଶୁ ଯେ ଓର ଜନ୍ମ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ତାଓ କେଉ ବଲିତେ ପାରେ ନା ।”

“ଶିଶୁ !” ଅବିଶ୍ୱାସେର ଶୁରେ ବିଲକେ ପ୍ରଶ୍ନ କବଲାମ ।

“ହଁ ବ୍ୟାଲ୍ଫ୍, ଶିଶୁ । ତୋମାବ ହୟତ ବିଶ୍ୱାସ ହବେ ନା, କିନ୍ତୁ
ଏ ଆମି ନିଜେବ ଚୋଖେ ଦେଖେଛି, ଆବ ତୁମି ଯଦି କିଛୁଦିନ ଏଥାନେ
ଥାକ, ତୁମିଓ ଦେଖିତେ ପାବେ !”

“କିନ୍ତୁ ତା କି କବେ ହୟ, ବିଲ ? ମାଯେରା ଆପନ୍ତି କବେ
ନା ?”

“আপনি করবে কি ? মায়েরা নিজেরাই শিশুদের ওর মুখে
ক্ষেপে দেয় । এমন কিছু নিষ্ঠুর বা বীভৎস কাজ নেই যা এরা
করতে পারে না । এদের মধ্যে আবার এমন শ্রেণীর অসভ্য
আছে, যারা জন্মমাত্রেই তাদের শিশুদের হত্যা করে । পিতারা
এই হত্যাকাণ্ডের অঙ্গুষ্ঠান করে, এবং মায়েরা তাতে কোন
আপত্তি তোলে না ।”

—ଷୋଲୋ—

ପବଦିନ ସଥିନ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗି, ତଥିନୋ ଆମାର ସର୍ବଶରୀର ଅବସାଦେ
କ୍ଳାନ୍ତ । ନିଜେର ହୁରବଞ୍ଚାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ମନ୍ଟା ଆରୋ ମୁଖରେ
ପଡ଼ିଲ ।

ଆମାର ଚାରିଦିକେ ସାରା ରଯେଛେ, ନରହତ୍ୟା ତାଦେର କାହେ ସାମାଜି
ଖେଳା ମାତ୍ର । ଏମନ କି ବିଲ, ସାବ ମଧ୍ୟେ ତବୁ ସାମାଜିତମାତ୍ର ମହୁସ୍ତୁତ
ଆହେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଏମନ ଉତ୍ତରଭାବେ ଯେ, ସବାଇ ତାକେ ‘ବ୍ରାଡି
ବିଲ’ ବଲେ ଡାକେ । ଆର ଦ୍ୱୀପେର ବାସିନ୍ଦାଦେର କଥା ତୋ ଚିନ୍ତା
କରାଓ ସାଇଁ ନା ! ମୁକ୍ତିର ସାମାଜିତମ ସୁଯୋଗରେ ଯେ ଏଦେର କାରୋ
କାହେ କଥିନୋ ପାବ, ଏ ଆଶା ଦୁରାଶା ।

ଶବୀରଟା ଭାଲ ନୟ ଏଇ ଅଜୁହାତେ କାଣ୍ଡେନକେ ଅନୁରୋଧ
କବଲାମ, ମେଦିନ ସେଇ ଆମାକେ କାଠ କାଟିତେ ପାଠାନ ନା ହୟ, କିନ୍ତୁ
କାଣ୍ଡେନ ତାତେ କର୍ଣ୍ପାତ କରଲ ନା । ରୋମାତାର ସଙ୍ଗେ କି ବ୍ୟାପାରେ
ଚଟାଚଟି ହୋଯାଯ ତାର ମେଜୋଜ ଭାଲ ଛିଲ ନା ।

ବାଧ୍ୟ ହୟେ ଆମାକେଓ ଚନ୍ଦନ-ବନେ ସେତେ ହଲ । ସାବାର ଆଗେ
କାଣ୍ଡେନ ଆମାକେ ତାର କେବିନେ ନିଯେ ଗିଯେ ବଲଲ, “ତୋମାକେ
ଏକଟା କାଜେର ଭାର ଦିଲି । ଶୟତାନ ରୋମାତା ବେଁକେ ବସେଛେ,
କିଛୁ ଭେଟ ନା ପେଲେ ଶାନ୍ତ ହବେ ନା ଦେଖିଛି ! ତୁମି ଏଇ ତିମି’ର
ଦ୍ୱାତ୍ରିଲୋ ଓକେ ଉପହାର ଦିଯେ ଏସ । ଓଦେର ଭାବା ଜାନେ ଏମନ
ଏକଜନକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାଓ ।”

ଉପହାରେର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖେ ଆମି ବିଶ୍ଵିତ ହଲାମ । ଆଟଟା

ତିମି'ର ଦାତ, ତାର ଛ'ଟା ସାଦା, ଆର ଛୁଟୋ ଟକଟକେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରା । ସା-ଇ ହୋକ, ବିନା ବାକ୍ୟବ୍ୟାସେ ଦାତଗୁଲୋ ତୁଲେ ନିଯେ ବିଲକେ ସଙ୍ଗେ କରେ ସର୍ଦ୍ଦାରେର ବାଡ଼ୀର ଦିକେ ଚଲଲାମ ।

ବିଲକେ ଆମାର ବିଶ୍ୱଯେର କାରଣ ଜାନାତେ ସେ ବଲଲ, “ତୋମାର-ଆମାର କାହେ ସତ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହୋକ, ଓଦେର କାହେ ଏ ବହୁମୂଳ୍ୟ ରତ୍ନବିଶେଷ । ଓରା ଏଗୁଲୋ ମୁଦ୍ରାର ମତଟି ବାବହାର କରେ । ଲାଲ ଦାତଗୁଲୋର ମୂଳ୍ୟଟି ଓଦେର କାହେ ବେଶୀ,— ଓର ଏକଟାର ଦାମ କୁଡ଼ିଟା ସାଦା ଦାତେର ସମାନ । ଏ ଦାତ ସଂଗ୍ରହ କରା କଠିନ ବଲେଇ ବୋଧହୟ ଓଦେର କାହେ ଏଇ ଏତ କଦର ।”

ବୋମାତାର କାହେ ସେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପେଲାମ, ତାକେ କୋନମତେଇ ସନ୍ତ୍ରାଷଣ ବଲା ଚଲେ ନା । କିନ୍ତୁ ବିଲେବ କାହେ ଆମାଦେବ ଆଗମନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଣେ ଓର ଚୋଖେ ସେ ଆନନ୍ଦେର ଦୀପି ଫୁଟେ ଉଠିଲ ତା ଆମାର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ନା । କିନ୍ତୁ ମନେବ ଭାବ ଗୋପନ କରେ, ଦାତଗୁଲୋ ସରିଯେ ରେଖେ ରୋମାତା ବଲଲ, “ତୋମାଦେର କାପ୍ତେନକେ ବୋଲ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଜକେବ ମତ ତୋମାଦେର କାଠ କାଟିତେ ଅନୁମତି ଦିଚ୍ଛି ।”

ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ କି ଏକଟା କାଜେ କାପ୍ତେନେବ କେବିନେର ସାମନେ ଦିଯେ ଚଲେଛି, ହଠାତ କାପ୍ତେନେବ ଉତ୍ତେଜିତ କଷ୍ଟ ଶୁଣେ ଥମକେ ଦାଡ଼ାଲାମ । ବୁକଲାମ, ମେଟେର ସଙ୍ଗେ ତାବ ବଚସା ହଚ୍ଛେ । ଭାଲ କବେ କାଣ ପାତତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିତେ ପେଲାମ—

“ଏ ଆମି ପଛଳ କରି ନା । ଆମରା ଶୁଦ୍ଧ କାଜ କରେଇ ଚଲେଛି, ଅଥଚ ଲାଭେର ବେଳାୟ କିଛୁ ନେଇ ।”

“ଲାଭ ନେଇ !” କୋନରକମେ କୋଥି ସମସ୍ତରଣ କରେ କାଣ୍ଡେନ ଉତ୍ତର କରିଲ, “ଏହି ସେ ଏତ କାଠ ଆମରା ଜାହାଜେ ତୁଲେଛି, ବଳତେ ଚାଓ ଏଇ କୋନ ମୂଳୀ ନେଇ ?”

“ବେଶ ତୋ, ମାଲ ସଥନ ଜାହାଜେ ଉଠେଇଛେ ତଥନ ଆର ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଏଥାନେ ଥେକେ ଓଦେର ଖୋସାମୋଦ କରା କେନ ?”

“ତୁମି କି ବଲଛ ମେଟ ? କୋଥାଯ ସମସ୍ତ ମାଲ ଜାହାଜେ ଉଠେଇଛେ ? ଏଥିନୋ ସଥେଷ୍ଟ କାଠ ପଡ଼େ ବୟେଛେ, ଏବଂ ଶୟତାନ ମନ୍ଦିର ତା ଭାଲ କରେଇ ଜାନେ । କିଛୁତେଇ ସେ ଆମାକେ ତା ନିତେ ଦେବେ ନା, କାଳ ତୋ ସ୍ପଷ୍ଟିତ ତା ଜାନିଯେ ଦିଯେଛେ !”

“ତାଟ ନାକି ?” ଚିଂକାର କରେ ଉଠିଲ ମେଟ, “ଓ ଜାନେନା ଓ କାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ କାବବାବ କରଛେ !”

“ଅଥିଚ ଓକେ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ତୁମି ତୋ ଭୟେଇ ଅଛିବ !”

“ଭୟ ?” ଗର୍ଜନ କରେ ଉଠିଲ ମେଟ, “ଆମ ଏକୁନି ଓଦେର ଆକ୍ରମଣ କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡେନ, ତୋମାର ଆସିଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କି ଥିଲେ ବଲ ତ ?”

“ଚନ୍ଦନ-ବନେର କାଢି ଏକଟା ନଦୀର ମୋହାନାବ ମତ ଆଛେ । ଜାହାଜଟା ତାର ଭେତ୍ବେ ନିଯେ ଗିଯେ ସେଥାନ ଥେକେ ନୌକୋର କବେ ତୀରେ ନାମ୍ବି । ତୁଜନକେ ନୌକୋଯ ରେଖେ ବାକୀ ସକଳେ ବନ୍ଦୁକ ଉଚ୍ଚିଯେ ଗିଯେ କାଠଗୁଲୋ ଅଧିକାବ କରିବ । ତାରା ତୁଜନେ ନୌକୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଖିବେ, ଯାତେ ଆମରା ଫେରାମାତ୍ର ନୌକୋ ଛେଡି ଦିତେ ପାରେ । ତୀରେ ନେମେ, ବନେର ଆଡ଼ାଲେ ଲୁକିଯେ ଲୁକିଯେ ଆମରା ଓଦେର ଆଜାର କାଢି ଘାବ । କଯେକବାର ଗୁଲି କରତେଇ

ପଡ଼େ ଯାବେ ଚଲିଶ-ପଞ୍ଚଶ ଜନ, ଆର ବାକୀ ସକଳେ ପାଲିଯେ ଯାବେ । ତଥନ ଆମରା ନିର୍ବିବାଦେ ଯତ ଖୁସି କାଠ ନୌକୋଯ ତୁଳତେ ପାରବ ।”

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବେ ରାଜି ହଲ ।

ଆମି ତଙ୍କୁନି ଗିଯେ ବିଲକେ ସବ୍ ଜାନାଲାମ । ମନେ ହଲ ସେ ଖୁବ ଉତ୍ୱେଜିତ ହୟେଛେ । ଅନେକକଣ ଚିନ୍ତା କରେ ବିଲ ବମଳ, “ଆମାବ ମତଲବ ଶୋନୋ ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ । ଅନ୍ଧକାବ ହବାବ ପଦ ଆମି ସାଂତବେ ଡାଙ୍ଗୋଯ ଯାବ । ତାରପର ଆମାଦେର ଯେଥାନେ ନୌକୋ ଥେକେ ନାମବାର କଥା ହୟେଛେ ତାର କାହାକାହି କୋନ ଏକଟା ଗାଛେ ଏକଟା ବନ୍ଦୁକ ବେଧେ ବାଥବ । ବନ୍ଦୁକେର ଘୋଡ଼ାବ ସଙ୍ଗେ ଏକଟା ଶୁତୋ ବାଁଧା ଥାକବେ । ଆମାଦେବ ସଙ୍ଗୀବା ଓଥାନ ଦିଯେ ଯେତେ ଗିଯେ ଯେହି ମେହି ଶୁତୋଯ ହୋଟଟ ଯାବେ ଅମନି ବନ୍ଦୁକଟା ଶକ କବେ ଉଠିବେ, ଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱୀପବାସୀରା ସତର୍କ ହୟ ଉଠିବେ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଆମବା ହୁଜନେ ନୌକୋଯ ଫିରେ ଯାବ ।” ବଲେ ବିଲ ହେମେ ଉଠିଲ, ମନେ ହଲ ଏହି ବୋଧହୟ ପ୍ରଥମ ମେ ପ୍ରାଣ ଖୋଲା ହାସି ହାସିଲ । “ହଁ, ଏକେବାରେବ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତଃତଃ ତୁମି ବଲତେ ପାବବେ ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ବ୍ରାକି ବିଲେବ ସାହାଯୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାବ ଶୟତାନଦେର ଫାଁକି ଦିତେ ପେବେଛେ !”

ସନ୍ଧା ସନ୍ଧିଯେ ଆସତେ ବିଲ ତାର କଥା କାଜେ ପରିଣତ କବଲ । ବାଁ ହାତେ ଏକଟା ବନ୍ଦୁକ ନିଯେ ସେଟା ଜଲେବ ଓପବେ ତୁଲେ ଧବେ ଡାନ ହାତେ ସାଂତାର କେଟେ ତୌରେ ଗିଯେ ଉଠିଲ । କିଛୁକଣ ପବେ କାଜ ମେରେ ତେମନି ନିଃଶବ୍ଦେ ମେ ଫିରେ ଏଲ ।

ଜାହାଜ ଥେକେ ସକଳେ ଯଥନ ଏକେ-ଏକେ ନିଃଶବ୍ଦେ ନୌକୋଯ

ନାମତେ ଲାଗଲ, ତଥନ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି । ନୌକୋ ତୀରେ ଭିଡ଼ରେ
ମେଟେ ଫିସଫିସ କରେ ବଲଲ, “ନୌକୋଯ ହୁଜନ ଥାକାର ଦରକାବ
ନେଇ, ଆମାଦେର ହସ୍ତ ସକଳେବ ସାତ୍ୟାଯୀ ପ୍ରୟୋଜନ ହବେ । ବ୍ୟାଲ୍ଫ୍
ଏକାଇ ଥାକୁକ ।”

କାଣ୍ଡେନ୍ ରାଜି ହଲ ତାତେ, ତାବପବ ଆମାକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେୟ
ଥାକତେ ଭୁକୁମ ଦିଯେ ଏକେ ଏକେ ନୌକୋ ଥେକେ ନେମେ ପଡ଼ିଲ ସବୁଟି ।

କଷିପତ ହୁଦୟେ ଉତ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ହୟେ ରହିଲାମ । ବନ୍ଦୁକଟୀ ଠିକ କୋଥାଯି
ଆଛେ ବିଲେବ କାଛେ ଶୁଣେ ନିଯେଛିଲାମ । ଦୃଷ୍ଟି ତୀର୍କ୍ଷା କବେ ତାକିଯେ
ବହିଲାମ ଦେଦିକେ । କିନ୍ତୁ କୋନ ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ ନା । ତବେ କି
ଓବା ଅନ୍ତ ପଥେ ଗିଯେଛେ ? ଅଛିର ଚିତ୍ରେ ପାର୍ବତୀବି କରତେ
ଲାଗଲାମ । ହଠାଏ ଏକଟୀ ଅସ୍ପର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତେ ପେଲାମ, ‘କ୍ଲିକ’,
ଆବ ଝୋପଝାପେର ଅନ୍ତବାଳ ଭେଦ କରେ ଛୁଟୋ ଆଣୁନେବ ଶିଖା
ଛଲେ ଉଠିତେ ଦେଖିଲାମ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମାବ ମନ ଦମେ ଗେଲ, କାରଣ
ବୁଝନ୍ତେ ପାବିଲାମ, ଶୁତୋଯ ଟାନ ପଡ଼େଛେ ଠିକଇ, କିନ୍ତୁ କୋନ କାଜ
ହୟନି । ସମସ୍ତ ମତଲବ ବାର୍ଥ ହୟେ ଗେଲ । ମେହି ସନ ଅନ୍ଧକାରେ
ନୌକୋଯ ଏକ ଦାଢିଯେ ଥାକତେ ଥାକତେ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଆତଙ୍କେ
ଆମାର ସର୍ବଶବୀବେ କାଟା ଦିଯେ ଉଠିଲ ।

ହଠାଏ ଏକଟୀ ବନ୍ଦୁକେବ ଆଓୟାଜ ଶୁଣନ୍ତେ ପେଲାମ, ଆବ ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମ ଥେକେ ଭେସେ ଏଲ ହାଜାର କଟେବ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ।
ରାତ୍ରିର ସ୍ତରତୀ ଭେଦ କରେ ମେହି କାନ୍ଦା ଉଚ୍ଚ ଥେକେ ଉଚ୍ଚତର
ହତେ ଲାଗଲ, ତାରପରେଇ ଶୋନା ଗେଲ ଝୋପଝାପ ଭେଙେ ପଲାୟମାନ
ମାନୁଷେର ଦ୍ରୁତ ପଦଶବ୍ଦ । ଏମନ ସମୟେ ତୀବେର କାହିଁ ଥେକେ ଏକଟୀ

তর্জন শোনা গেল—উপযুক্ত সময়ের আগেই বন্দুক ছোড়ার জন্য কে যেন কাকে ধমকাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো বন্দুক এক সঙ্গে গজ্জি উঠল, আর তার পরক্ষণেই একটা অত্যন্ত প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মুহূর্তমধ্যে হাজার কষ্টে ধ্বনিত হল মরণের আনন্দ। শব্দের গতি অনুসরণ করে বুবলাম, আমাদের দল শক্তদের সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাণ পেতে এইসব শুনছি, এমন সময় খুব কাছেই কোথায় পাতার খসখসানি শুনে চমকে উঠলাম। লক্ষ্য করে দেখি, একদল দ্বীপবাসী বনজঙ্গল ভেদ করে যথাসন্তুষ্ট নিঃশব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বুবলাম, আমাদের সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে এরা পেছন থেকে এসে তাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। হলও তাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবাব ভৌষণ চীৎকার শুক হল, এবং কয়েকটা পরিচিত কষ্টে মৃবণের আনন্দ শুনে আমি শুক হয়ে গেলাম।

যুদ্ধের তাওব মনীভূত হয়ে আসতে দ্বীপবাসীদের উল্লাস-ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হল। বুবলাম, আমাদের পরাজয় হয়েছে। আতঙ্কে আমার সর্বশরীর পঙ্কু হয়ে গেল। এখন আমি কি করব? অসভ্যদের তাতে আস্তসমর্পণ করার কথা চিন্তা করাও যায় না, এবং পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকাও অসম্ভব। আর, জাহাজ নিয়ে যে পালাব তাই বা অন্যের সাহায্য ভিন্ন কি করে সম্ভব? অন্ত উপায় না দেখে

ଅଗତ୍ୟା ତାଇ କରବ ଠିକ କରିଲାମ । ଦାଡ଼ଟା ତୁଲେ ନିତେ ଯାବ, ଏମନ ସମୟ ସେ ବିକଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆମାର କାନେ ଏଲ, ସେ ପରିଚିତ କରେ । ଶକ୍ତପକ୍ଷେର ଉତ୍ସାସଧବନିଓ ଶୁନିଲେ ପେଲାମ ସେଇ ସଙ୍ଗେ । ଭୟେ ବିହବିଲ ହୟେ କୋନରକମେ ଦାଡ଼ଟା ଦିଯେ ଦୀପେର ମାଟିତେ ଏକଟା ଠେଲା ଦିତେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଜନ ଲୋକ ନୌକୋଯ ଲାଫିଯେ ଉଠିଲ—

“ଦାଡ଼ାଓ ର୍ୟାଲ୍ଫ୍, ଦାଡ଼ାଓ, —ହ୍ୟା ଠିକ ଆଛେ !”

ଏକି, ଏ ସେ ବିଲେର କଣ୍ଠସ୍ଵର ! କିନ୍ତୁ ତଥନ ଆର କଥା ବଲବାର ସମୟ ନେଇ, ତୁ'ଜନେ ପ୍ରାଣପଣେ ନୌକୋ ବେଯେ ଚଲିଲାମ । ଜାହାଜେ ଉଠେଇ ଜାହାଜେର ମୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ଦିକେ ଘୁରିଯେ ଦିଯେ ସବେଗେ ବେଯେ ଚଲିଲାମ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଜାର କର୍ତ୍ତର ଚାଁକାରେ ବୁଝିଲାମ, ଓରା ଆମାଦେର ପାଲିଯେ ଯାଓଯା ଦେଖିତେ ପେଯେଛେ । ମୁହଁର୍ମଧ୍ୟେ ଏକଦଳ ଲୋକ ଜଲେ ଝାଁପିଯେ ପଡ଼ିଲ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ତଥନ ମରୀଯା ହୟେ ପ୍ରାଣପଣେ ଦାଡ଼ ଟେନେ ଚଲେଛି । ଫଳେ ଓରା ପେଛିଯେ ପଡ଼ିତେ ଲାଗିଲ । ଏକଜନ କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ ପେଛପା ହଲ ନା, ସେ କାଟା କାହିଁଟା ଜାହାଜେର ଏକପାଶେ ଝୁଲଛିଲ, ଚଟ୍ କରେ ଧରେ ଫେଲିଲ ସେଟା । ବିଲ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଥାକିତେଇ ତାକେ ଲକ୍ଷା କରିଛିଲ, କିନ୍ତୁ କିଛୁଟି ଯେନ ତୟନି ଏଇଭାବେ ଦାଡ଼ ଟେନେ ଚଲିଲ । ଲୋକଟା କାହେ ଆସିଥିଏ ଏକ ଆଚମକା ଘୁସିତେ ତାକେ ଭୂମିସାଂ କରିଲ । ତାରପର ତାକେ ତୁଲେ ନିଯେ ସଜ୍ଜୋରେ ଜଲେ ଛୁଟେ ଫେଲେ ଦିଯେ ଆବାର ଦାଡ଼ ଧରିଲ । କିନ୍ତୁ ଏର ଥିକେଓ ବଡ଼ ବିପଦ ତଥନ ଆମାଦେର ସାମନେ ଉପଶିତ । ଅସଭାରା ତୌର ଧରେ ଛୁଟିତେ

ଛୁଟିତେ ଆମାଦେର ଜାହାଜେର ଥେକେଓ ଆଗେ ଅଗସର ହୟେ ଏସେଛେ । ଏକବାର ଯଦି ଓରା ଜଲେ ଝାଁପିଯେ ପଡ଼େ କୋନରକମେ ଜାହାଜେର ମୁଖ୍ଟୀ ବନ୍ଧ କରତେ ପାରେ ତେ ଆମାଦେର ଆର କୋନଇ ଆଶାଇ ଥାକବେ ନା । ଏକମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଳ ହୟେ ଦାଡ଼ିଯେ ଥେକେ ବିଲ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କାମାନେର ମୁଖ୍ଟୀ ଦ୍ଵୀପେର ଦିକେ ଘୁରିଯେ ନିଲ । କାମାନ ବାକୁଦେ ଭରା ଛିଲ, ଚୋଥେର ପଲକ ଫେଲତେ ନା ଫେଲତେଇ ତାବ ଆଣ୍ଟନ ଲାଗାବାବ ଜାଯଗାଟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବିଲ ପିସ୍ତଲେର ଘୋଡ଼ାଟା ଟିପେ ଦିଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ ଫାଟାନୋ ଶବ୍ଦେ କାମାନ ଗଞ୍ଜେ ଉଠିଲ, ମନେ ହଲ, ଦ୍ଵୀପେର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଗୁଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧେନ ଭେଟେ ଚୁରମାର ହୟେ ଗିଯେଛେ ।

ଆବ କିଛୁବ ଦରକାବ ହଲ ନା, ଏଟ ହୈ-ହଲ୍ଲାବ ମଧ୍ୟ କଥନ୍ ଆମରା ମେହି ବିପଞ୍ଜନକ ମୋହାନା ଅତିକ୍ରମ କରେ ସମୁଦ୍ରେ ଏସେ ପଡ଼େଛି । ଫାଁକାଯ ଆସତେଇ ସମୁଦ୍ରେ ବାତାମେ ଜାହାଜେବ ପାଲଗୁଲୋ ଫୁଲେ ଉଠିଲ । ଅମ୍ଭାଦେବ ହତାଶାବ୍ୟଙ୍କ ଚୀଏକାର ଅଷ୍ପଟ ହତେ ହତେ ମିଲିଯେ ପେଲ କ୍ରମଶଃ । ଅତି-ପବିତ୍ରମେ, ଉତ୍ୱଜନାୟ, କ୍ରାନ୍ତ, ମୃତପ୍ରାୟ ହୟେ ଆମି ଡେକେର ଓପବେ ଅଞ୍ଜାନ ହୟେ ପଡ଼େ ଗେଲାମ ।

—সতেরো—

“ওঠো রাজক, জাগো, আৱ কোন ভয় নেই; আমুৱা এখন
সম্পূৰ্ণ নিৱাপদ।” বিল বলে উঠল। আমাৱ কোন সাড়া না
পেয়ে কাঁছে এসে দেখল, আমি তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে
ৱয়েছি। তখন সে আমাকে তুলে নিয়ে স্বত্বে শুইয়ে দিল।
তাৱপৰ কি একটা তুল পদাৰ্থ আমাৱ মুখে দিয়ে বলল,
“এটা খেয়ে ফেল, শৱীৱে বল পাবে।” ততক্ষণে আমাৱ
জ্ঞান ফিৰে এসেছে। বিলেৱ মুখে এৱকম মিষ্টি কথা ওনে
আমি আশৰ্দ্য হলাম; কাৱণ এৱ আগে কখনো ওকে এভাৱে
কথা বলতে শুনিনি।

বিলেৱ দেওয়া পানীয় একটোক খেয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞ
দৃষ্টি মেলে তাকালাম, কিন্তু অসীম ক্লাস্তি সাবা অঙ্গে ছেয়ে
এল; প্ৰায় সঙ্গেসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল,
তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণ একটানা বিশ্রামেৱ পৰ
শৱীবটা বেশ হালকা বোধ হল; শুয়ে শুয়ে আলস্তু উপভোগ
কৱতে লাগলাম। বহুদিন পৱে মন-প্ৰাণ দিয়ে অহুভুব
কৱলাম সমুদ্রেৱ বিৱাট সৌন্দৰ্য। হঠাৎ বিলকে দেখে
আমাৰে অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। পালেৱ
খুঁটিটা ডান হাতে ধৰে তাৱ ওপৱে মাথা রেখে বিল নিস্তুক
হয়ে বসে ৱয়েছে। ওকে এভাৱে বিশ্রাম কৱতে দেখে আমি

আৱ বিবক্ত কৱলাম না, কমুইয়ে ভৱ কৱে নিঃশব্দে উঠবাৰ চেষ্টা কৱলাম। কিন্তু এতে যে শব্দ হল, তাতেই বিল চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। বলল, “এই যে ব্যালফ্, উঠেছ !”

বিলেৰ চেহাৰা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, মাথাৰ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে জমে বয়েছে চাপ চাপ রক্ত ! উদ্বিগ্নস্বৰে বললাম, “একি বিল, তোমাৰ গায়ে বক্তু !”

‘হ্যা ব্যালফ্, রক্ত,’ অত্যন্ত কৱণস্বৰে কথাগুলো বলে বিল আমাৰ জায়গায় শুয়ে পড়ল। “হ্যা, জথম হয়েছি, বেশ জথম হয়েছি। এতক্ষণ অপেক্ষা কৰছিলাম, কথন তোমাৰ ঘূম ভাঙবে। কেবিনেৰ ‘লকাব’ থেকে একটু কঢ়ি আৰ থানিকটা ব্রাণ্ডি দাও দেখি ! তুমি এমন পুনৰ ঘুমোচ্ছিলে ব্যালফ্, যে তোমাকে জাগাতে ইচ্ছা কৰছিল না।”

দৌড়ে নীচে গিয়ে কয়েকটা বিস্কুট আৰ ব্রাণ্ডি নিয়ে এলাম। ওগুলো খেয়ে ও যেন কতকটা ভাল বোধ কৰল। কিছুক্ষণ পৱেই গভীৰ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পৰে জেগে উঠল বিল। বলল, “এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ কৰছি, ব্যালফ্, আমাৰ শৱাৰে যেন দ্বিতীয় শক্তি ফিবে এসেছে।” বলে তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা কৰল, কিন্তু অসহা যন্ত্ৰণায় চীৎকাৰ কৰে তখনি পড়ে গেল।

“না বিল, তুমি নড়াচড়া কোৱ না। চুপ কৰে শুয়ে থাক, দেখি তুমি কিৱকম আঘাত পেয়েছ। ডেকেৱ ওপৱে তোমাৰ

ଜନ୍ମ ପୁନ୍ଦର ବିହାନା କରେ ଦିଛି, ଇତିମଧ୍ୟେ ତୁମି ପ୍ରାତରାଶ ସେରେ
ନାଓ । ତାରପର ତୋମାର କାହେ ବସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଟଟନା ଶୁଣବ ।”

ବିଲ ହତାଶଭାବେ ମୁଖ ସରିଯେ ନିତେ ଆମି ବଲଲାମ, “ଭୟ
ପେଯୋ ନା ବିଲ, ସେରେ ଉଠିବେ ତୁମି । ଆମି ଡାକ୍ତାର ନଇ ବଟେ,
କିନ୍ତୁ ଆମି ଯେ କତ ଭାଲ ନାସ୍, ଶିଗ୍ ଗିରଇ ଦେଖିବେ ପାବେ ।”

ବଲେ ଆମି ରାମାଘରେ ଗିଯେ ଉନ୍ନନ୍ଦ ଧରାଲାମ, ତାରପର କରେକଟା
ଡିମ ଆର କିଛୁ ଶାକ-ଶବ୍ଦି ଦିଯେ କୋନରକମେ ଏକଟା ତରକାରୀ
ରାମା କରେ ଆଧିଘଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ବିଲେର କାହେ ହାଜିର ହଲାମ ।
ମେଘଲୋ ଥେଯେ ବିଲ ଯେନ ଅନେକଟା ତୃପ୍ତ ହଲ ।

“ଏବାର ବିଲ, ତୋମାର କ୍ଷତିଶାନଟା ଏକଟୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ
ଦେଖବ ।” ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖଲାମ, ତାର ବୁକେ ପିନ୍ଟଲେର ଗୁଲି
ଲେଗେଇଛେ । ବକ୍ତ ଯେ ଖୁବ ବେଶୀ ବେବିଯେଇଁ ତା ନୟ, ଆର ଗୁଲି
ଲେଗେଇଛେ ଡାନ ଦିକେ । ତାହି ଆଶା ହଲ, ଆଘାତ ହୟତ ଖୁବ
ମାବାଘକ ହୟନି । ବିଲକେ ଏକଥା ବଲିତେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାଥା ନାଡ଼ିଲ ।
ବଲଲ, “ଯାଇ ହୋକ ତୁମି ବୋସ, ତୋମାକେ ସବ ବଲି ।”

“ମୌକୋ ଥେକେ ନେମେ ସକଳେ ବନ୍ଦୁକଟାର ଦିକେଇଁ ଚଲେଛିଲ,
କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଦୋଷେ ଶୂତୋଯ ଟାନ ପଡ଼ିତେଓ ବନ୍ଦୁକେ ଆୱୟାଜ
ହଲ ନା । ତଥନ ଆମି ମରୀଯା ହୟେ ଝୋପେର ମଧ୍ୟେ ମାଥା ଗଲିଯେ
ଦିଯେ ଦିଲାମ ବନ୍ଦୁକ ଛୁଁଡ଼େ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରଣ ଆର୍ତ୍ତନାନ୍ଦ ଶୁକ ହଲ ।
ଛୁଟେ ପାଲାତେ ଯାଚିଛି, ଏମନ ସମୟ କାଣ୍ଡେନ ଆମାକେ ଥାମାଳ—
‘ଶୟତାନ, ନିଶ୍ଚଯ କୋନ ମତଲବ ନିଯେ ତୁମି ଏ କାଜ କରେଇଁ ।’
ବଲେଇଁ ସେ ଆମାର ବୁକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଗୁଲି କରଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে এক বিকট চীৎকারে আমার আচ্ছম ভাব কেটে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, এক প্রকাণ্ড আগুনের ধারে আমাদের দলের সবাই হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় প্রত্যেকে এক-একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, আর তাদের ঘিরে মহা উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে দ্বীপবাসীরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের একজন এক প্রকাণ্ড ছোরা বের করে কাণ্ডেনের কাছে গেল, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল কাণ্ডেনের বুকে। পরক্ষণেই বিকট চীৎকারে বনভূমি কেঁপে উঠল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে আমি তক্ষুনি ছুটতে শুরু করলাম। অসভ্যরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ওদের হাতে ধরা পড়বার আগেই আমি নৌকোয় লাফিয়ে পড়েছিলাম। তার পরের ঘটনা তো তুমি জান।”

এতক্ষণ একটানা কথা বলবার ফলে বিল এত ঝাম্টি হয়ে পড়েছিল যে অনেকক্ষণ ধরে থ্র থ্র করে কাঁপতে লাগল। আমি তাই অন্য প্রসঙ্গ তোলবার চেষ্টা করলাম—“কিন্তু বিল, এখন আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে, ঠিক করতে হবে, আমরা কোন্দিকে যাব।”

“ঠিক বলেছ র্যালফ। কিন্তু ভাই, যেদিকেই যাও, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না ; আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। যেদিকে খুসি যাও তুমি, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।”

“ତାହଲେ ବୋଧହୟ ଆମାଦେର ଆବାର ସେଇ ପ୍ରବାଲ-ଦୀପେଇ ସାଓଯା ଉଚିତ, ବିଲ । ଆମାର ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟାକ ଆର ପିଟାରକିଲେର ଜଣ୍ଠ ଆମି ଅତ୍ୟଞ୍ଚ ଉଦ୍‌ଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଆଛି । ସତଦୂର ଜାନି, ଦୀପଟାର କୋନ ନାମ ନେଇ । ତବେ କାହିଁମେ ଆମାକେ ଏକବାର ତାର ମାପେ ଦୀପଟାର ଅବଶ୍ଥିତି ଦେଖିଯେ ଦିଯେଛିଲ, ସେଇ ଥିକେ ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏସେଛି ; ଶୁତରାଂ ଆମି ଚିନେ ସେତେ ପାରବ । ଏଥିନ ଆମାର ପ୍ରଥମ କାଜ ଡେକେର ଓପରେ ଏକଟା କିଛୁ ଘରେ ଦେଓଯା, ସାତେ ତୋମାର ଗାୟେ ରୋଦ ନା ଲାଗେ । ତୁମି ଯଦି, ବିଲ, ଦିନେ କେବଳ ଦୁ'ଘଣ୍ଟାର ଜଣ୍ଠ ଏକଟୁ ହାଲ ଧରତେ ପାର, ସେଇ ସମୟଟୁକୁ ସୁମିଯେ ନିଯେ ଆମି ବାକୀ ବାଇଶ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଇ ଦାଡ଼ ଟାନତେ ପାରବ । ଆର ତୁମି ଯଦି ତାଓ ନା ପାର ତୋ ଓରଇ ମଧ୍ୟେ କୋନମତେ ନୋଙ୍ଗର ଫେଲେ ତୋମାର ଧାବାରେର ଜୋଗାଡ଼ କରେ ଦେବ ଏଭାବେଇ ଆମରା ପୌଛେ ସାବ ପ୍ରବାଲ-ଦୀପେ ।”

ଆମାର କଥା ଶୁଣେ ମୃଦୁ ହେସେ ବିଲ ବଲଲ, “କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝଡ଼ ଓଠେ ତଥିନ କି କରବେ ?”

ଏ କଥାର କୋନ ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରନାମ ନା । ଅନେକଙ୍କଣ ଚିନ୍ତା କରବାର ‘ପର ବଲଲାମ, “ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ସତଦୂର ସାଧ୍ୟ ଡା ଆମରା କରବ, ବାକୀଟା ଈଶ୍ଵରେର ହାତେ ।”

ଅନ୍ଧିରଭାବେ ଛଟଫଟ କରତେ କରତେ •ବିଲ ବଲଲ, “ତୋମାର ମତ ଆମିଓ ଯଦି ଈଶ୍ଵରେର କାହେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରତେ ପାରତାମ, ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ ! ମରଣକେ ଆମି ଅନେକବାର ଉପେକ୍ଷା କରେ ଏସେଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ମରଣେର ମୁଖୋମୁଖୀ ଏସେ ମୃତ୍ୟୁଭୟେ ବିହବଳ ହୟେ ପଡ଼େଛି । ମୃତ୍ୟୁର

পরবর্তী দেশে যেতে আমার অত্যন্ত ভয়। আমার মনের মধ্যে
কে যেন বলে দিচ্ছে, সেখানে আমার কৃতকর্ষের বিচার হবে।”

“ওকথা বলো না বিল। আমি জোব করে বলতে পারি,
তোমার এখনো আশা আছে। বাইবেলের কথাগুলো আমার
মনে পড়ছে না বটে, কিন্তু আমি জানি, তাতে আশার বাণীটি
রয়েছে। আমাদের জাহাজে বাইবেল নেই ?”

“না র্যালফ্। শেষ যে বাইবেলটা জাহাজে এসেছিল সেটা
ছিল এক হতভাগা বালকের। কাপ্টেন তাকে জোর করে ধরে
এনেছিল। তার মৃত্যুর পরে বাইবেলটা কাপ্টেনের হাতে
পড়ার সে তা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।”

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বিল আবাব শুক করল, “ব্যালফ্,
আমি অতি উচ্ছ্বস্ত জীবন যাপন করেছি। ছেলে বয়স থেকে
আমি নবিকের কাজ করে এসেছি, কিন্তু বাবাকে ছেড়ে চলে
আসা থেকে ক্রমেই নেমে গিয়েছি অবনতিব ধাপে। তিন
বছর হল আমি জলদস্য হয়েছি, সেই থেকে বহুবাব আমার
হাত নররক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমার নৃশংসতাৰ বিবৰণ শুনলে
তোমার রক্ত হিম হয়ে যাবে... ...কিন্তু সেকথা থাক !”

“বিল, তোমার রক্ত-কলুষিত হাতও পবিত্র, তুষাব-শুল্প
হয়ে যাবে। শুধু মনে বিশ্বাস বাখো।”

“বিশ্বাস বাখো ?” উত্তেজিত হয়ে কহুইয়ে ভর করে উচু
হয়ে উঠে বিল বলল, “একথা লোককে আগেও বলতে শুনেছি,
—যেন বিশ্বাস রাখা কতই সহজ !”

ଏହି ଉଡ଼େଜେନାର ଫଳେ ବିଲ ଆରଓ ଦୁର୍ବଳ ହୟେ ପଡ଼ିଲ, ଆର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦ କରେ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲ ଆବାର । ଆମି ତାର ପାଶେ ବସିଲାମ ।

କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହଠାଂ ବିଲ ଆମାର ହାତ ଧରେ ବଲେ ଉଠିଲ, “କଥାଟା ଆର ଏକବାର ଶୋନାଓ ତୋ, ର୍ୟାଲ୍ଫ୍ !”

ଆମି ଆବାର ବଲିଲାମ ।

“ଠିକ ଜାନ ତୋ, ବାହିବେଲେ ଏହିବକମ କଥାଇ ଆଛେ ?”

“ହଁ ବିଲ, ଠିକ ଜାନି ।”

ହଠାଂ ଏକଟା ଦମକା ବାତାସ ଏସେ ଜାହାଜଟାକେ ମଜୋରେ ଢଲିଯେ ଦିଲ । ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଉଠେ ପଡ଼େ ହାଲେର କାହେ ଗେଲାମ । ଆମି ଉଠେ ଯେତେଇ ହଠାଂ ଏକଟା ଖୁଣ୍ଟିତେ ବିଲେର ମାଥା ଠୁକେ ଗେଲ । କୋନରକମେ ଜାହାଜଟା ସାମଲେ ନିଲାମ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେ ବାତାସ କମେ ଯେତେ ଛୁଟେ ବିଲେର କାହେ ଗେଲାମ । ଅସାଡ ଦେହେ ବିଲ ପଡ଼େ ବୁଝେଛେ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଖାନିକଟା ବ୍ୟାଣି ତାବ ମୁଖେ ଟେଲେ ଦେବାବ ଚେଷ୍ଟା କରିଲାମ, କିନ୍ତୁ କିଛୁତେବେ କିଛୁ ହଲ ନା । ମାଥାର ତଳା ଥେକେ ହାତଟା ସରିଯେ ନିତେଇ ମାଥାଟା ଭାରୀ ହୟେ ପଡ଼େ ଗଲ । ବୁକେ ହାତ ଦିଯେ ଅନେକକ୍ଷଣ ନୀବବେ ଥେକେଓ ଶ୍ରଦ୍ଧନେର ଆଭାସମାତ୍ର ପେଲାମ ନା ।

ଜଲଦଶ୍ୱୟବ ମୃତ୍ତ୍ଵା ହୟେଛେ ।

—আঠারো—

মৃত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক অজানা আতঙ্ক আমাকে ছেয়ে ফেলল। ওব অতীত কাহিনী চিন্তা করতে কবতে আমার বর্ণনার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হলাম। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমি একা—যে জাহাজ চালাতে আটজন নাবিকের প্রয়োজন, জাহাজ-চালনা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে আমাকে একা সেই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার সঙ্গীর মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনার পুজ্জামুপুজ্জা বর্ণনা কবে পাঠকেব ধৈর্যচুতি ঘটাব না। এইটুকু মাত্র বলে বাখি, একটা কামানের গোলা ওর পায়েব সঙ্গে মজবুত কবে বেঁধে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত দুদয়ে আমি আমাব জীবনদাতার সলিল-সমাধি সম্পন্ন করেছি।

পূর্বে এক সপ্তাহ ধরে পূর্বে হাওয়া আমাব জাহাজকে বীতিমত দ্রুতবেগেই প্রবালঢীপেব অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে চলল। প্রথম থেকেই আমি আমাব গন্তব্যেব প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেঁধেছিলাম। বুঝলাম, যেভাবে চলেছি তাতে প্রবাল-ঢীপে পৌছতে খুব বেশী দেবি হবে না। কম্পাসেব সঙ্গে কাণ্ডনের চাঁট মিলিয়েই আমি এত নিশ্চিত হতে পেবেছিলাম।

বাতাস অমুকূল দেখে উচু পালগুলো খাটোবার চেষ্টা করলাম। অতি কষ্টে, অনেকবার বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত

ମଫଳ ହଜାମ, ଜାହାଜେର ଗତି ହଲ ଦ୍ରୁତତର । ବିଶ୍ଵାସେର ଅଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛିଲାମ, ତାରୁ ଏକଟା ଉପାୟ ଉଣ୍ଡାବନ କରା ଗେଲ । ହାଲଟା ଏମନଭାବେ ବୈଧେ ରାଖିଲାମ, ସାତେ ସବ ସମୟେ ମେଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନା ରାଖିଲେଓ ଜାହାଜ ଠିକ ପଥେ ଚଲିତେ ପାରେ । ଏର ଫଳେ କିଛିଟା ସମୟ ପେତାମ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟେଇ ଆମାର ଧାଉୟା-ଦାଉୟା, ଏମନ କି ଦିନେ ଛୁଟ୍ଟା କରେ ଘୁମେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୟେ ଯେତ । କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହୟେ ଘୁମୋଡ଼େ ପାରିତାମ ନା, କାରଣ କଥନ ବଢ଼ ଉଠେ ଜାହାଜକେ ବିପଥେ ନିଯେ ଯାଇ କେ ବଲିତେ ପାରେ ? ଘୁମ ଥେକେ ଜେଗେ ତାଇ ଆମାର ପ୍ରଥମ କାଜ ହତ କମ୍ପ୍ସଟା ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଯ ହେଯା, ସେ ଜାହାଜଟା ଠିକ ଯାଚେ । ବଢ଼ିକେଇ ଏଥିନ ଆମାର ପ୍ରଧାନ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ମେକଥା ଚିନ୍ତା କରେ ମନ ଭାରୀ କରିଲାମ ନା ।

ଏଭାବେ କେଟେ ଗେଲ ଛୁଟ୍ଟାତ । ପ୍ରବାଲ-ଦ୍ୱୀପେବ ଅନେକଟା କାହେ ଆସିତେ ପେରେଛି ଭେବେ ସର୍ବବାନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ-ଶିହରଣ ଜାଗଳ ।

ସମସ୍ତ ଜାହାଜଟା ଖୁଁଜେ ଏକଟା ମାତ୍ର ବହି ଆବିଷ୍କାର କରିତେ ପାରିଲାମ, ‘କାପ୍ଟେନ କୁକେର ଅଭିଯାନ’ । ଚମକାର ଲାଗଳ ବହିଟା । ନୌ-ଚାଲନା ସମ୍ବନ୍ଧେ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଏ ବହି ଥେକେ ଲାଭ, କରିଲାମ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାଜକର୍ମ, ଆର ଏହି ବହି ପଡ଼ା—ଏତେହି କେଟେ ଗେଲ ଦିନଗୁଲୋ । କେବଳ ଏକ ଅନୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ କିଛୁହି ଏ କଦିନେର ମଧ୍ୟ ସଟିନି ।

ଏକ ରାତ୍ରେ ଘୁମେର ଥେକେ ଜେଗେ ଦେଖି, ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଯେନ ମୀଳ ଆଗ୍ନିର ଆଭାୟ କେପେ କେପେ ଉଠିଛେ ! ସେଇ ଆଗ୍ନିର

ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে আমার জাহাজ। বিশ্বয়ে, আতঙ্কে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ফসফরাসের আলো এর আগেও অনেকবাব দেখেছি, কিন্তু তাব সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। এ যেন ছধের সমূজ, এত উজ্জ্বল ষে চোখ ঝলসে যায় !

তাড়াতাড়ি উঠে এক বালতি জল তুলে নিলাম, কেবিনে গিয়ে ভাল কবে পরীক্ষা করব। কিন্তু আলো পড়তেই তাব সেই অসাধারণ কপ দৃব হয়ে গেল। অথচ অঙ্ককারে আসতেই আবার তা জলজল কবে উঠল। আশ্চর্য হয়ে খানিকটা জল হাতে তুলে নিলাম, তারপর ফেলে দিলাম জলটা। অবাক বিশ্বয়ে দেখলাম, আমার হাতও সেই উজ্জ্বল আলোয় জলজল করছে। তাড়াতাড়ি আলোর কাছে যেতেই আর তা দেখা গেল না। তখন টেলিস্কোপের কঁচটা নিয়ে ভাল কবে লক্ষ্য কবে দেখলাম, জেলিব নত নবম কি ছয়েকটা স্বচ্ছ পদার্থ যেন আমার হাতের ওপরে নড়ে বেড়াচ্ছে। এত ছোট, যে খালি চোখে তা দেখা যায় না। বুরলাম, যে ফসফরাসের আলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই, এই ধরণের কোন জীব থেকেই তাব উৎপত্তি।

চৌদ্দ দিনের দিন হঠাতে কি একটা শব্দে আমার ঘূর্ম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে চারিদিকে তাকাতেই দেখি, একটা প্রকাণ্ড এ্যাল্বাট্রিস জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে। একি তবে সেই পাথী, পেঙ্গুইন দ্বীপে যেটাকে দেখেছিলাম ? একথা

ମନେ ହତେଇ ଆନନ୍ଦେ ଅଧୀର ହୟେ ଉଠିଲାମ । ଯାଇ ହୋକ,
ପାଖୀଟାକେ ପରା ବଜେଇ ମନେ ହଲ । ସାରାଦିନ ପାଖୀଟା ସଙ୍ଗେ
ଥେକେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରେ କୋଥାଯ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୟେ ଗେଲ ।

ପରଦିନ ସଥନ ଆମାର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗି ତଥିନୋ ଭୋରେର ଅନେକ
ଦେବୀ । ଅଧୀର ଆଗହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗିଲାମ ।
ସମୁଦ୍ରେର ଗର୍ଜନ କ୍ରମେଇ ଭୀଷଣ ଥେକେ ଭୀଷଣତର ହୟେ ଉଠିଛେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ସାଗରେର ବୁକେ ଏସେ ପଡ଼ିତେଇ
ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ ପ୍ରବାଲ-ପ୍ରାଚୀରେର ବୁକେ ଆଛିଡେ ପଡ଼ା ଚେଉୟେର
ରାଶି । ଆର ଦେଖିଲାମ ପ୍ରବାଲ-ଦ୍ଵୀପେର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଚଢ଼ା ।
ଏକ ସତ୍ୟ, ନା ସ୍ଵପ୍ନ ! ହଁବା ସତ୍ୟ, କୋନ ଭୁଲ ନେଇ ; ବହୁଦିନ
ପରେ ଆବାବ ଆମି ଆମାର ପ୍ରବାଲ-ଦ୍ଵୀପକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଲାମ ।

ଆମାବ ମନେର ଅବସ୍ଥା ପାଠକକେ ବଲେ ବୋରାତେ ପାରିବ ନା ।
ଅଧୀର ଆନନ୍ଦେ ଡେକେର ଓପରେ ଲାଫାଲାଫି କରତେ ଲାଗିଲାମ,
ଆର ଥେକେ ଥେକେ ତାକାତେ ଲାଗିଲାମ ପ୍ରବାଲ-ଦ୍ଵୀପେର ଦିକେ ।
ତଥିନୋ ପ୍ରବାଲ-ଦ୍ଵୀପ ସଥେଷ୍ଟ ଦୂରେ ଥାକଲେଓ ତାର ପାହାଡ଼ଗୁଲୋ
ଆବ ତାଦେର ମଧ୍ୟାଷ୍ଟିତ ଉପତ୍ୟକା ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟତି ଦେଖା ଯାଇଲି ।
ଆବାର ଯେ ନିରାପଦେ ଆମାଦେର ପ୍ରବାଲଦ୍ଵୀପେ ଫିରେ ଯେତେ ପାରଛି,
ଏହି ଆନନ୍ଦେ ସାରା ଦେହେ କାଟା ଦିଯେ ଉଠିଲ । ତାରପର
ଟେଲିକ୍ଷୋପଟା ନିଯେ ଭାଲ କରେ ଲଙ୍ଘା କରତେ ଲାଗିଲାମ ।

ବନ୍ଦୁଦେର ଦେଖା ପାବାର ଜନ୍ମ ଅଧୀର ଆନନ୍ଦେ ଛଟଫଟ କରତେ
ଲାଗିଲାମ । ଆମି ଜାନତାମ ଛ'ଟାର ଆଗେ ଓଦେର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗେ
ନା, ଅଥଚ ତଥନ ବେଜେଇ ମାତ୍ର ତିନଟେ । ହଠାଏ ଏକଟା

ମତଜବ ମାଥାଯ ଥେଲେ ଗେଲେ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଧାନିକଟା ବାରୁଦ ଏଣେ କାମାନଟା ଭାଲ କବେ ଠାସଲାମ, ତାରପର ଲୋହାର ଶିକଟା ଆଗୁନେ ଦିଯେ ଚଲେ ଏଲାମ ବାଇବେ । ତଥନ ଆର ପ୍ରବାଲଦୀପେର ଦୂରତ୍ତ ପିକି ମାଇଲେର ବେଶୀ ହବେ ନା । କିଛୁକ୍ଷଣେବ ମଧ୍ୟେଇ ଆରୋ କାହେ, ସେଥାନେ ହାଙ୍ଗବଟା ଆମାଦେବ ତାଡ଼ା କବେଛିଲ, ସେଥାନେ ଉପଶିତ ହଲାମ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଲାଲ ଟକଟକେ ଶିକଟା ଆଗୁନ ଥେକେ ନିଯେ ଏସେ କାମାନେ ଲାଗାତେଇ ପ୍ରଚଞ୍ଚ ବିଫୋବଣେ ଆକାଶ-ବାତାସ ଥବଥବ କରେ କେଂପେ ଉଠିଲ ।

ପବଗୁହୁର୍ତ୍ତେଇ ପିଟାରକିନ ଲାଫାତେ ଲାଫାତେ ସମୁଦ୍ରତୌବେ ଏସେ ବଡ ବଡ ଚୋଖ କବେ ଚାରିଦିକେ ତାକାତେ ଲାଗଲ । ଆମାବ ଜାହାଜେ ଚୋଖ ପଡ଼ତେଇ ଚୌଂକାଳ କବେ ଉଠେ ଏକଦୌଡ଼େ କୁଟୀବେ ଫିରେ ଗେଲ । ମୁହୂର୍ତ୍ତମଧ୍ୟେ ଜ୍ୟାକ ଓ ଦୌଡ଼େ ଏସେ ଅବାକ ହୟ ଜାହାଜଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କବତେ ଲାଗଲ ।

ଆନନ୍ଦେ ଆଉହାବା ହୟ ଆମି ଚୌଂକାବ କବେ ଉଠିଲାମ, “ଜ୍ୟାକ, ପିଟାବକିନ, ଦେଖ, ଦେଖ, ଶୋନୋ— ଏହ ଯେ ଆମି !”

ଚମକେ ଉଠେ ଛ'ଜନେ ଆମାବ ଦିକେ ତାକାଳ । ଆବାର ଆମି ଚୌଂକାବ କବେ ଉଠିତେଇ ବୁବଲାମ, ଓବା ଆମାକେ ଚିନତେ ପେରେଛେ । ପାଗଲେବ ମତ ହୟ ଓରା ସମୁଦ୍ର ଲାଫିଯେ ପଡ଼ିଲ । ଆମିଓ ଆବ ଥାକତେ ପାବଲାମ ନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାମା ଖୁଲେ ଫେଲେ ଜଲେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲାମ ।

ଆମାଦେର ସେଇ ପୁନର୍ଶିଳନେବ ବର୍ଣନା କରା ଆମାବ ସାଧ୍ୟାଭୀତ । ବାକୀ ଦିନଟା ପିଟାବକିନ ଶୁଦ୍ଧ ଆମାକେ ନିଯେଇ ବ୍ୟନ୍ତ ରଇଲ—

କି ଯେ କରବେ ଭେବେ ପାଇନା । କତ ସେ କଳା, ରୁଟିଫଲ, ନାରିକେଲ, ଆଲୁସେନ୍କ ଓ ଆମାକେ ଖାଓୟାଳ ତାର ଠିକ ନେଇ । ଆନନ୍ଦେର ଆତିଶ୍ୟେ ଓ ସେମ ପାଗଲେର ମତ ହୁୟେ ଗିଯେଛେ ।

ତଥନ ଆମି ଓଦେର କାଠିନୀ ଶୋନାବାବ ଜନ୍ମ ଜ୍ୟାକକେ ଅନୁରୋଧ କରଲାମ ।

ଜ୍ୟାକ ଶୁରୁ କରଲ—“ତୁମି ତୋ ଡୁବ ଦିଯେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଥେକେ ଚଲେ ଏଲେ । ଆଧ ସଣ୍ଟାବ ମଧ୍ୟେ ସଥନ ତୁମି ଫିରଲେ ନା, ତଥନ ତୋମାର ଓପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହଲାମ, କାବଣ ତୁମି ଜାନତେ, ଆମବା ତୋମାବ ପଥ ଚେଯେ ରଯେଛି । ତାରପର 'ସଥନ ଏକସଣ୍ଟା କେଟେ ଗେଲ, ଠିକ କରଲାମ, ତୋମାର ସନ୍ଧାନେ ଯାବ । ପିଟାବକିନ ଏକଟୁ ବାଧା ଦିଯେଛିଲ, ବଲେଛିଲ, ଆମିଓ ସଦି ଫିରେ ନା ଆସି ତୋ ଏହି ଅନ୍ଧକାବ ଗୁହାତେଟ ତାକେ ସାରାଜୀବନ କାଟାତେ ହବେ । ଓକେ ଆଶ୍ରମ କବେ ଆମି ବେରିଯେ ପଡ଼ଲାମ ।

“କୋଥାଓ ତୋମାବ ସାଡା ନା ପେଯେ ଆମାବ ମନେର ଅବସ୍ଥା କି ବକମ ହୁୟେଛିଲ ବୁଝିବେଇ ପାବଛ । ପ୍ରଥମେ ଭେବେଛିଲାମ, ଓରା ତୋମାକେ ସେବେ ଫେଲେଛେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖୁଁଜେଓ ସଥନ ତୋମାର ମୁତଦେହେର ସନ୍ଧାନ ପେଲାମ ନା, ତଥନ ବୁଝିଲାମ ଓରା ତୋମାକେ ଧରେ ନିଯି ଗେଛେ । ସମୁଦ୍ରେ ଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖିଲାମ, ଜାହାଜଟା ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ମିଲିଯେ ଯାଚେ । ମେଦିନ ଆମି ଯତ କେଂଦେଛିଲାମ, ଆମାର ସାରା ଜୀବନେର ଚୋଥେର ଜଳ ଏକ ଜ୍ୟାଗାୟ କରଲେଓ ବୋଧହୟ ତତ୍ତ୍ଵଟା ହତ ନା ।”

ବାଧା ଦିଯେ ପିଟାରକିନ ବଲେ ଉଠିଲ, “ଏଥାନେ ଆମାର ସଥେଷ୍ଟ ଆପତ୍ତି ଆଛେ । ତୁଲେ ଗେଛ ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ଯେ ବଲେଛିଲେ, ଛେଲେବେଳୋଯ ତୋରେ ଘୁମ ଭେଡେ ଓଠା ଥିକେ ରାତ୍ରେ ଶୁଣେ ଯାଓଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରାଦିନ ତୁମି ଶୁଦ୍ଧ ଚୀଂକାର କରେ କି—”

“—ଚପ କରଃ ପିଟାରକିନ !—ହ୍ୟା, ଜାହାଜଟା ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ାଲେ ଚଲେ ଯେତେ ଆମି ଆବାର ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଫିରେ ଗେଲାମ । ତଜନେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରେ ଠିକ କରିଲାମ, ସମସ୍ତ ଦ୍ଵୀପଟା ତମ ତମ କରେ ଖୁଁଜେ ଦେଖିତେ ଥିବେ, ତୋମାର ମୃତଦେହ ପାଓଯା ଯାଇ କି ନା । କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ସମସ୍ତା ହଲ, ତୋମାର ସାହାଯ୍ୟ ନା ନିଯେ କି କରେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଥିକେ ପିଟାରକିନକେ ନିଯେ ଫିରିବ । ପିଟାରକିନ ତୋ ଧାବଦେହ ଅଶ୍ଵିର । ମେ ବଲଲ, ଏଥାନେ ଆସିବାର ସମୟେ ଆର ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ବେଶୀ ଜଲେର ତଳାଯ ଥାକଲେ ତାର ଦମ ବନ୍ଧ ହେଯେ ଯେତ । କିନ୍ତୁ ଆର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନା ଦେଖେ ଅନେକ ବୁଝିଯେ ଶୁବ୍ରିଯେ ବଲିତେ ଓ ରାଜି ହଲ । ଓକେ ନିଯେ ଶୁଡଙ୍ଗ ପଥେର କିଛୁଦୂର ଗିଯେଛି, ଏମନ ସମୟ ଓ ଏମନ ହାତ ପାହୁର୍ଡିତେ ଲାଗଲ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଯେ ଆବାର ଫିରେ ଆସିତେ ହଲ । ମହା ମୁକ୍ଷିଲ ହଲ, କି କରା ଯାଇ ! ତଥନ ପିଟାରକିନକେ ବଲିଲାମ, ‘ଏକ କାଜ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଏକ ଘୁସି ମେରେ ତୋମାକେ ଅଜ୍ଞାନ କରେ କେଲିଲେ ମେହି ଅବଶ୍ୟାତେ ତଥନ ନିଯେ ଯେତେ ପାରିବ ।’ କିନ୍ତୁ ପିଟାରକିନ ଆପତ୍ତି କରେ ବଲଲ, ‘କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ଘୁସିତେ ଅଜ୍ଞାନ ନା ହିଁ ଥିବେ ତେ ଆରୋ ଘୁସି ଲାଗାବେ, ମେ ବାପୁ ଆମି ସତ୍ତ କରିତେ ପାରିବ ନା । ଆର, ଯଦି ଖୁବ

ଜୋରେ ସୁମି ମାର ତୋ ଆମାର ହାଡ଼ଗୋଡ଼ି ହୟତ ଗୁଡ଼ିଯେ ଯାବେ,
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣେଇ ମାରା ଯାବ !’

‘ଆମାଦେର ନିତାନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଭାଲ ଯେ ତଥନ ଆମାର ମାଥାଯି
ହଠାତ୍ ଏକଟା ବୁଦ୍ଧି ଖେଲେ ଗେଲା । ଏକଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଟିର ସଙ୍ଗେ
ଯଦି ପିଟାବକିନିକେ ଆହେପୂର୍ଣ୍ଣେ ବେଁଧେ ନିଇ ତାହଲେ ଓ ଆର
ହାତ-ପା ଛୁଡ଼େ ଆମାକେ ବାଧା ଦିତେ ପାବବେ ନା । ମତଲବଟା
ପିଟାବକିନିକେ ଜାନାତେ ଓର ମୁଖେର ଯେ ଅବଶ୍ଯା ହଲ, ସେ ବୋଧହ୍ୟ
ବୁଝାତେଇ ପାରଛ । ଯାଇ ହୋକ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତାତେଇ ରାଜ୍ଞି
ହଲ, ଏବଂ ଏଜନ୍ତୁ ତୁମି ଯଦି ଓକେ ଧନ୍ତବାଦ ଦାଓ ତୋ ଆମି
ଆପଣି କରବ ନା । ଯାଇ ହୋକ, ଆବାବ ଡୁବେ ଆମାଦେର କୁଟୀବେ
ଫିବେ ଗିଯେ ଏକଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଠ ଆବ ଦଢ଼ିଦଢ଼ା ଏନେ ତାର ସଙ୍ଗେ
ପିଟାବକିନିକେ ଯଥନ ବେଶ ମଜବୁତ କବେ ବୀଧଳାମ, ଅନେକଟା
ମିଶବ ଦେଶୀୟ ମ୍ୟାମିବ ମତ ଦେଖାତେ ହଲ ଓକେ ।

‘ପିଟାବକିନ ବ୍ୟାକୁଲଭାବେ ବଲଲ, ‘ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ଅନୁରୋଧ,
ଜ୍ୟାକ, ସତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସନ୍ତୁବ ଆମାକେ ଓପାରେ ନିଯେ ଯେଓ
ଭାଇ । ଆବ, ଆମାକେ ଖୁବ ବଡ଼ କବେ ଏକଟା ନିଃଶ୍ଵାସ.ନିତେ ଦିଓ ।
ଆବ ଶୋନୋ, ନିଃଶ୍ଵାସ ନେବାବ ପର ତୋ କଥା ବଲାତେ ପାରିବ
ନା,-- ତାଇ ବଲାଇ, ତୁମି ଆମାବ ମୁଖେବ ଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକୋ ;
ଆମି ଯେଇ ଚୋଥ ବୁଜିବୋ ଅମନି ଡୁବ ଦେବେ । ଆବାବ ବଲି,
ସତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପାର ନିଯେ ଯାବେ କିନ୍ତୁ !’

‘ଓର କଥାଯ ବାଜି ହୟେ ଗେଲାମ । ଶୁଦ୍ଧଙ୍କେବ ମୁଖେର କାହେ
ଏସେ ବଲଲାମ, ‘ଏବାରେ ଦମ ନାଓ ।’

“ବଲତେ ପିଟାବକିନ ଏତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦମ ନିଜ ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଗଲେବ ମେହି ବ୍ୟାଙ୍ଗେବ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ, ଯେ ଫୁଲତେ ଫୁଲତେ
ଖୁବୀର ମତୋ ପ୍ରକାଶ ହତେ ଚେଷ୍ଟାକିବେଛିଲ । ଓର ମୁଖେର ଦିକେ
ଏକଦୃଷ୍ଟେ ତାକିଯେ ବଇଲାମ । ଓବ ଚୋଥ ବୋଜାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଓକେ ନିଯେ ଡୁବ ଦିଲାମ । ତୌବେର ମତ ବେଗେ ସୁତ୍ରପଥ ପାବ
ହୟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତମଧ୍ୟେ ଓପାବେ ଗିଯେ ଉଠିଲାମ ।

“ଏବ ପବେ ଆମବା ତୋମାବ ସନ୍ଧାନେ ତୃପବ ହଲାମ ।
ଦିନେବ ପବ ଦିନ ଅସାଧାରଣ ଯତ୍ତ ଆର ଅଧ୍ୟବସାୟେବ ସଙ୍ଗେ
ଆମରା ତୋମାବ ଦେହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କବେଛି । ପାହାଡ-ପର୍ବତ,
ଉପତ୍ୟକା-ଅଧିତ୍ୟକା, ନଦୀ-ନାଲା, କୋଥାଓ ଖୁଁଜିତେ ବାଦ ଦିଇନି ।
ଅବାଳ-ପ୍ରାଚୀରେବ କାହେ ଖୁଁଜିତେ ଖୁଁଜିତେ ପିଟାବକିନ ଏକଦିନ
କାଲୋ ମତ କି ଏକଟା ଦେଖିତେ ପେଲ । କାହେ ଗିଯେ ଦେଖି,
ମେଟା ଏକଟା ଛୋଟ ପାତ୍ର । ତାକନା ଖୁଲେ ଦେଖିଲାମ, ତାବ
ଭେତ୍ବେ ବାକଦ ବୟେଛେ !”

ମୁହଁ ହେସେ ବଲଲାମ, “ଓ ବାକଦ ଆମିଇ ପାଠିଯେଛିଲାମ ।”

“ବେର କବ, ଶିଗ୍-ଗିବ ଆମାବ ବାଜାବ ଟାକା ବେବ କବ”,
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଁକାର କବେ ଉଠିଲ ପିଟାବକିନ, “ନତୁବା ଦେନ୍-ଦାବ
ବଲେ ସାବାଜୀବନ ତୋମାକେ ଜେଲେ ବେଖେ ଦେବ ।”

“ହୋ ହୋ, ତୋମାକେ ଏଥିନି ହାଣ୍ଡ-ନୋଟ ଲିଖେ ଦିଚ୍ଛି,—
ବାକବା !—ବାକଦେବ ପାତ୍ରଟା ଦେଖେଇ ଅମନି ପିଟାବକିନ ହାଜାର
ଟାକାବ ବାଜି ରେଖେ ବଲଲ, ଏ ନିଶ୍ଚଯ ତୁମି ପାଠିଯେଛ । ଆମିଓ
ବାଜି ବେଖେ ବଲଲାମ, କକ୍ଷନୋ ତୁମି ପାଠାଓ ନି ।

“ପିଟାରକିନ ଠିକଇ ବଲେଛିଲ ।” ତଥନ ଆମି ସମ୍ମନ
ଘଟନାଟୀ ତାଦେର ବଲଲାମ । ଜ୍ୟାକ ଆବାବ ଶୁଣ କରଲ,

“ବାରୁଦ୍ଟୀ ଆମାଦେର ଅନେକ କାଜେ ଏସେହେ, ସଦିଓ ଖାନିକଟୀ
ତାର ସେଂତିଯେ ଗିଯେଛିଲ । ପୁରୋନୋ ପିନ୍ତଲଟାୟ ବାରୁଦ ଭରେ
ଆମରା କଦିନ ଖୁବ ଶିକାର କରଲାମ । ପିଟାରକିନ ତୋ ଏଥନ
ବୀତିମତ ପାକା ଶିକାରୀ, ଓର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୟ ନା
ବଲଲେଇ ଚଲେ ।—ଯାଇ ହୋକ, ସେ କଥା ବଲାଇଲାମ । କୋଥାଓ
ତୋମାବ କିଛୁମାତ୍ର ଚିନ୍ତ ନା ପେଯେ ଆମରା ହାଲ ଛେଡ଼େ ଦିଲାମ ।
ଦ୍ଵୀପେ ଆବ ମନ ଟିକଲ ନା । କବେ କୋନ୍ ଜାହାଜ ଏସେ
ଆମାଦେର ନିଯେ ଯାବେ, ଭଗନ୍ଦର୍ଦୟେ ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କବତେ ଲାଗଲାମ ।
କିନ୍ତୁ ଏଥନ ତୋମାକେ ଫିରେ ପେଯେ ଦ୍ଵୀପଟାକେ ଆବାର ଖୁବ,
ଖୁ-ଉବ ଭାଲ ଲାଗଛେ ।”

ଏକଟୁ ଥେମେ ଜ୍ୟାକ ଆବାର ଶୁଣ କରଲ, “ଏଥନ ଆମାର
ଇଚ୍ଛା କରଛେ, ଦେଶେ ଫେରବାବ ଆଗେ ଆଶେ-ପାଶେର ଆବା
ଦୟେକଟୀ ଦ୍ଵୀପ ଦେଖେ ନିଟ । ଏମନ ଶୁନ୍ଦର ଏକଟୀ ଜାହାଜ
ଯାଦେବ ଦୟଲେ, ତାଦେର ଆବାର ଭାବନା କି ?”

“ଏତେ ଆମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ଆଛେ ।” ପିଟାରକିନ ବଲଲ,
“ଆମାର ମତେ ଆମାଦେବ ଏକୁନି ବେରିଯେ ପଡ଼ା ଉଚିତ ।”

ଆମରା ଦୁଜନେଓ ପିଟାରକିନେର ମଙ୍ଗେ ଏକମତ ହଲାମ ।
ତାଡାତାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିଯେ ନିଯେ ନୌକୋଯ
କବେ ଜାହାଜେ ତୋଳା ହଲ ।

ଯାବାର ଆଗେ ଆମାଦେର ପ୍ରିୟ ଦ୍ଵୀପେର ବହୁପରିଚିତ ଜାୟଗାଗୁଲୋ

ঘূরে ফিবে আৱ একবাৰ দেখে নিলাম। পাহাড়ে উঠে চতুর্দিকেৱ
ঘনশ্যামল দৃশ্য প্ৰাণ ভৰে দেখে নিলাম, তাৱপৰ সমুদ্ৰেৰ
তীবে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে, কুটীৱে ফিৰে এলাম। তাৱপৰ কুড়ুল,
পেন্সিল, ভাঙা টেলিস্কোপ, আধভাঙা ছুৱি, পাল খাটানো
দড়ি,—যা কিছু সঙ্গে কৱে আমৰা এ দ্বীপে এসেছিলাম,
স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঘনে সঙ্গে নিলাম সেগুলো। তাৱপৰ
একখণ্ড কাঠেৰ ওপৰে খড়ি দিয়ে বড় বড় কৱে লিখলাম,

জ্যাক মাটিন

ব্যাল্ফ্ৰোডাব

পিটারকিন গে

তাৱপৰ কাঠটা কুটীৱেৰ প্ৰবেশ-পথেৰ কাছে সঘনে
টাঙ্গিয়ে দিয়ে এতদিনেৰ প্ৰিয় প্ৰবাল-দ্বীপেৰ কাছে বিদায়
নিয়ে আমৰা জাহাজে উঠলাম। ক্ৰমে ছোট তয়ে যেতে
লাগল দ্বীপটা, শেষ পঞ্চান্তৰ সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপেৰ
পাহাড়ছুটোও প্ৰশান্ত মহাসাগৰেৰ বুকে দৃষ্টিব অন্তৰালে
হারিয়ে গেল।

জ্যাক, ব্যাল্ফ্ৰোড আৱ পিটারকিনেৰ নতুন এ্যাডভেক্ষাৰেৰ গল্ল
পাৰে ‘গৱিলা হাটাস’ এ।

অভুদয়ের বই

অনুবাদ

দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো—এইচ.জি ওয়েলস (২য় সংস্করণ)	২।
দি ইনভিজিবল মুন—এইচ.জি ওয়েলস	১।০
দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস—এইচ.জি ওয়েলস	২।
দি ফাস্ট মেন ইন দি মুন—এইচ.জি ওয়েলস	
এইচ.জি ওয়েলসের গল্প—সম্পাদক নৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২।৫।
দি কোর্যাল আইলাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন (২য় সংস্করণ)	১।০
দি গরিলা হার্টাস—ব্যাল্যাণ্টাইন	১।০
দি ডগ কুসো—ব্যাল্যাণ্টাইন	১।
হোয়াইট ফ্যান্ড—জ্যাক লেন	
নিকসাম নিকলুবি—চার্লস ডিকেন্স	১।
দি প্রাক টিউপিপ—গ্রাসেকজাওব ডুমা	১।।।।
মাস্টারম্যান বেডি—ক্যাপ্টেন মারিয়াট	১।
দি চিসডেন অব দি নিউ ফবেস্ট—ক্যাপ্টেন মারিয়াট	১।০
দি চ্যানিংস—মিসেস হেনরি উড	১।।।।
অথচ ছলের রূপকথা—চার্লস কিংসলে	
(‘দি ওয়াটার বেবীজ’-এর অনুবাদ)	১।।।।
পিনোশিয়ো—কার্লো কলোদি	
দি ইলিয়াড—হোমার	
(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)	

অসমি

কুণ্টুলু, এ্যাডভেঞ্চাৰ—হেমেন্দ্ৰকুমাৰ গাম	১৬০
বিশাঙ্গড়েৱ দুঃখাসন—হেমেন্দ্ৰকুমাৰ গাম	২১
অসুশ্রী কালো হাত—নৌহাৰৱজ্জন গুপ্ত (২ষ সুংকৰণ)	২১
মযুৰকঙ্গী বন—শুকুমাৰ দে সৱকাৰ	২১
২৪শে এপ্ৰিল, চূপ—শুকুমাৰ দে সৱকাৰ	২১
বিশাচৰ—শুকুমাৰ দে সৱকাৰ	২১
ভ্যাম্পাম্বাৰ—মণিমাল অধিকাৰী	২১
বৰজ্ঞাভ-বুদ্ধ—মণিমাল অধিকাৰী	১১০
আমাৰ ভালুক শিকাৰ—শিক্ষায চক্ৰবৰ্তী	১১০
বৰজ্ঞপিপাশু—ৱিবি সেন	২১
মৃতুৱ চেয়ে ভয়কু—ৱৰৌদ্রমাল গাম	

যুক্তাক্ষৰ-বজ্জিত

বজ্জীন হামি—মুনিমাল বন্ধু (ছড়া)	১০
খোগাখুকুৱ আসৱ—মণিমাল অধিকাৰী (গল্প)	১০

